পদ্মপুরাণ

ব্রহ্ম খণ্ড

বঙ্গানুবাদসমেতম্।

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বিরচিতম্।

ভট্টপল্লী নিবাসী
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন
সম্পাদিত।

নবভারত

পাবলিশার্স

৭২ডি. মহাত্মা গান্ধী রোড. কোলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

পদ্মপুরাণম্।

ব্রহ্মখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

শৌনক উবাচ।
কলৌ সমাগতে সূত প্রাণিনাং কেন কর্ম্মণা।
উদ্ধারো বৈ ভবেত্তস্মাৎ কথয়স্ব মমাগ্রতঃ॥ ১
সূত উবাচ।
সাধু সাধু মুনিশ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মনাং বরো ভবান্।
সর্ব্বেষাঞ্চ জনানাঞ্চ শুভবাঞ্ছো নিরন্তরম্॥ ২
এতদ্ব্যাসঃ পুরা বিপ্রঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বপূজিতঃ।
পৃষ্টো জৈমিনিনা তং স যদাহ শৃণু বৈষ্ণব॥ ৩
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাসৌ ব্যাসং সর্ব্বার্থপারগম্।
গুরুং সত্যবতাসূনুং পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবঃ॥ ৪
জৈমিনিরুবাচ।
কলৌ নৃণাং ভবেৎ কেন মোক্ষো ব
কথয়স্ব মে।
অল্পেনাপি চ পুণ্যেন মর্ত্ত্যাশ্চাল্পায়ুষো যতঃ॥৫
ব্যাস উবাচ।
সাধুসঙ্গাদ্ভবেদ্বিপ্র শাস্ত্রাণাং শ্রবণং প্রভো।
হরিভক্তির্ভবেত্তস্মাত্ততো জ্ঞানং ততো গতিঃ॥

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী এবং সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় কীর্ত্তন করিবে। শৌনক কহিলেন,—হে সূত! কলিকাল উপস্থিত হইলে কোন্ কর্ম্মবলে প্রাণিগণের উদ্ধারসাধন হইবে, তাহা আমার নিকট বল। সূত কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সাধু সাধু! আপনি পুণ্যাত্মগণের অগ্রণী, আপনার অন্তরে নিরন্তর সর্ব্বপ্রাণীর শুভেচ্ছা বর্ত্তমান। আপনি যাহা জিজ্ঞাসিলেন,—পুরাকালে জৈমিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বপূজিত বিপ্র ব্যাসের নিকট ও ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে বৈষ্ণব! ব্যাস তদুত্তরে জৈমিনিকে যাহা বলিয়াছিলেন,—শ্রবণ করুন। মুনিপুঙ্গব জৈমিনি সর্ব্বার্থপারদর্শী সত্যবতীসূত গুরুদেব বেদব্যাসকে দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন,—গুরো! কলিকালে নরগণ অল্পায়ু হইবে, সুতরাং অল্প পুণ্যফলে কিরূপে তাহাদের মোক্ষলাভ হইতে পারিবে, তাহা আমায় নিকট বলুন। ১—৫। ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্র! সাধুসঙ্গগুণে শাস্ত্রশ্রবণ, তাহা হইতে হরিভক্তি, হরিভক্তি হইতে জ্ঞান, এবং জ্ঞান হইতে সদ্গতি লাভ ঘটিয়া থাকে।

ন রোচতে কথা ভূয়ো পাপিষ্ঠায় জনায় বৈ।
বৈষ্ণবী স তু বিজ্ঞেয়ঃ পাপিষ্ঠপ্রবরো দ্বিজঃ॥
শ্রীকৃষ্ণস্য কথাং শ্রুত্বানন্দী ভবতি বৈষ্ণবঃ।
অসত্যাং তান্ত যো ব্রয়াজ্জ্ঞেয়ঃ স পাপিনাং
গুরুঃ॥ ৮
যস্মিন্ যস্মিন্ স্থলে বিপ্র কৃষ্ণস্য বর্ত্ততে কথা।
তস্মাত্তস্মাজ্জগন্নাথো যাতি ত্যক্ত্বা ন কর্হিচিৎ
কৃষ্ণস্য যঃ কথারম্ভে কুর্য্যাদ্বিঘ্নং নরাধমঃ।
নরকান্নিষ্কৃতির্নাস্তি মন্বন্তরশতাবধি॥ ১০
যে পুরাণকথাং শ্রুত্বা নিন্দন্ত্যপহসন্তি বৈ।
তেষাং করস্থা নরকা বহুক্লেশকরাঃ সদা॥ ১১
জন্মান্তরার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।
শ্রীকৃষ্ণচরিতং যো বৈ শ্রোতুমিচ্ছাং করোত্যপি
ভক্ত্যা যো বৈ নরঃ কুর্য্যাৎ শ্রীকৃষ্ণচরিতং তথা
ন জানে শ্রবণে তস্য কা গতির্বা ভবিষ্যতি॥১২
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপমকালমরণং তথা।
সুরাপানং তথাস্তেয়ং সর্ব্বং নশ্যতি পাপিনঃ॥
পাপং কৃত্বা তু যো মর্ত্ত্যঃ পশ্চাৎ পাপং
নিবর্ত্তয়েৎ।
তস্য পাপং ব্রজেন্নাশমগ্নিনা তূলরাশিবৎ॥ ১৫
শ্রীকৃষ্ণচরিতং বিপ্র তিষ্ঠেদ্যৈ পুস্তকং গৃহে।
তস্য গৃহসমীপং হি নায়ান্তি যমকিঙ্করাঃ॥ ১৬
জৈমিনিরুবাচ।
বদন্তি বৈষ্ণবান্ কাংশ্চ বাঞ্ছা ব্রূহি গুরো মম।
ইদানীং তান্ সমাজ্ঞাতুং তেষাং মাহাত্ম্যমুত্তমম্
ব্যাস উবাচ।
যো নরো মস্তকে ভক্ত্যা বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রিজলং দ্বিজ
করোতি সেচনং পাপী তীর্থস্নানেন তস্য কিম্॥
সাধুসঙ্গন্ত যঃ কুর্য্যাৎ ক্ষণং বার্দ্ধক্ষণং দ্বিজ।
তস্য নশ্যন্তি পাপানি ব্রহ্মহত্যামুখানি চ॥ ১৯
যত্র যত্র কুলে চৈব একো ভবতি বৈষ্ণবঃ।
কুলং তস্য যদা পাপৈর্যুক্তং তন্মোক্ষগামি বৈ॥
হিংসা-দম্ভ-কাম-ক্রোধৈর্বর্জ্জিতাশ্চৈব যে নরাঃ।

ভূতলে পাপী জনের নিকট বৈষ্ণবী কথা প্রীতিকর হয় না, জানিবে তাদৃশ ব্যক্তি দ্বিজ হইলেও পাপিগণের মধ্যে প্রধান পাপী। বৈষ্ণবজন কৃষ্ণকথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া থাকেন; কিন্তু সেই কথা যে ব্যক্তি অসত্য বলিয়া উল্লেখ করে, জানিবে—সেই ব্যক্তিও পাপিগণের মধ্যে প্রধান। হে বিপ্র! যে যে স্থলে কৃষ্ণকথার আলোচনা হয়, জগন্নাথ কৃষ্ণ কদাচ সেই সেই স্থান পরিত্যাগ করেন না। যে নরাধম কৃষ্ণকথারম্ভে বিঘ্নোৎপাদন করে, শত মন্বন্তরেও তাহার নরক হইতে নিষ্কৃতিলাভ ঘটে না। যাহারা পুরাণকথা শুনিয়া নিন্দা বা উপহাস করে, বহুক্লেশকর নরক সকল তাহাদের নিকটস্থ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কৃষ্ণচরিত শুনিবার বাসনা করে, তাহার জন্মান্তরার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে নর ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণচরিত শ্রবণ করে, না জানি, তাহার সেই শ্রবণ-কালে কি অপূর্ব্ব গতিই লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মহত্যাদি পাপ, অকালমরণ, সুরাপান বা স্তেয়, সকলই কৃষ্ণকথাশ্রবণে বিলয় প্রাপ্ত হয়। যে মানব প্রথমে পাপ করিয়া পরে পাপ নিবারক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, অগ্নিদগ্ধ তূলরাশির ন্যায় তাহার সকল পাপই নষ্ট হইয়া যায়। হে বিপ্র! যাহার গৃহে কৃষ্ণচরিতময় গ্রন্থ থাকে, যমকিঙ্করগণ তাহার গৃহপ্রান্তেও আসিতে পারে না। জৈমিনি কহিলেন—গুরো! কাহাদিগকে বৈষ্ণব বলা হয়, সেই সকল বৈষ্ণবের উত্তম মাহাত্ম্য জানিবার আমার বাসনা হইয়াছে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। ৬—১৭। ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজ! যে পাপী নর ভক্তিভরে মস্তকে বৈষ্ণব-পাদোদক ধারণ করিয়া সেবন করে, তাহার আর তীর্থস্নানে প্রয়োজন কি? যে নর ক্ষণকাল বা ক্ষণার্দ্ধকালও সাধুসঙ্গ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাদি যাবতীয় পাপই নষ্ট হইয়া থাকে। যে কোন কুলেই হউক, একজন মাত্র বৈষ্ণব জন্ম গ্রহণ করিলেই সেই কুল পাপযুক্ত থাকিলেও তৎক্ষণাৎ মোক্ষগামী হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! যাহাদের হিংসা নাই, দম্ভ নাই, কাম-ক্রোধ

লোভ-মোহ-পরিত্যক্তা জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা দ্বিজ
পিতৃভক্তা দয়াযুক্তাঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতাঃ।
অমৎসরা বৈষ্ণবা যে বিজ্ঞেয়াঃ সত্যভাষিণঃ ॥
বিপ্রভক্তিরতা যে চ পরস্ত্রীষু নপুংসকাঃ।
একাদশীব্রতরতা বিজ্ঞেয়াস্তে চ বৈষ্ণবাঃ ॥ ২৩
গায়ন্তি হরিনামানি তুলসীমাল্যধারকাঃ।
হর্য্যঙ্ঘ্রি সলিলৈঃ সিক্তা বিজ্ঞেয়াস্তে চ বৈষ্ণবাঃ
শ্রোত্রয়োর্মস্তকে যেষাং তুলস্যাঃ পর্ণমুত্তমম্।
কর্হিচিৎ দৃশ্যতে বিপ্র বিজ্ঞেয়াস্তে চ বৈষ্ণবাঃ
পাষণ্ডসঙ্গরহিতা বিপ্রদ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ।
সিঞ্চেয়ুস্তুলসীং যে চ জ্ঞাতব্যা বৈষ্ণবা নরাঃ ॥
পূজয়ন্তি হরিং যে চ তুলস্যা চার্চ্চয়ন্তি যে।
কন্যাদানরতা যে চ যে বৈ হ্যতিথিপূজকাঃ ॥ ২৭
শৃণ্বন্তি বিষ্ণুচরিতং বিজ্ঞেয়া বৈষ্ণবা নরাঃ।
যস্য গৃহে সুপ্রতিষ্ঠেৎ শালগ্রামশিলাপি চ ॥ ২৮
মার্জ্জয়ন্তি হরেঃ স্থানং পিতৃযজ্ঞপ্রবর্ত্তকাঃ।
জনে দীনে দয়াযুক্তা বিজ্ঞেয়াস্তে চ বৈষ্ণবাঃ ॥
পরস্বং ব্রাহ্মণদ্রব্যং পশ্যন্তি বিষবচ্চ যে।
হরিনৈবেদ্যং যেঽশ্নন্তি বিজ্ঞেয়া বৈষ্ণবা জনাঃ
বেদশাস্ত্রানুরক্তা যে তুলসীবনপালকাঃ।
রাধাষ্টমীব্রতরতা বিজ্ঞেয়াস্তে চ বৈষ্ণবাঃ ॥ ৩১
শ্রীকৃষ্ণপুরতো যে চ দীপং যচ্ছন্তি শ্রদ্ধয়া।
পরনিন্দাং ন কুর্ব্বন্তি বিজ্ঞেয়াস্তে চ বৈষ্ণবাঃ ॥

সূত উবাচ।

পৃষ্টো জৈমিনিনা ব্যাস ইত্যুক্তঃ স যথাক্রমম্
ময়েদং কথ্যতে ব্রহ্মন্ যৎপ্রসঙ্গাদ্গুরোঃ শ্রুতম্
অধ্যায়ং শ্রদ্ধয়াযুক্তং যে শৃণ্বন্তি নরোত্তমাঃ
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ব্যাস-
জৈমিনিসংবাদে বৈষ্ণবলক্ষণং নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

যাঁ লোভ-মোহ নাই, জানিবে তাঁহারাই প্রকৃত বৈষ্ণব জন। জানিবে—যাঁহারা পিতৃভক্ত, দয়াযুক্ত, সর্ব্বপ্রাণীর হিতে রত, মাৎসর্য্যহীন ও সত্য-ভাষী, তাঁহারাই বৈষ্ণব-জন। যাঁহারা বিপ্রভক্তিরত পরদার-বিমুখ ও একাদশীব্রতনিষ্ঠ, তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত। যাঁহারা হরিনাম গান করেন, তুলসীমালা ধারণ করেন, হরি-পাদোদকে সিক্ত হন, জানিবে—তাঁহারাই বটে বৈষ্ণব জন। যাঁহাদের উভয় কর্ণে এবং মস্তকে কখন কখন উত্তম তুলসীপত্র পরিদৃষ্ট হয়, জানিবে তাঁহারাই বটে বৈষ্ণব জন। যাঁহারা পাষণ্ডসঙ্গ করেন না, ব্রাহ্মণে যাঁহাদের দ্বেষ নাই, এবং যাঁহারা তুলসী তরু সেক করেন, সেই সকল নরকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। যাঁহারা হরিপূজা করেন, তুলসী দ্বারা অর্চ্চনা করেন, কন্যা দান করেন, অতিথি পূজা করেন, এবং বিষ্ণু-চরিত শ্রবণ করেন, জানিবে—সেই সকল নরই বৈষ্ণব। যাঁহাদের গৃহে শালগ্রাম শিলা সুপ্রতিষ্ঠিত, যাঁহারা হরিগৃহ মার্জ্জন করেন, পিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, এবং দীন-জনে দয়াপরবশ হন, জানিবে—তাঁহারাই বটে বৈষ্ণব জন। যাঁহারা পরস্ব ও ব্রাহ্মণ-দ্রব্য বিষবৎ অবলোকন করেন এবং যাঁহারা হরিনৈবেদ্য ভক্ষণ করেন, জানিবে—তাঁহারাই বটে বৈষ্ণব জন। যাঁহারা বেদানুরক্ত, তুলসীবনপালক এবং রাধাষ্টমীব্রতরত, জানিবে—তাঁহারাই যথার্থ বৈষ্ণব জন। যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত শ্রীকৃষ্ণাগ্রে দীপ দান করেন, কখন পরের নিন্দা করেন না, জানিবে—তাঁহারাই যথার্থ বৈষ্ণব জন। সূত কহিলেন,—জৈমিনি জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাস যথাক্রমে এই সকল কথা কহিয়াছিলেন। হে ব্রহ্মন্! আমিও গুরুর নিকট যাহা শুনিয়াছি, প্রসঙ্গক্রমে এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম। যে সকল নরোত্তম শ্রদ্ধার সহিত এই অধ্যায় শ্রবণ করে, তাহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদে উপনীত হইয়া থাকে। ১৮—৩৪।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
শৃণু শৌনক বক্ষ্যামি চান্যদ্ধর্ম্মং পুরাতনম্।
ব্যাসজৈমিনিসংবাদং শ্রোতৃণাং পাপনাশনম্॥
জৈমিনিরুবাচ।
কর্ম্মণা কি গুরো! কেন মন্দিরং জগতীপতেঃ।
যাতি তৎকথয়স্বাদ্য নরঃ পাপী চ মে প্রভো॥২
ব্যাস উবাচ।
শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে যো বৈ লেপনং কুরুতে নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তশ্চান্তে যাতি হরেগৃ হম্॥
যস্তানুলেপনং কুর্য্যাৎ সংক্ষেপাচ্ছৃণু জৈমিনে।
তস্য পুণ্যমহং বচ্মি মন্দিরে জগতীপতেঃ॥ ৪
তত্র যাবন্তি পশ্যন্তি রজাংসি চ দ্বিজোত্তম।
তাবৎকল্পসহস্রাণি স বসেদ্বিষ্ণুমন্দিরে॥ ৫
পুরাসীদ্দণ্ডকো নাম্না চৌরো লোকভয়প্রদঃ।
পরদারহারী মিত্রয়ো যুগে দ্বাপরসংজ্ঞকে॥ ৬
অসত্যভাষী ক্রূরশ্চ পরস্ত্রীগমনে রতঃ।
গোমাংসাশী সুরাপশ্চ পাষণ্ডজনসঙ্গকৃৎ॥
বৃত্তিচ্ছেদী দ্বিজাতীনাং ন্যাসাপহারকস্তথা।
শরণাগতহন্তা চ বেশ্যাবিভ্রমলোলুপঃ॥ ৮
একদা স দ্বিজশ্রেষ্ঠ কস্যচিদ্বিষ্ণুমন্দিরম্।
জগাম হরণার্থায় বিষ্ণোর্দ্রব্যং স মূঢ়ধীঃ॥ ৯
অথ দ্বারি প্রবিষ্টাসাবঙ্ঘ্রিঃ কর্দ্দমসংযুতঃ।
প্রোঞ্ছিতঃ সকলং নিম্নে ভূমৌ দেবগৃহস্য চ॥
তেনৈব কর্ম্মণা ভূমির্নির্ম্মরিক্তা বভূব হ।
লৌহস্য চ শলাকাভ্যামুদ্ঘাট্য দ্বাররং মুদা॥ ১১
প্রবিবেশ হরের্গেহং বিতানবরশোভিতম্।
রত্নকাঞ্চনদীপাঢ্যং পরিধ্বস্তমহত্তমম্॥ ১২
নানাপুষ্পসুগন্ধাঢ্যং নানাপাত্রসমাকুলম্।
সুবাসিতস্য তৈলস্য গন্ধেন পরিপূরিতম্॥ ১৩
অনেন হারকেণাথ পর্য্যঙ্কে সুমনোহরে।
শায়িতো রাধয়া সার্দ্ধং দৃষ্টঃ পীতাম্বরোঽচ্যুতঃ॥
প্রণম্য রাধিকানাথং নিষ্পাপঃ সোঽভবত্তদা।
নেষ্যাম্যথ ন নেষ্যামি অনেন কিং ভবেন্মম॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন—হে শৌনক! শ্রবণ করুন, ব্যাস-জৈমিনি-সংবাদমূলক অন্য পুরাণ ধর্ম্ম বলিতেছি। ইহা শ্রোতৃগণের পাপ-নাশক। জৈমিনি কহিলেন,—হে গুরো! পাপী নর কোন্ কর্ম্মফলে জগতীপতির মন্দিরে গমন করে, তাহা আজ আমার নিকট বলুন। ব্যাস বলিলেন,—যে নর শ্রীকৃষ্ণমন্দির লেপন করে, সে, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া হরিগৃহে প্রয়াণ করিয়া থাকে। হে জৈমিনে! হরিমন্দিরে যে ব্যক্তি জল দ্বারা লেপন করে সংক্ষেপে তাহার পুণ্যফল আমি বলিতেছি। হে দ্বিজবর! ঐ মন্দিরে যত পরিমাণ ধূলি-কণা দৃষ্ট হয় তাবৎসহস্র কল্প ঐ ব্যক্তি বিষ্ণু-মন্দিরে বাস করিয়া থাকে। পূর্ব্বে দ্বাপর-যুগে দণ্ডক নামে এক লোকভয়ঙ্কর চৌর ছিল। ঐ চৌর পরদারহারী, মিত্রঘ্ন, অসত্য-ভাষী, ক্রূর, পারদারিক, গোমাংসাশী, পারণ্ড-জনসঙ্গী, সুরাপায়ী, দ্বিজাতিগণের বৃত্তি-চ্ছেদী, ন্যাসাপহারী, শরণাগতঘাতী ও বেশ্যাবিলাস-লোলুপ ছিল। হে দ্বিজবর! একদা ঐ মূঢ়বুদ্ধি চোর বিষ্ণুদ্রব্য হরণের নিমিত্ত কোন এক ব্যক্তির বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিল। চোরের পাদদ্বয় কর্দ্দমাক্ত ছিল। চোর মন্দিরদ্বারে প্রবেশ করিয়া দেবগৃহের নিম্নে ভূতলে সমস্ত কর্দ্দম প্রোঞ্ছন করিল। চোরের সেই কার্য্যে দেবগৃহের সেই স্থান সমতল হইল। চোর দুইটা লৌহ-শলাকা দ্বারা দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সহর্ষে বিতানমণ্ডিত হরিগৃহে প্রবেশ করিল। গৃহের গাঢ় অন্ধকার দূর করিয়া রত্নকাঞ্চন দীপ জ্বলিতেছিল। গৃহ নানাপুষ্পে সুগন্ধযুক্ত ও নানা পাত্রে সমাকুল ছিল। সুবাসিত তৈলগন্ধে গৃহের সর্ব্বস্থান পরিপূরিত হইয়া-ছিল।১—১৩। চোর দেখিল, মনোহর পর্য্যঙ্কে রাধাসহ পীতাম্বর হরি শয়ান আছেন। তখন সে রাধানাথকে প্রণাম করিয়া নিষ্পাপ হইল। ভাবিল, ইহাকে লইব কি লইব

সৈবাং কর্তুমশক্তোহহং যস্তশ্চৌরোহস্মি সর্বদা।
দ্রব্যেণ কার্য্যমস্তীতি তদ্রেতুং কৃতবান্ মনঃ ॥১৩
গৃহাদ্বিষ্ণোরাংশুকং ভূমৌ কৌশেয়ং কমলাপতেঃ।
ববন্ধ বস্ত্রজাতঞ্চ পাণৌ কৃত্বা স কম্পিতঃ ॥১৩
বিষ্ণোর্মায়াপতেশ্চাথ তানি সর্বাণি জৈমিনে।
কৃত্বা শব্দং সুঘোরঞ্চ পতিতাস্তথ তানি বৈ ॥১৮
পরিত্যজ্য সুনিদ্রাঞ্চ ধাবন্ত ইতি কিংন্বহো।
আগত্য বহুশো লোকাশ্চোরো দ্রব্যং জবেন চ
ত্যক্ত্বা ধনঞ্চ চৌরোহপি ত্রস্তঃ কিঞ্চিজ্জগাম হ
দংশিতঃ কালসর্পেণ মৃতোহসৌ গতকিল্বিষঃ ॥
যমাজ্ঞয়া তস্য দূতাঃ পাশমুদ্গরপাণয়ঃ।
আগতাস্তং সমানেতুং দংষ্ট্রিণশ্চর্মবাসসঃ ॥২১
ববন্ধুশ্চর্মপাশেন নিন্যুর্ধর্মমবর্ত্মনা।
দৃষ্ট্বা তং শমনঃ ক্রুদ্ধঃ পপ্রচ্ছ সচিবং প্রতি ॥২২
যম উবাচ।
অনেন কিং কৃতং কর্ম পাপং বা পুণ্যমেব বা।
সমূলং বদ হে প্রাজ্ঞ চিত্রগুপ্ত যথাশ্রুতঃ ॥ ২৩
চিত্রগুপ্ত উবাচ।
সৃষ্টানি যানি পাপানি বিধাত্রা পৃথিবীতলে।
কৃতান্যনেন মূঢ়েন সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ২৪
কিং ত্বাকর্ণয় লোকেশ সুকৃতং চাস্য বর্ত্ততে।
মন্যেহহং যমুনাভ্রাতঃ সর্বপাপবিলোপি তৎ ॥২৫
ধর্মরাজ উবাচ।
কিং পুণ্যং বর্ত্ততেহমাত্য বদ সারং মমান্তিকে
শ্রুত্বৈবং তদ্বিধাস্যামি যত্র যোগ্যো ভবেদসৌ
যমস্য বচনং শ্রুত্বা সভয়শ্চিত্রগুপ্তকঃ।
কৃত্বা হস্তাঞ্জলিং প্রাহ চাত্মনঃ স্বামিনে দ্বিজ ॥২৭
চিত্রগুপ্ত উবাচ।
হরণার্থং হরের্দ্রব্যং গতোহসৌ পাপিনাং বরঃ।
প্রোজ্ঝিতঃ কর্দমো রাজন্ পাদয়োর্দ্বারতো হরেঃ ॥ ২৮
বভূব লিপ্তা সা ভূমির্বিলচ্ছিদ্রবিবর্জিতা।
তেন পুণ্যপ্রভাবেণ নির্গতং পাতকং মহৎ।
বৈকুণ্ঠং প্রতি যোগ্যোহসৌ নির্গতস্তব দণ্ডতঃ

যাইব, কি না লইয়া যাইব? ইহা দ্বারা আমার হইবেই বা কি? চোর আমি, ইহাঁর সেবা করিতে পারিব না। দ্রব্য দ্বারাই আমার প্রয়োজন, অতএব তাহাই লইতে চোরের মন হইল। চোর কমলাপতির কৌশেয় বসন ভূতলে পাতিয়া কম্পিতকায়ে তত্রত্য বস্ত্রজাত স্বহস্তে বন্ধন করিল। হে জৈমিনে! বিষ্ণু মায়াপতি; তাঁহার দ্রব্যগুলি চোর যেমন লইয়া চলিল, অমনি সুঘোর শব্দ করিয়া সেই সকল দ্রব্য ভূতলে পতিত হইল। তখন বহু লোক নিদ্রা ত্যাগ করিয়া 'কি হইল কি হইল' বলিয়া ধাবিত হইল। চোর তখন দ্রব্য ও ধন পরিত্যাগ করিয়া সন্ত্রস্ত-ভাবে কিয়দ্দূর গমন করিলে একটা কাল সর্প তাহাকে দংশন করিল। চোর নিষ্পাপ দেহে মৃত্যুগ্রস্ত হইল। তৎকালে যমের আজ্ঞায় তদীয় পাশমুদ্গরধারী দূতগণ তাহাকে লইতে আসিল এবং চর্মপাশে বন্ধন করিয়া ধর্ম পথে লইয়া চলিল। যম সেই চোরকে দেখিয়া সক্রোধে সচিবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রাজ্ঞ! এই চোর এ যাবৎ পাপ বা পুণ্যকর্ম কি করিয়াছে, তাহা আমার নিকট আমূল বর্ণন কর। চিত্রগুপ্ত কহিলেন,—বিধাতা পৃথিবীতলে যে সকল পাপ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই মূঢ় তৎসমস্তই করিয়াছে। ইহা আমি সত্যই বলিলাম। কিন্তু হে লোকেশ! ইহার সুকৃত যাহা আছে, তাহাও শ্রবণ করুন। হে যমুনা-সহোদর! আমি মনে করি, ইহার সেই সুকৃতই সর্বপাপক্ষয়কর। ধর্মরাজ কহিলেন,—অমাত্য! ইহার কি পুণ্য আছে, তাহা আমার নিকট বল। আমি তাহা শুনিয়া যাহা যোগ্য হয় করিব। ১৪—২৬। যমের বাক্য শুনিয়া চিত্রগুপ্ত সভয়ে অঞ্জলি-বন্ধনপূর্বক বলিলেন,—এই ঘোর পাপী হরি-দ্রব্য হরণার্থ হরিগৃহে গিয়াছিল। সেখানে হরির দ্বারে স্বীয় পাদকর্দম প্রোঞ্ছন করিয়াছিল। তাহাতে তত্রত্য ভূমি বিলেপিত হইয়া নিশ্ছিদ্র হইয়া যায়। সেই পুণ্যপ্রভাবে উহার মহাপাপ নির্গত হইয়াছে;—আপনার দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া এই ব্যক্তি বৈকুণ্ঠে

ব্যাস উবাচ।
শ্রুত্বা স বচনং তস্য পীঠং কনকনির্ম্মিতম্।
দদৌ তস্মৈ চোপবিষ্টস্তত্র পূজ্যো যমেন সঃ।
ননাম শিরসা তং বৈ প্রোবাচ বিনয়ান্বিতঃ ॥৩০
যম উবাচ।
পবিত্রং মন্দিরং মেঽদ্য পাদয়োস্তব রেণুভিঃ।
কৃতার্থোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মি ন সংশয়ঃ ॥৩১
ইদানীং গচ্ছ ভো সাধো হরের্মন্দিরমুত্তমম্।
নানাভোগসমাযুক্তং জন্মমৃত্যুনিবারণম্ ॥ ৩২
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা ধর্ম্মরাজোঽসৌ স্যন্দনে স্বর্ণনিম্মিতে।
রাজহংসযুতে দিব্যে তমারোপ্য গতৈনসম্ ॥৩৩
সমস্তসুখদং স্থানং প্রেষয়ামাস চক্রিণঃ।
এবং প্রবিষ্টো বৈকুণ্ঠে তত্র তস্থৌ সুখং চিরম্
লেপনং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ত্যা তু হরিমন্দিরম্।
তেষাং কিংবা ভবিষ্যন্তি ন জানেঽহং দ্বিজোত্তম ॥৩৫

য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা পঠেদ্‌যো বা সমাহিতঃ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥
ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে হরিমন্দিরলেপন মাহাত্ম্যং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।
কার্ত্তিকস্য চ মাহাত্ম্যং ব্রূহি সূত মমাগ্রতঃ।
তদ্‌ব্রতস্য ফলং কিংবা দোষং কিং তদকুর্ব্বতঃ
সূত উবাচ।
পুরৈকদা মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসং সত্যবতীসুতম্।
জৈমিনিঃ পৃষ্টবানেতদারেভে কথিতুং মুনিঃ ॥ ২
ব্যাস উবাচ।
তিলতৈলং মৈথুনং যঃ শুভদে কার্ত্তিকে ত্যজেৎ
বহুজন্মকৃতৈঃ পাপৈর্মুক্তো যাতি হরেগৃহম্ ॥ ৩
মৎস্যঞ্চ মৈথুনং যো বৈ কার্ত্তিকে ন পরিত্যজেৎ
প্রতিজন্মনি সম্মূঢ়ঃ শূকরশ্চ ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৪
কার্ত্তিকে তুলসীপত্রৈঃ পূজয়েদ্ বৈ জনার্দ্দনম্।

যাইবারও যোগ্য হইয়াছে। ব্যাস বলিলেন,—চিত্রগুপ্তের বাক্য শুনিয়া যম তাহাকে কনকনির্ম্মিত পীঠ প্রদান করিলেন। সে তাহাতে উপবিষ্ট হইলে, যম তাহার পূজা করিলেন এবং অবনত মস্তকে নমস্কার করিয়া সবিনয়ে বলিলেন,—হে সাধো। অদ্য তোমার পাদরেণু দ্বারা আমার মন্দির পবিত্র হইল। আমি কৃতার্থ হইলাম, কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে জননমরণহর নানা ভোগময় উত্তম হরিমন্দিরে প্রয়াণ কর। ব্যাস বলিলেন,—ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিয়া রাজহংসযুত দিব্য সুবর্ণময় স্যন্দনে সেই বিগতপাপ চোরকে আরোপণ করিয়া সর্ব্বসুখপ্রদ বিষ্ণু-ধামে প্রেরণ করিলেন, সে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়া পরম সুখে চিরকাল বাস করিতে লাগিল। হে দ্বিজোত্তম। যাহারা ভক্তিভরে হরিমন্দির লেপন করে, তাহাদের যে কি ফল লাভ হইবে, তাহা আমি জানি না। যে ব্যক্তি সমাহিতভাবে ভক্তির সহিত ইহা শ্রবণ করে, তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ নিশ্চয়ই নষ্ট হইয়া থাকে। ২৭—৩৬।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

তৃতীয় অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে সূত। কার্ত্তিক মাসের মাহাত্ম্য, এবং কার্ত্তিকব্রত করিলে কি ফল হয় ও না করিলেই বা কি দোষ হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন,—যে ব্যক্তি শুভপ্রদ কার্ত্তিক মাসে তিলতৈল ও মৈথুন পরিত্যাগ করে, সে বহু জন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া হরিগৃহে উপনীত হয়। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকে মৎস্য এবং মৈথুন পরিত্যাগ না করে, সে প্রতি জন্মে মূঢ় শূকর হইয়া জন্মগ্রহণ করে।১—৪। কার্ত্তিকে তুলসীপত্র দ্বারা জনার্দ্দনকে যিনি

পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
কার্ত্তিকে মুনিপুষ্পৈর্যঃ পূজয়েন্মধুসূদনম্।
দেবানাং দুর্লভং মোক্ষং প্রাপ্নোতি কৃপয়া হরেঃ
কার্ত্তিকে মুনিশাকং বৈ যোঽশ্নাতি চ নরোত্তমঃ
সংবৎসরকৃতং পাপং শাকেনৈকেন নশ্যতি ॥ ৭
ফলং তস্য নরোঽশ্নাতি চোর্জ্জে যো বৈ হরিপ্রিয়ে।
প্রদত্ত্বা তু হরের্ব্রহ্মন্ বৃজিনং কোটিজন্মজম্ ॥৮
সুরসং সর্পিষা যুক্তং দদ্যাদ্যো হরয়েঽপি চ।
সর্ব্বপাপৈর্বিনির্ম্মুক্তঃ স গচ্ছেদ্ধরিমন্দিরম্ ॥ ৯
কার্ত্তিকে যো নরো দদ্যাদেকং পদ্মং হরাবপি।
অন্তে বিষ্ণুপদং গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ ॥১০
প্রাতঃস্নানং নরো যো বৈ কার্ত্তিকে শ্রীহরিপ্রিয়ে
করোতি সর্ব্বতীর্থেষু যৎ স্নাত্বা তৎফলং লভেৎ
কার্ত্তিকে যো নরো দদ্যাৎ প্রদীপং নভসি দ্বিজ
বিপ্রহত্যাদিভিঃ পাপৈর্মুক্তো গচ্ছেদ্ধরের্গৃহম্
মুহূর্ত্তমপি যো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে প্রীতয়ে হরেঃ।
দীপং নভসি বিপ্রেন্দ্র তস্মিংস্তুষ্টঃ সদা হরিঃ ॥
যো দদ্যাচ্চ গৃহে দীপং কৃষ্ণস্য সঘৃতং দ্বিজঃ।
কার্ত্তিকে চাশ্বমেধস্য ফলং স্যাদ্ বৈ দিনে দিনে
প্রদীপস্য চ মাহাত্ম্যং বিশেষমুচ্যতে ময়া।
নিশাময় দ্বিজশ্রেষ্ঠ সেতিহাসং সমাহিতঃ ॥১৫
পূর্ব্বং ত্রেতাযুগে বিপ্রো বৈকুণ্ঠো নামতঃ শুচিঃ
যস্য সঙ্গপ্রভাবেণ মুক্তো ভবতি পাতকী ॥ ১৬
একদা কার্ত্তিকে সোঽপি প্রদীপং পুরতো হরেঃ
দত্ত্বা গৃহং গতো বিপ্রো ঘৃতপূর্ণং দ্বিজর্ষভঃ ॥১৭
সর্পিস্তৎখাদিতুং চাখুরাগতোঽপি প্রদীপতঃ।
যাবৎ খাদিতুমারেভে বোধিতোঽসৌ প্রদীপকঃ ॥১৮
মূষিকোঽগ্নিভয়াত্তত্র বেগেনাপি পলায়িতঃ।
আখোশ্চ সকলং পাপং বিনষ্টং কৃপয়া হরেঃ।
সর্পেণ দংশিতশ্চাখুঃ প্রাণত্যাগং চকার হ ॥১৯
ততো যমাজ্ঞয়া দূতাঃ পাশমুদ্গরপাণয়ঃ।

অর্চ্চনা করেন, তাঁহার পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। কার্ত্তিক মাসে যে ব্যক্তি বকপুষ্প দ্বারা মধুসূদনের পূজা করে, হরির কৃপায় তাঁহার দেবদুর্লভ মোক্ষ লাভ হয়। যে নরোত্তম কার্ত্তিকে মুনিশাক ভক্ষণ করে, সেই একমাত্র শাক ভক্ষণেই তাহার সংবৎসরকৃত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি হরিপ্রিয় কার্ত্তিক মাসে হরিকে ফল নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করে, তাহার কোটিজন্মকৃত পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ঘৃতযুক্ত সুরস দ্রব্য হরিকে অর্পণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া হরি-মন্দিরে গমন করিয়া থাকে। যে নর কার্ত্তিকে হরিকে একটী মাত্র পদ্মও অর্পণ করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া অন্তে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে নর শ্রীহরির প্রিয় কার্ত্তিক মাসে নিত্য প্রাতঃস্নান করে, তাহার সর্ব্ব-তীর্থকৃত স্নানের ফল লাভ হইয়া থাকে। যে দ্বিজ কার্ত্তিকে আকাশপ্রদীপ প্রদান করে, সে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া হরি-গৃহে প্রয়াণ করিয়া থাকে। হে বিপ্রবর! যে ব্যক্তি কার্ত্তিকে হরিপ্রীতি নিমিত্ত মুহূর্ত্ত-কালও আকাশে দীপ দান করে, হরি সর্ব্বদাই তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন। যে দ্বিজ কার্ত্তিকে হরিগৃহে ঘৃতপ্রদীপ প্রদান করে, দিনে দিনে তাহার অশ্বমেধ-ফল লাভ হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কার্ত্তিকে প্রদীপ দানের মাহাত্ম্য ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে আমি বলিতেছি,—সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর।৫—১৫। পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে বৈকুণ্ঠ নামে এক পবিত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গগুণে পাপী ব্যক্তিও মুক্তিলাভ করিত। একদা কার্ত্তিক মাসে ঐ ব্রাহ্মণ হরিগৃহে ঘৃতপ্রদীপ প্রদান করিয়া স্বীয় গৃহে প্রয়াণ করিলে, একটা মূষিক সেই ঘৃত পান করিবার নিমিত্ত আগমন করে। মূষিক যেইমাত্র ঘৃতপানে প্রবৃত্ত হইল, অমনি প্রদীপও অধিক তেজে জ্বলিয়া উঠিল। মূষিক অগ্নিভয়ে বেগে পলায়ন করিল। এই কার্য্যে হরির কৃপায় মূষিকের সর্ব্বপাপ নষ্ট হইল। পরে সর্পদংশনে মূষিকের প্রাণবিয়োগ ঘটিল। অনন্তর যমের আজ্ঞায় পাশমুদ্গর-

আগতাস্তং সমানেতুং ববন্ধুশ্চর্ম্মরজ্জুভিঃ ॥২০
যাবন্নেতুং মনশ্চক্রুঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ।
আগতা গরুড়ারূঢ়া বিষ্ণুদূতাশ্চতুর্ভুজাঃ ॥ ২১
বিমানং গগনে চৈব রাজহংসযুতং শুভম্।
নির্ম্মিতং কনকৈঃ শুদ্ধৈঃ কামগং কৃপয়া হরেঃ ॥
পাশং ছিত্বা ততো দূতাঃ প্রোচুস্তে যমকিঙ্করান্
বিষ্ণুভক্তোঽপ্যসৌ মূঢ়া ব্যর্থন্তু বন্ধনং কৃতম্ ॥
গচ্ছধ্বং শমনপ্রেষ্যা যদি বাঞ্ছন্তি জীবিতুম্।
শ্রুত্বা প্রকম্পিতাস্তে বৈ পৃচ্ছন্তি বিনয়ান্বিতাঃ
কেন পুণ্যপ্রভাবেণ যুষ্মাভির্নীয়তে পুরম্।
অসৌ বিষ্ণোর্মহাপাপী যূয়ং তদ্বক্তুমর্হথ ॥ ২৫

বিষ্ণুদূতা ঊচুঃ।

পুরতো বাসুদেবস্য প্রদীপবোধনং কৃতম্।
তেনৈব কর্ম্মণা দূতা নয়ামো বিষ্ণুমন্দিরং ॥ ২৬
অনিচ্ছয়াপি যঃ কুর্য্যাদ্বিষ্ণোর্দীপস্য বোধনম্।
কোটিজন্মার্জ্জিত পাপং ত্যক্ত্বা যাতি হরের্গৃহম্
ভক্ত্যা প্রদীপং যো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে তু হরের্দিনে।
তস্য পুণ্যং সমাখ্যাতুং ন শক্তো হরিণা বিনা,
ঘৃতপূর্ণপ্রদীপং যো ভক্ত্যা দদ্যাদ্ধরের্গৃহে।
অশ্বমেধসহস্রেণ তস্য কিং বা প্রয়োজনম্ ॥ ২৯
অশ্বমেধপ্রকর্ত্তা যঃ স্বর্গং যাতি হরের্দিনে।
কার্ত্তিকে দীপদাতা চ স গচ্ছেৎ হরিমন্দিরম্।

ব্যাস উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা ততো দূতা গতাস্তে বৈ যথাগতাঃ
বিষ্ণুদূতা রথে কৃত্বা গতাস্তং বিষ্ণুমন্দিরম্ ॥
বিষ্ণুসান্নিধ্য এবাস্য মন্বন্তরশতং গতম্।
ততো মর্ত্ত্যে রাজকন্যা বভূব কৃপয়া হরেঃ ॥৩২
পুত্রপৌত্রসমাযুক্তা চিরং ভোগং চকার সা।
ইতঃ পুনর্গতা সা তু গোলোকং হরিসেবয়া ॥৩৩

সূত উবাচ।

ভক্ত্যা শৃণোতি যো মর্ত্ত্যো দীপমাহাত্ম্যমুত্তমম্
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি বিষ্ণুমন্দিরম্ ॥৩৪

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে দীপদান-মাহাত্ম্যং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

ধারী যমদূতগণ সেই মুষিককে লইবার নিমিত্ত আগমন করিল এবং চর্ম্মরজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিল। পরে ঐ অবস্থায় যখন তাহারা মুষিককে লইতে মনস্থ করিল,—অমনি শঙ্খচক্রগদাধারী গরুড়ারূঢ় চতুর্ভুজ বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে হরির কৃপায় গগনে এক কামগামী বিমানও আসিল। ঐ বিমান রাজহংসযুত, সুভগ এবং শুদ্ধ কনক দ্বারা নির্ম্মিত। অনন্তর বিষ্ণুকিঙ্করেরা মুষিকের পাশচ্ছেদন করিয়া যমদূতগণকে কহিল,—ওরে মূঢ়গণ! এই বিষ্ণুভক্তকে বৃথা বন্ধন করিয়াছিস্। যদি জীবন ধারণের ইচ্ছা থাকে, তবে সত্বর পলায়ন কর। যমদূতগণ তাহা শুনিয়া কম্পিতকায়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল—এই মুষিক মহা পাপী। কোন্ পুণ্যপ্রভাবে তোমরা ইহাকে হরিপুরে লইয়া যাইতেছ, তাহা বল। বিষ্ণুদূতগণ কহিল,—এই মুষিক বাসুদেবের অগ্রে দীপ জ্বালাইয়া দিয়াছে, সেই পুণ্যকর্ম্মগুণে ইহাকে বিষ্ণুমন্দিরে লইয়া যাইতেছি। যে ব্যক্তি অনিচ্ছাক্রমেও বিষ্ণুর প্রদীপ প্রজ্বালন করে, সে কোটিজন্মকৃত পাপ পরিত্যাগ করিয়া হরিগৃহে প্রয়াণ করিয়া থাকে। আর ভক্তিপূর্ব্বক কার্ত্তিক মাসের হরিবাসরে যে ব্যক্তি দীপ দান করে, তাহার পুণ্য বর্ণনে হরি বিনা কেহই সক্ষম নহে।১৬—২৮। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত হরিগৃহে ঘৃতপূর্ণ দীপ প্রদান করে, সহস্র অশ্বমেধ দ্বারা তাহার প্রয়োজন কি? অশ্বমেধকারী স্বর্গে প্রয়াণ করে, কিন্তু হরিবাসরে দীপদানকর্ত্তা হরিমন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। ব্যাস বলিলেন,—যমদূতগণ এই কথা শুনিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিল। বিষ্ণুদূতগণ মুষিককে রথে লইয়া বিষ্ণুমন্দিরে উপনীত হইল। বিষ্ণুর নিকটে থাকিয়াই তাহার শত মন্বন্তর কাটিয়া গেল। অনন্তর ঐ মুষিক হরির কৃপায় মর্ত্ত্যে এক রাজকন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। তদবস্থায় সে পুত্রপৌত্রযুক্ত হইয়া চিরকাল ভোগসুখ

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

জয়ন্ত্যাঃ সূত মাহাত্ম্যং কদা সা ক্রিয়তে জনৈঃ
কথয়স্ব মযি ত্বং বৈ পোতঃ সংসারসাগরে ॥ ১

সূত উবাচ ।

শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি যৎপৃষ্টো মুনিসত্তম ।
পুরা ব্রহ্মা নারদেন-পৃষ্ট এতৎ সুরালয়ে ॥ ২

নারদ উবাচ ।

জয়ন্ত্যাশ্চৈব মাহাত্ম্যং কথয়স্ব পিতামহ ।
যচ্ছ্রুত্বাহং গমিষ্যামি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৩

ব্রহ্মোবাচ ।

সুস্থাবহিতো বিপ্র তবাগ্রে কথয়াম্যহম্ ।
জয়ন্ত্যা উপবাসেন বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪
স্মরণাৎ কীর্ত্তনাৎ পাপং সপ্তজন্মার্জ্জিতং মুনে।
জয়ন্তী দহতে তচ্চ কিং পুনঃ সোপবাসকৃৎ ॥৫
জন্মাষ্টমী চ নবমী চৈত্রে মাসি সিতা শুভা ।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী কুম্ভে মেষে শুক্লা চতুর্দ্দশী ॥ ৬
দুর্গাষ্টম্যাশ্বিনে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা ।
মহাপুণ্যাশ্চ শুভদা জয়ন্ত্যঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৭
কৃষ্ণজন্মাষ্টমী পূর্ব্বা প্রসিদ্ধা-পাপনাশিনী ।
ক্রতুকোটিসমা হ্যেষা তীর্থানামযুতৈঃ সমা ॥ ৮
কর্ত্তা গবাং সহস্রন্তু যো দদাতি দিনে দিনে ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে ॥
হেমভারসহস্রন্তু কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে ॥
কৃষ্ণাজিনসহস্রাণি তিলধেনুশতানি চ ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে ॥
কন্যাকোটিসহস্রাণাং দানে ভবতি যৎফলম্ ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে ॥
সসাগরামিমাং পৃথ্বীং দত্ত্বা যল্লভতে ফলম্ ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে ॥
বাপীকূপতড়াগাদি কর্ত্তব্যং দেবতালয়ে ।

করিতে লাগিল। হরিসেবার ফলে পরে সে মর্ত্ত্যধাম হইতে পুনর্বার গোলোকে গমন করিয়াছিল। সূত কহিলেন,—যে মর্ত্ত্য এই উত্তম দীপমাহাত্ম্য ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুমন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকে। ২৯—৩৪।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে সূত! সংসার-সাগরে তুমিই একমাত্র পোতস্বরূপ। জয়ন্তীর মাহাত্ম্য এবং কবে উহা করিতে হয়, তাহা আমার নিকট বল। সূত কহিলেন,—হে মুনিবর আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, বলিতেছি শ্রবণ করুন।—ব্রহ্মন্! পূর্বে দেবলোকে ব্রহ্মার নিকট নারদ ঋষি ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নারদ বলিলেন,—পিতামহ! জয়ন্তীর মাহাত্ম্য বর্ণন করুন। উহা শুনিয়া আমি বিষ্ণুর পরমপদে প্রয়াণ করিব। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বিপ্র! অব-হিত হইয়া শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট বলিতেছি। জয়ন্তী তিথিতে উপবাস করিয়া নর বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। হে মুনে! স্মরণ এবং কীর্ত্তন করিলেও জয়ন্তী সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ নাশ করিয়া থাকে, পরন্তু তাহাতে উপবাস করিলে যে কত ফল হয়, তাহার কথা আর বলাই বাহুল্য। জন্মাষ্টমী, চৈত্রমাসের শুক্লা নবমী, ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, বৈশাখের শুক্লা চতুর্দ্দশী, আশ্বিনের দুর্গাষ্টমী এবং শ্রবণদ্বাদশী এই ছয়টা শুভদ মহাপুণ্য তিথি জয়ন্তী নামে অভিহিত। পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণজন্মাষ্টমী পাপনাশিনী প্রসিদ্ধ তিথি, উহা কোটি যজ্ঞ ও অযুত তীর্থের সমান। যে দানকর্ত্তা দিনে দিনে গো-সহস্র দান করেন, একমাত্র জয়ন্তী তিথিতে উপবাস করিলে তিনি সেই দানের তুল্য ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কোটি-সহস্র কন্যাদানে যে ফল হয়, জয়ন্তী তিথিতে উপবাসে মানব সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সসাগরা ধরাদানে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, জয়ন্তী তিথিতে উপবাস করিলে সেই ফল লব্ধ হইয়া থাকে। ১—১৩। দেবা-

তৎফলং সংবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে॥
মাতাপিত্রোর্গুরূণাঞ্চ ভক্তিং যুক্তঃ করোতি যঃ
তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে॥
আপদাহরণার্থায় তীর্থসেবাকৃতাত্মনাম্।
সত্যব্রতানাং যৎপুণ্যং জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে॥
গঙ্গায়াং নর্ম্মদায়াং যৎপুণ্যং সারস্বতে জলে।
স্নাত্বা পুণ্যমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে॥১৭
যৎপুণ্যং শ্রাদ্ধকর্ত্তৄণাং পিতৄণামিন্দুসঙ্ক্ষয়ে।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে॥

নারদ উবাচ।

কেন কেন কৃতা পূর্ব্বং কথয়স্ব পিতামহ॥ ১৯

ব্রহ্মোবাচ।

কার্ত্তবীর্য্যেণ কর্ণেন কুমারেণ চ ধীমতা।
সগরেণ দিলীপেন কাকুৎস্থেন কৃতা পুরা॥ ২০
গৌতমেন চ গার্গ্যেণ জামদগ্ন্যেন ধীমতা।
বাল্মীকিনা কৃতা পূর্ব্বং দ্রৌপদেয়েন সাধুনা॥২১
দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামান্ ভাদ্রপস্য সিতাষ্টমী।
প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্তা বিশেষেণ মতাষ্টমী॥২২
বর্ষে বর্ষে প্রকর্ত্তব্যা প্রীত্যর্থে চক্রপাণিনঃ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং মুহূর্ত্তেন বিলীয়তে॥
রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা নিষ্ঠাপূর্ব্বং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
গন্ধপুষ্পাদিনৈবেদ্যৈঃ পূজনীয়ঃ পৃথক্ পৃথক্॥
এবং যঃ কুরুতে বিপ্র জয়ন্তীসমুপোষণম্।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং জ্ঞানতোঽজ্ঞানতঃ কৃতম্।
প্রসাদাদ্দেবকীসূনোর্যামার্দ্ধেন বিলীয়তে॥ ২৫
জয়ন্তীতিথিসম্প্রাপ্তৌ ভুঞ্জতে যে নরাধমাঃ।
ত্রৈলোক্যসম্ভবং পাপং ভুঞ্জতে তে ন সংশয়ঃ॥
সাগরাদ্যানি তীর্থানি মুক্তিস্থানানি সর্ব্বশঃ।
গৃহে তিষ্ঠন্তি সর্ব্বাঙ্গে জয়ন্তীব্রতকারিণঃ॥ ২৭
তস্য সর্ব্বাণি তীর্থানি দেহে তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ।
করোতি যো নরো ভক্ত্যা জয়ন্তীং কৃষ্ণবল্লভাম্
ন বেদে ন পুরাণে চ ময়া দৃষ্টং মহামুনে॥ ২৯

লয়ে বাপী-কূপ-তড়াগ নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য, ঐ সকল কার্য্যে যেরূপ ফল লাভ হয়, জয়ন্তী-তিথিতে উপবাসে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি-যুক্ত হইলে যে ফল হয়, জয়ন্তী-উপবাসে সেই ফল হইয়া থাকে। যাঁহারা পাপক্ষালনার্থ তীর্থসেবা করিয়া কৃতকৃত্য এবং যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, তাঁহাদের যে পুণ্য হয়, জয়ন্তী-উপবাসেও সেই পুণ্য হইয়া থাকে। গঙ্গা, নর্ম্মদা এবং সরস্বতীর জলে স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, জয়ন্তী-তিথিতে উপবাস করিলেও নর সেই পুণ্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অমাবস্যায় পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে যে পুণ্য হয়, জয়ন্তী-উপবাসেই সেই পুণ্যফল হইয়া থাকে। নারদ কহিলেন,—পিতামহ! পূর্ব্বে কে কে এই জয়ন্তী-উপবাস করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—পুরাকালে কার্ত্তবীর্য্য, কর্ণ, ধীমান্ কুমার, সগর, দিলীপ, কাকুৎস্থ, গৌতম, গার্গ্য, জামদগ্ন্য, বাল্মীকি, ও দ্রৌপদনন্দন এই জয়ন্তীকৃত্য করিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে। প্রাজাপত্য নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীই বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ। চক্রপাণির প্রীতির নিমিত্ত ঐ অষ্টমীকৃত্য বর্ষে বর্ষেই কর্ত্তব্য। উহা করণে কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হয়। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি রাত্রিকালে রাত্রিজাগরণ করিয়া নিষ্ঠাসহকারে গন্ধপুষ্প ও নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ অর্চ্চনা করিবেন। হে বিপ্র! এইরূপে যে ব্যক্তি জয়ন্তী-উপবাস করে, তাহার জ্ঞানাজ্ঞানকৃত কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ দেবকীনন্দনের প্রসাদে যামার্দ্ধ মধ্যেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। জয়ন্তী তিথি উপস্থিত হইলে যে সকল নরাধমেরা ভোজন করে, তাহারা ত্রৈলোক্যের নিখিল পাপই ভোগ করে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি জয়ন্তী ব্রত করে, সাগরাদি যাবতীয় তীর্থ এবং যাবতীয় মুক্তিস্থান তাহার গৃহে ও সর্ব্বাঙ্গে অবস্থান করিয়া থাকে।১৪—২৭। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণবল্লভা জয়ন্তী ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহার দেহে সর্ব্বতীর্থ ও সর্ব্বদেবৃ

তৎসমং নাধিকং বাপি কৃষ্ণরাধাষ্টমীব্রতম্।
ন করোতি নরো ভক্ত্যা স ভবেৎ ক্রূররাক্ষসঃ
যো নরোঽশ্নাতি মূঢাত্মা জয়ন্তীবাসরে দ্বিজ।
মহানরকমশ্নাতি যথা চ হরিবাসরে॥ ৩১
অতীতমাগতং যস্তু কুলমেকোত্তরং শতম্।
পতেত্তু নরকে ঘোরে জয়ন্ত্যাং ভোজনেন বৈ
জয়ন্তী বুধবারে চ রোহিণ্যা সহিতা যদা।
তবৈচ্চ মুনিশার্দূল কিং কৃতৈর্ব্রতকোটিভিঃ॥৩৩
কৃতে ত্রেতাযুগে চৈব দ্বাপরে চ কলৌ যুগে।
কৃতা সম্যগ্বিধানেন জয়ন্তী পাপনাশিনী॥ ৩৪
জাগরে পদ্মনাভস্য পুরাণং পাঠয়েত্তু যঃ।
আজন্মোপার্জ্জিতং পাপং দহতে তুলরাশিবৎ॥
যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা পুরাণং হরিবাসরে।
কোটিজন্মার্জ্জিতং তস্য পাপং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ
বাসরে পদ্মনাভস্য পূজয়েদ্বাচকং মুনে।

কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকে স পূজ্যতে॥
জয়ন্ত্যামুপবাসেন যো নরোঽত্র পরাঙ্মুখঃ।
সর্ব্বধর্ম্মবিনির্ম্মুক্তো যাত্যসৌ নরকং ধ্রুবম্॥৩৮
গন্ধপুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ ঘৃতপূর্ণপ্রদীপকৈঃ।
পূজয়েদ্ভক্তিভাবৈশ্চ দদ্যাদ্বিপ্রায় দক্ষিণাম্॥৩৯
বিধিনানেন যো বিপ্র জয়ন্তীং প্রকরোতি চ।
নরো বৈ তারয়েদ্ভক্ত্যা পুরুষানেকবিংশতিম্॥
নং দৌর্ভাগ্যং ন বৈধব্যং ন ভবেৎ কলহো গৃহে
সন্ততের্ন বিবোধঞ্চ ন পশ্যতি ধনক্ষয়ম্॥ ৪১
যান্ যাংশ্চকার্যতে কামান জয়ন্তীসমুপোষকঃ।
তাংস্তান্ প্রাপ্নোতি সকলান বিষ্ণুলোকং
　　　　　　　　স গচ্ছতি॥ ৪২
বিষ্ণুভক্তিপরা নিত্যং জয়ন্তীরতমানসাঃ।
তে ধন্যাস্তে কুলীনাস্তে ঈশ্বরাস্তে চ পণ্ডিতাঃ
যানি কানি চ তীর্থানি ব্রতানি নিয়মানি চ।
জয়ন্তীবাসরস্যৈব কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥৪৪

বিরাজ করিতে থাকেন। হে মহামুনে! না বেদে না পুরাণে কোথাও আমি জয়ন্তী ব্রতাপেক্ষা অধিক বা তত্তুল্য ব্রত দেখি নাই। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক উক্ত কৃষ্ণরাধাষ্টমী ব্রত না করে, সে ক্রূররাক্ষস হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! যে মূঢাত্মা নর জয়ন্তীদিনে ভোজন করে, একাদশীতে ভোজনে যেরূপ মহানরক ভোগ হয়, তাহারও তাহাই হইয়া থাকে। জয়ন্তী তিথিতে ভোজন করিলে, অতীত অনাগত একাধিক শত কুল ঘোর নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। হে মুনিবর! বুধবারে রোহিণীনক্ষত্রযুত জয়ন্তী তিথি ঘটিলে অন্য কোটি কোটি ব্রতানুষ্ঠানের আর প্রয়োজন কি? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি, এই চারি যুগেই পাপহারিণী জয়ন্তী তিথি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইতেছে। যে ব্যক্তি হরিজাগরণে পুরাণ পাঠ করায়, তুলরাশির ন্যায় তাহার আজন্মোপার্জ্জিত নিখিল পাপ দগ্ধ হইয়া থাকে। যে নর হরিবাসরে ভক্তিভরে পুরাণ শ্রবণ করে, তাহার কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হয়। হে মুনে! হরিবাসরে পুরাণবাচককে যে পূজা করে, সে কোটি কুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া থাকে। যে নর জয়ন্তী-উপবাসে পরাঙ্মুখ, সে সর্ব্বধর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া নিশ্চয় ঘোর নরকে নিপতিত হয়। জয়ন্তী-দিনে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও ঘৃতদীপ দ্বারা ভক্তিভাবে পূজা ও ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিতে হয়। এইরূপ বিধানে যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত জয়ন্তী কৃত্য করে, তাহার একবিংশতি পুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। তাহার গৃহে দৌর্ভাগ্য, বৈধব্য বা কলহ ঘটে না। সে কখন সন্ততি-বিরোধ কিম্বা ধনক্ষয় অবলোকন করে না। ২৮—৪১। জয়ন্তী-দিবসে উপবাসকারী ব্যক্তি যে যে ফল কামনা করে, সে সেই সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইয়া নিত্য জয়ন্তীব্রত-পালনে নিরত, সংসারে তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই কুলীন, তাঁহারাই প্রভু এবং তাঁহারাই পণ্ডিত। যে কিছু তীর্থ, যে কিছু ব্রত নিয়ম, কোন কিছুই জয়ন্তী-ব্রতের ষোড়শাং-

ভাদ্রে বৈ চোভয়ে পক্ষে যঃ করোতি স-
ভার্য্যকঃ ।
রাধাকৃষ্ণাষ্টমীং বৎস প্রাপ্নোতি হরিসন্নিধিম্ ॥
ব্রতঞ্চ পুণ্যকাখ্যঞ্চ যঃ করোতি সদা হরেঃ ।
স যাতি বিষ্ণোর্বৈকুণ্ঠং জয়ন্তীসমুপোষকঃ ॥ ৪৬
আচারহীনং কুলভ্রষ্টং কীর্ত্তিহীনং কুযোনিজম্
নাশয়ত্যাশু পাপঞ্চ জয়ন্তী হরিবল্লভা ॥ ৪৭
মেরুতুল্যানি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ ।
স নির্দ্দহতি সর্ব্বাণি জয়ন্ত্যাং সমুপোষকঃ ॥ ৪৮
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্ ।
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং জয়ন্ত্যাং সমুপোষকঃ
জয়ন্তীকরণে চিত্তং যেষাং ভবতি তৎপরম্ ।
যমোঽপি শঙ্কতে নিত্যং তে যান্তি পরমাং
গতিম্ ॥ ৫০

স্থত উবাচ ।

কথয়িত্বা নারদস্তু যযৌ স চ যথাগতঃ ।
ময়াপি কথিতং ব্রহ্মন্ যৎপৃষ্টোঽহং ত্বয়া মুনে ॥
মাহাত্ম্যঞ্চ জয়ন্ত্যা যে শৃণ্বন্তি ভক্তিভাবতঃ ।
তেঽপি যান্তি পরং ধাম বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাতকৈঃ
পুরাণবাচকং ব্রহ্মন্ জয়ন্তীব্রতিনং তথা ।
যে পশ্যন্তি নরাঃ পাপাস্তে যান্তি পরমং পদম্ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে জয়ন্তী-
মাহাত্ম্যং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

কথয়স্ব মহাপ্রাজ্ঞ পুত্রহীনো জনো ভবেৎ ।
কর্ম্মণা কেন বৈ স্থত পুত্রো ভবতি কেন চ ॥ ১

স্থত উবাচ ।

এতৎ পৃষ্টঃ পুরা ব্রহ্মা নারদেন মহাত্মনা ।
স যদাহ তদা তঞ্চ শৃণুষ্ব মুনিপুঙ্গব ॥ ২

নারদ উবাচ ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বতত্ত্বার্থপারগ ।

শেরও তুল্য নহে। বৎস! ভাদ্রমাসে উভয় পক্ষে যে ব্যক্তি সপত্নীক হইয়া রাধা-কৃষ্ণাষ্টমী ব্রত আচরণ করে, সে হরিসন্নিধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জয়ন্তী-তিথিতে উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পুণ্যকর হরিব্রত অনুষ্ঠান করে, সে বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইয়া থাকে। নর যতই আচারহীন, কুলভ্রষ্ট, কীর্ত্তিহীন বা কুযোনিজাত হউক, হরিপ্রিয়া জয়ন্তী-সেবায় তাহার পাপ আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জয়ন্তী তিথিতে উপবাসকারী নর ব্রহ্মহত্যাদি মেরুপ্রমাণ মহাপাপও বিনাশ করিয়া থাকেন। জয়ন্তী তিথিতে উপবাসকারী ব্যক্তি পুত্রার্থী হইলে পুত্র, ধনার্থী হইলে ধন এবং মোক্ষার্থী হইলেও মোক্ষ লাভ করে। জয়ন্তী-ব্রতের অনুষ্ঠানে যাহাদের চিত্ত অনুরক্ত হয়, যমও তাঁহাদের শঙ্কা করেন, তাঁহারা ব্রতের ফলে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্থত কহিলেন,—ব্রহ্মন্! ব্রহ্মা নারদকে এই সকল কথা কহিয়া যথা-স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে মুনে! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই আমিও তাহা কীর্ত্তন করিলাম। যাহারা ভক্তিভাবে জয়ন্তীমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমধামে প্রয়াণ করিয়া থাকে। হে ব্রহ্মন! পাপী নরগণ পুরাণ-বাচক কিম্বা জয়ন্তীব্রতকারী ব্যক্তিকে দর্শন করিলেও পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ৪৬—৫৩।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ, স্থত! কোন্ কর্ম্মফলে লোক পুত্রহীন হয় এবং কি কর্ম্ম করিলেই বা পুত্রবান্ হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট বল। স্থত কহিলেন,—পুরা-কালে মহাত্মা নারদ ব্রহ্মার নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে তিনি তখন যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহাই বলিতেছি শ্রবণ করুন। নারদ কহিলেন,—হে সর্ব্বতত্ত্বার্থ-

স্বপুত্রো বৈ ভবেন্মর্ত্ত্যঃ কর্ম্মণা কেন পদ্মজ ॥ ৩
বন্ধ্যা স্ত্রী বা ভবেৎ কেন বৃজিনেন মমাগ্রতঃ ।
ব্রূহি শৃণ্বতো বৈ মে সর্ব্বপ্রাণিহিতে রত ॥ ৪
দুহিতা জায়তে কেন কর্ম্মণা বা নপুংসকঃ ।
মৃতবৎসো ভবেৎ কেন মৃতবৎসাতিদুঃখিতা ।
কেন পুণ্যেন ভো ব্রহ্মন্ পুনঃ পুত্রো ভবেদ্বদ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

কথয়ামি সমাসেন সাবধানেন তচ্ছৃণু ।
বৃত্তান্তং পৃচ্ছসি ত্বং বৈ শৃণ্বতাং বিস্ময়প্রদম্ ॥
পূর্ব্বজন্মনি যো মর্ত্ত্যো বর্ত্তনং ব্রাহ্মণস্য চ ।
হরেদ্বা হারয়েদত্র পুত্রহীনো ভবেৎ কিল ॥ ৭
ইহ জন্মনি যো মর্ত্ত্যঃ পুরাণশ্রবণং হি চ ।
সশস্য ভূমের্দানঞ্চ কুর্য্যাদ্ বৈ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ৮
ধেনুং বহুগুণাং হৈমীং বহুদুগ্ধাং সদক্ষিণাম্ ।
সুবর্ণপ্রতিমাং চৈব তস্য পুত্রো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥৯
পূর্ব্বজন্মনি যা নারী পরবালকঘাতনম্ ।
করোতি কপটেনৈব বালহীনা ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
সৌবর্ণপ্রতিমাদানং যা নারী শ্রদ্ধয়ান্বিতা ।
কুর্য্যাৎ পানং ব্রাহ্মণস্য ভক্ত্যা বৈ চরণোদকম্
পুরাণশ্রবণং চৈব দদ্যাদ্ বৈ বহু দক্ষিণাম্ ।
বহ্বপত্যা জীববৎসা ভবেন্নাত্রাত্র সংশয়ঃ ॥১২
জলে নিমগ্নং বালং যো দৃষ্ট্বা যা ন সমুদ্ধরেৎ ।
ইহজন্মন্যপুত্রো বৈ সাপুত্রী চ ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১৩
বৃষভং চৈব কুষ্মাণ্ডং সসুবর্ণং সবস্ত্রকম্ ।
দদ্যাদ্দানং ব্রাহ্মণস্য কুর্য্যাদ্বালব্রতং শুভম্ ॥১৪
গৌরীং কন্যাং তথা কুর্য্যাৎ পুরাণশ্রবণং হি যঃ
পুত্রো বৈ জায়তে তস্য সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥১৫
পূর্ব্বজন্মনি যো মর্ত্ত্যো নিরাশকাতিথিং দ্বিজ ।
কুর্য্যাৎ ক্রোধেন দণ্ডঞ্চ পুত্রহীনো ভবেদ্ধ্রুবম্
ব্রাহ্মণঞ্চাতিথিং চৈব কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা প্রপূজনম্ ।
অন্নদানং জলং চৈব তথা দেবালয়ং শুভম্ ॥১৭
পূর্ব্বজন্মনি যা নারী ভ্রূণহত্যাঞ্চ যো নরঃ ।
কুর্য্যাৎ সা মৃৎবৎসা চ মৃতবৎসো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥

পারদর্শিন্, মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! মানব কোন কর্ম্ম-ফলে পুত্রবান্ হয়, কি পাপ করিলেই বা নারী বন্ধ্যা হইয়া থাকে? হে সর্ব্বপ্রাণি-হিতে রত! আপনি আমার নিকট তাহা বলুন। হে ব্রহ্মন! কি কর্ম্ম-ফলে কন্যা হয়, কি করিলে নপুংসক হইয়া থাকে, কি করিয়া নারী অতি দুঃখিনী মৃতবৎসা হয় এবং কোন্ পুণ্য প্রভাবেই বা পুনরায় পুত্র লাভ করিতে পারে? এ সকল আমার নিকট বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—আমি ইহা সংক্ষেপে বলিতেছি, তুমি অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। তুমি যে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা শ্রোতৃবর্গের বিস্ময়াবহ। পূর্ব্বজন্মে যে মানব ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণ করে বা করায়, সে পরজন্মে পুত্রহীন হইয়া থাকে। ইহ জন্মে যে মানব শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পুরাণ শ্রবণ, সশস্য ভূমি এবং বহু গুণান্বিতা বহু দুগ্ধবতী সদক্ষিণা ধেনু ও সুবর্ণপ্রতিমা প্রদান করেন, নিশ্চয় তাঁহার পুত্র লাভ হয়। পূর্ব্ব জন্মে যে নারী কাপট্য করিয়া পরবালক হিংসা করে, সে পুত্রহীনা হইয়া থাকে। যে নারী শ্রদ্ধার সহিত সুবর্ণপ্রতিমা দান, ভক্তিভাবে ব্রাহ্মণের পাদোদক পান, পুরাণ শ্রবণ ও বহু দক্ষিণা দান করে, সে বহু অপত্যযুক্তা ও জীববৎসা হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে নর বা নারী দেখিতে পাইয়াও জলমগ্ন বালকের উদ্ধার সাধন না করে, ইহজন্মে তাহাকে পুত্রহীন হইতে হয়। বৃষভ, কুষ্মাণ্ড, সুবর্ণ ও বস্ত্র ব্রাহ্মণকে দান করিয়া শুভ বালব্রত আচরণ করিবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে গৌরী কন্যা দান ও পুরাণ শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বপাতক দূর হয় এবং পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে।১—১৫। পূর্ব্ব জন্মে যে নর অতিথিকে নিরাশ করে, কিম্বা ক্রোধে তাহার দণ্ডবিধান করে, সে নিশ্চয়ই পুত্রহীন হইয়া থাকে। সুতরাং ভক্তির সহিত অতিথি ব্রাহ্মণের পূজা করিবে, এবং অন্নদান, জলদান ও শুভ দেবালয় নির্ম্মাণ করিবে। পূর্ব্বজন্মে যে নর বা নারী ভ্রূণ-হত্যা করে, তাহারা পরজন্মে মৃতবৎসা ও

যা নারী স্বামিসহিতা কুর্য্যাচ্চ হরিবাসরম্।
সুপুত্রা ভর্তৃসুভগা ভবেৎ সা প্রতিজন্মনি ॥১৯
যো নরো গোধনং কুর্য্যাচ্ছূদ্রঃ কুর্য্যাদ্বিমোহিতঃ
ব্রাহ্মণীহরণং বাপি কর্ম্মণা স নপুংসকঃ ॥ ২০
ইদন্তু বৃজিনং কৃত্বা পশ্চাৎ পুণ্যং করোতি যঃ।
ইহ পুণ্যপ্রভাবেণ দুহিতা জায়তে দ্বিজঃ ॥ ২১
আসীত্রেতা যুগে রাজা শ্রীধরো নামতো দ্বিজ
অপুত্রো ধনবাংস্তস্য জায়া হেমপ্রভাবতী ॥ ২২
ব্যাসং সকলশাস্ত্রজ্ঞং সর্ব্বলোকহিতৈষিণম্।
আগতঞ্চৈব পপ্রচ্ছ চাপুত্রোহহং বথং দ্বিজ ॥
উবাচ নৃপতেঃ শ্রুত্বা বচনং বিনয়ান্বিতম্।
রাজ্ঞা দত্তে চ পীঠে চ নির্ম্মিতে কনকাদিভিঃ ॥
রাজা রাজ্ঞী তস্য পাদৌ ধৌতং কৃত্বা চ হর্ষিতে
পীত্বা পাদোদকং দ্বৌ চ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ২৫
ব্যাস উবাচ।
রাজন্ শৃণুষ যৎ পৃষ্টমপুত্রো যেন কর্ম্মণা।
ভবেয়ং রাজ্ঞী চাপুত্রী চৈকপত্নীব্রতস্তথা ॥ ২৬
পূর্ব্বজন্মনি চন্দ্রঃ বং নাম্না বরতনুঃ স্মৃতঃ।
ভার্য্যা তবাপি শুভ্রাঙ্গী নাম্না বৈ শঙ্করী স্মৃতা ॥
একদা পথি যাতৌ চ নীচপুত্রং জলেঽপি চ।
মগ্নং দৃষ্ট্বা হেলয়া চ গতৌ স পঞ্চতাং গতঃ ॥
বহুপুণ্যপ্রভাবেণ রাজ্ঞী রাজা গতৌ যুবাম্।
তেন কর্ম্মবিপাকেন যুবয়োর্ন ভবেৎ সুতঃ ॥ ২৯
রাজোবাচ।
ইদানীং কেন পুণ্যেন সুতো বৈ জায়তে
প্রভো।
অপুত্রাণাং মনুষ্যাণাং জীবনং হি নিরর্থকম্ ॥৩০
ব্যাস উবাচ।
সবস্ত্রঞ্চৈব কুষ্মাণ্ডং বৃষভং সসুবর্ণকম্।
দেহি দানং ব্রাহ্মণস্য কুরু বালব্রতং তথা ॥ ৩১
গৌরীং কন্যাং তথা দেহি পুরাণশ্রবণং কুরু।
পুত্রো বৈ জায়তে তত্র সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥৩২

মৃতবৎসা হইয়া থাকে। যে নারী স্বামীর সহিত হরিবাসর করে, সে প্রতি জন্মে সুপুত্রা ও ভর্তৃবল্লভা হয়। যে নর গোধন-হরণ করে এবং যে শূদ্র মোহক্রমে ব্রাহ্মণী-হরণ করে, তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মফলে নপুংসক হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অগ্রে পাপ করিয়া পরে পুণ্য অর্জ্জন করে, হে দ্বিজ। পুণ্যপ্রভাবে ইহজন্মেই তাহার কন্যা সন্তান হয়। হে দ্বিজ। ত্রেতাযুগে শ্রীধর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার ধন ছিল, কিন্তু পুত্র ছিল না। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল হেমপ্রভাবতী। একদা সকলশাস্ত্রজ্ঞ, লোকহিতৈষী ব্যাস-দেবকে সমাগত দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজ। আমি কেন পুত্রহীন হইলাম? নৃপতির বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাস তাঁহাকে পুত্রহীনতার কারণ বলিতে লাগিলেন। রাজা ব্যাসদেবকে কনকাদি-নির্ম্মিত পীঠ প্রদান করিলেন। ব্যাস তদুপরি উপবেশন করিলে রাজা এবং রাজ্ঞী হর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার পাদযুগল ধৌত করিয়া দিলেন এবং পরে সেই সর্ব্বপাতকহর পাদোদক পান করিলেন। ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন। যে কর্ম্মফলে আপনি এবং আপনার এই পত্নী অপুত্রক হইয়াছেন, তাহা বলিতেছি। পূর্ব্ব জন্মে আপনি চন্দ্র নামে এক সুপুরুষ ছিলেন। আপনার শুভ্রাঙ্গী পত্নীর নাম ছিল শঙ্করী। একদা পথে যাইতে যাইতে আপনারা একটী বালককে জলমগ্ন দেখিয়াও অবহেলা করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় বালকটী মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিল। পরে অন্য বহু পুণ্যবলে আপনারা পতিপত্নী এই জন্মে রাজা ও রাজ্ঞী হইয়াছেন। কিন্তু ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত কর্ম্মবিপাকেই আপনাদের পুত্র সন্তান হয় নাই।১৬—২৯। রাজা কহিলেন,—হে প্রভো! এক্ষণে কিরূপ পুণ্য করিলে পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে? আমি মনে করিতেছি, অপুত্রক মনুষ্যগণের জীবন বৃথা। ব্যাস বলিলেন,—রাজন। আপনি বস্ত্র, কুষ্মাণ্ড, বৃষভ ও সুবর্ণ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া বালব্রতের অনুষ্ঠান করুন। গৌরী কন্যা ব্রাহ্মণকে দান করুন। এইরূপ করিলে সর্ব্বপাপ নষ্ট হইবে

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি শ্রুত্বা ততো রাজা ব্যাসোক্তং দানমুত্তমম্
পুরাণশ্রবণঞ্চৈব চকার গতকিল্বিষঃ ॥ ৩৩
ততঃ পুত্রো বর্ষমধ্যে বভূব সর্ব্বপূজিতঃ।
অভূদ্রাজা সার্ব্বভৌমঃ সুন্দরঃ কুলনায়কঃ ॥ ৩৪

সূত উবাচ।

য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা করোতি দানমুত্তমম্।
অপুত্রো লভতে পুত্রং সংক্ষেপাৎকথিতং ময়া
ভক্ত্যা শ্রুত্বা তু যা নারী কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণপূজনম্
সুপুত্রা সা ভবেন্নিত্যং শাস্ত্রোক্তবিধিনা দ্বিজ ॥
সুবর্ণং রজতং বস্ত্রং পুষ্পমালাঞ্চ চন্দনম্।
যো দদ্যাৎ পুস্তকে ভক্ত্যা সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্
পূর্ব্বজন্মনি যো মূঢ়ো ব্রহ্মবালকঘাতকঃ।
তস্য ক্রূরো ভবেৎ পুত্রঃ সপ্তজন্মান্তরৈর্দ্বিজ ॥৩৮

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে পুত্রলাভোপায়কথনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

এবং পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। ব্রহ্মা কহিলেন,—রাজা ব্যাসোক্ত এই উত্তম দান-কথা শ্রবণ করিয়া নিষ্পাপ দেহে পুরাণ শ্রবণ করিলেন। অনন্তর সংবৎসর মধ্যেই সর্ব্বপূজিত পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ পুত্র সুন্দর ও কুলপ্রদীপ হইয়া সার্ব্বভৌম রাজপদে অধিষ্ঠান করিল। সূত কহিলেন,—যে অপুত্রক ব্যক্তি ভক্তিভরে ইহা শ্রবণ ও উল্লিখিত উত্তম দান করে, সে পুত্রবান্ হয়। আমি ইহা সংক্ষেপে তোমার নিকট বলিলাম। যে অপুত্রা নারী ইহা শুনিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণপূজা করে, তাহার সুপুত্র লাভ হয়। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক পুস্তকোপরি সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র, পুষ্পমাল্য ও চন্দন দান করে, তাহার সর্ব্বপাপ নষ্ট হইয়া থাকে। যে মূঢ় পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণবালক বিনাশ করে, হে দ্বিজ! সপ্ত জন্ম অন্তর তাহার ক্রূর পুত্র উৎপন্ন হয়। ৩০—৩৮।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

কেন পুণ্যেন ভো সূত বৈকুণ্ঠং সমবাপ্যতে।
তদ্বদস্ব শৃণ্বতো মে পোতো হি ভবসাগরে ॥ ১

সূত উবাচ।

সাধু সাধু মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বমঙ্গলকারক।
কথয়ামি সমাসেন শৃণুতাং পাপনাশনম্ ॥ ২
বিষ্ণবে ব্রাহ্মণায়ৈব মৃদা বেশ্ম বিনির্ম্মিতম্।
যো বৈ দদ্যাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ তস্য পুণ্যং নিশাময় ॥ ৩
বিষ্ণুলোকে স বিপ্রশ্চ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ।
সৌধবাসী ভবেন্নিত্যং বিষ্ণুলোকে প্রপূজ্যতে
বিষ্ণবে সৌধগেহং যো দদ্যাদ্বৈ ব্রাহ্মণায় চ।
হরের্নিকেতনং প্রাপ্য স্বর্গবাসী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
অন্তে বিষ্ণুপুরং গত্বা যুক্তঃ কোটিকুলৈর্দ্বিজ।
স্বর্ণসৌধে গৃহে স্থিত্বা কুর্য্যাদ্ভোগং যথাসুখম্ ॥
ব্রাহ্মণস্থাপনে পুণ্যং যদ্বৈ ভবতি ভো মুনে।
সংখ্যাং কর্ত্তুমশক্তস্তু তদ্বেধাঃ সর্ব্বকারকঃ ॥ ৭

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে সূত! কোন পুণ্যে মানব বৈকুণ্ঠ লাভ করে, তাহা আমার নিকট বল। এই ভবসাগরে তুমিই আমার পোতস্বরূপ। সূত কহিলেন,—হে সর্ব্বমঙ্গলকর মুনিশ্রেষ্ঠ! সাধু সাধু! আমি সংক্ষেপে বলিতেছি। উহা শ্রবণ করিলেও পাপনাশ হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে বা ব্রাহ্মণকে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গৃহ প্রদান করে, তাহার পুণ্যফল বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ ব্যক্তি সর্ব্বপাপবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ হইয়া বিষ্ণুলোকে নিত্য সৌধে বাস করে এবং নিত্য তথায় সম্মানিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে বা ব্রাহ্মণকে সৌধগৃহ প্রদান করে, সে, হরিগৃহ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় স্বর্গবাসী হয়; তদনন্তর কোটিকুলসহ বিষ্ণুপুরে উপনীত হইয়া স্বর্ণসৌধে অবস্থানপূর্ব্বক যথাসুখে ভোগ করিতে থাকে।১—৬। হে মুনে! ব্রাহ্মণস্থাপনে যে পুণ্য হয়, সর্ব্বকারক বিধাতাও তাহার সংখ্যা

গণ্যন্তে রেণবশ্চৈব গণ্যন্তে বৃষ্টিবিন্দবঃ।
ন গণ্যন্তে বিধাত্রাপি ব্রহ্মসংস্থাপনে ফলম্॥
নারদেন পুরা ব্রহ্মা পৃষ্টঃ সংসারসম্ভবঃ।
যেনোক্তং কথয়ামাস তচ্ছৃণুষ মহামুনে॥ ৯
পুরাসীদ্বাপরে ব্রহ্মন্ বারনারী সুশোভনা।
সুকেশী হরিণীনেত্রা সুমধ্যা চারুহাসিনী॥ ১০
নাম্না সা চঞ্চলাপাঙ্গী যযৌ দেশান্তরং কদা।
সর্ব্বপাপসমাযুক্তা নরকে পাতয়ন্তী চ॥ ১১
সঙ্কেন সা ধনাকাঙ্ক্ষী জনান্ দেবালয়ং গতা।
তত্র ক্ষণং সোপবিষ্টা তাম্বূলভক্ষণং কৃতম্॥ ১
শেষং চূর্ণং সৌধভিত্তৌ দত্বা নিয়ে কুতুহলাৎ
হস্তো গত্বা জারকাঙ্ক্ষী ধনার্থং নগরং প্রতি॥
জারেণ কেনচিৎ সার্দ্ধং সঙ্কেতঃ সহসা কৃতঃ।
সঙ্কেতস্ত গতা বেশ্যা বনং রাত্রৌ বিমোহিতা
সঙ্কেতং নাগতো বৈশ্যো ব্যশঙ্কিষ্ট বিলোকিতা

কথং কান্তো নাগতো মে সর্পব্যাঘ্রৈশ্চ
ভক্ষিতঃ॥ ১৫
সঙ্কেতনং কথং হিত্বা গতঃ কিং কামবিহ্বলঃ।
অন্যয়া জ্ঞাতয়া সার্দ্ধমভিলাষী ভবেৎ কিমু॥১৬
পরামৃশ্যেতি হৃদ্যন্তঃ কোটপালভয়াদ্দ্বিজ।
নগরং নাগতা সা হি রুদ্ধে লোকপথে তমেঃ॥
এতস্মিন্নন্তরে ব্যাঘ্রঃ কামরূপী বলাৎ ক্ষুধী।
প্রেষিতঃ কালদেবেনাগ্রসদাগত্য তাং দ্বিজ॥
ততস্তু যমুনাভ্রাতুর্দূতাস্তে ভীমবর্ম্মিণঃ।
আগতা গিরিকূটাঙ্গা নেতুং তাং পাপকর্ম্মণা
বক্রপাদা বক্রমুখা উন্নাসা বহুদংষ্ট্রিণঃ।
চর্ম্মরজ্জুর্মুদ্গরাংশ্চ গৃহীত্বা পাংশুলাং দ্বিজ।
বন্ধয়ামাসুরুন্মত্তা গণিকাং চর্ম্মরজ্জুভিঃ॥২০
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিণো বনমালিনঃ।
প্রেষিতা দেবদেবেন তদ্ভক্তবৎসলেন চ॥ ২

করিতে পারেন না। ধূলিকণা বা বৃষ্টিবিন্দু গণনা করা যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণস্থাপনে যে ফল হয়, তাহা বিধাতাও গণনা করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে নারদ পুরাকালে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; ব্রহ্মা তাহার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, হে মহামুনে! তাহা আপনি শ্রবণ করুন।—হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে দ্বাপর যুগে এক সুন্দরী সুকেশী হরিণাক্ষী চঞ্চলাপাঙ্গী বারাঙ্গনা ছিল। তাহার নাম চারুহাসিনী; চারুহাসিনী একদা দেশান্তরে গমন করিল। সে নিজে পাপিনী হইয়া অন্য অনেককে নরকে পাতিত করিতে লাগিল। চারুহাসিনী একদিন উপপতি আকাঙ্ক্ষায় এক দেবালয়ে গমন করিল। তথায় গিয়া ক্ষণকাল উপবেশনপূর্ব্বক তাম্বূল ভক্ষণ করিল। পরে হস্তে যে চূর্ণ অবশিষ্ট ছিল, সে তাহা কুতূহলবশতঃ নিয়ে সৌধভিত্তিতে লেপিয়া দিয়া উপপত্তি-কামনায় নগর মধ্যে যাইতে লাগিল। হঠাৎ কোন এক উপপতির সহিত তাহার সঙ্কেত হইল। বেশ্যা সঙ্কেত অনুসারে বিমোহিত হইয়া বনমধ্যে গমন করিল। কিন্তু বেশ্যার জার সেই সঙ্কেতস্থানে আসিল না। বেশ্যা শঙ্কিত হইল এবং চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। ভাবিল—কেন কান্ত আসিল না; তবে কি সর্প বা ব্যাঘ্র-কবলে আমার কান্ত পতিত হইল। কেন কান্ত আমার সঙ্কেত ত্যাগ করিয়া কামবিহ্বল ভাবে গমন করিল। তবে কি তিনি অন্য কোন পরিচিতা নারীর সহিত কামাভিলাষী হইয়াছেন? বেশ্যা মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া কোটালের ভয়ে নগর মধ্যে প্রবেশ করিল না। লোকচলাচলের পথও অন্ধকারে রুদ্ধ হইয়া গেল। এই সময় এক কালরূপী ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র আসিয়া যেন কালদেব কর্ত্তৃক সবলে প্রেরিত হইয়াই বেশ্যাকে গ্রাস করিল। বেশ্যা মরিল। ভীম-বর্ম্মধারী বিপুলকায় যমদূতগণ বেশ্যাকে লইতে আসিল। ঐ সকল দূত বক্রপাদ, বক্রমুখ, উন্নতনাস ও বহু দংষ্ট্রাশালী ছিল। তাহারা চর্ম্মরজ্জু ও মুদগর লইয়া আসিয়াছিল। বেশ্যার পাপকর্ম্ম হেতু তাহারা তাহাকে চর্ম্মরজ্জু দ্বারা বন্ধন করিল। ৭—২০। হে দ্বিজ! এই সময় ভক্তবৎসল দেবদেব মহাত্মা বিষ্ণু দূতগণকে প্রেরণ করিলেন। ঐ সকল দূত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, বন-

কৃষ্ণজীমূতসঙ্কাশাঃ স্ফুরদ্বদনপঙ্কজাঃ ॥ ২২
শ্রেণীধরাশ্চারুনাসা দিব্যকুণ্ডলভূষিতাঃ।
দদৃশুঃ পথি গচ্ছন্তো বিষ্ণোর্দূতা মহাত্মনঃ ॥ ২৩

বিষ্ণুদূতা ঊচুঃ।

কে যূয়ং বিকৃতাকারা লক্ষ্যন্তে কর্ব্বুরা ইব
ইমাং বিষ্ণোঃ প্রিয়তমাং নীত্বা ক ব্রজথোত্তমাম্
ইদং বচনমাকর্ণ্য তেষাং তে তু দ্রুতং যযুঃ ॥২৪
অথ তে ক্রোধসম্পন্না বিষ্ণোর্দূতা মহাবলাঃ।
জঘ্নুস্তে সন্দেশহরান্ যমস্য জগতঃ প্রভোঃ ॥
চক্রাদিশস্ত্রসঙ্ঘৈশ্চ সূর্য্যকোটিসমপ্রভৈঃ।
কৃতান্তস্য ভটাঃ সর্ব্বে রুদন্তস্তে পলায়িতাঃ ॥২৬
যমং প্রোচুঃ সংভীতাশ্চ বৃত্তান্তং সকলং দ্বিজ।
যমোঽপি তৎকথাং শ্রুত্বা চিত্রগুপ্তমুবাচ হ ॥২৭

ধর্ম্ম উবাচ।

কেন পুণ্যেন ভো মন্ত্রিন্ বেশ্যা মুক্তিং সমাগতা।
এতন্মে পৃচ্ছতঃ সর্ব্বং কথয়স্ব যথার্থতঃ ॥ ২৮

চিত্রগুপ্ত উবাচ।

তয়া পাপান্যর্জ্জিতানি জন্মতঃ সুবহূন্যপি।
কিং ত্বাকর্ণয় লোকেশ যদি স্যাৎ পুণ্যমস্তি তৎ
গণিকৈকদা ধর্ম্মরাজ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা।
কাঞ্চিৎ পুরীং জগামাশু জারকাঙ্ক্ষী ধনার্থিনী
তত্র দেবালয়ে তস্মিন্ স্থিত্বা তাম্বুলভক্ষণম্।
কৃত্বা তচ্ছেষচূর্ণন্তু দদৌ ভিত্তৌ তু কৌতুকাৎ
তেন পুণ্যপ্রভাবেণ গণিকা গতপাতকা।
বৈকুণ্ঠং প্রতি সা যাতি নির্গতা তব দণ্ডতঃ ॥

সূত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা ততো দূতা যমোঽপি বচনং দ্বিজ।
ব্যাপারে চান্যতশ্চিত্তং দদৌ সা গণিকাপি চ ॥
আরূঢা স্যন্দনে দিব্যে রাজহংসযুতে তথা।
বিষ্ণুলোকং যযৌ সা চ বেষ্টিতা বিষ্ণুকিঙ্করৈঃ
শ্রীবিষ্ণোরাজ্ঞয়া সাথ কুলকোটিযুতাপি চ।
তস্থৌ সৌধগৃহে বিপ্র নানাভোগং চকার হ ॥
ভক্ত্যা যো বৈ হরের্গেহে দদ্যাচ্চূর্ণং প্রযত্নতঃ

মালাশালী, কৃষ্ণ মেঘসদৃশ, ও দিব্য কুণ্ডল-মণ্ডিত। উহাদের নাসিকা সুন্দর এবং বদন-পঙ্কজ প্রফুল্ল। মহাত্মা বিষ্ণুদূতগণ পথে যাইতে যাইতে এই ব্যাপার অবলোকন করিলেন। তাঁহারা যমদূতগণকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—কে তোমরা বিকৃতাকার রাক্ষসের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছ? বিষ্ণুর এই প্রিয়তমাকে লইয়া কোথায় যাইতেছ? বিষ্ণু-দূতগণের এই কথা শুনিয়া যমদূতেরা আবও দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল। তখন বিষ্ণুদূতগণ ক্রুদ্ধ হইয়া জগৎপ্রভু যমরাজের সেই সকল দূতকে সূর্য্যকোটিসমুজ্জ্বল চক্রাদি শস্ত্রসমূহ দ্বারা প্রহার করিলেন। তাহাতে কৃতান্তভটগণ রোদন করিতে করিতে পলায়ন করিল। হে দ্বিজ! অনন্তর তাহারা ভীত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত যমরাজকে গিয়া নিবেদন করিল। যম চিত্রগুপ্তকে কহিলেন,—মন্ত্রিন্! কোন্ পুণ্যগুণে বেশ্যা মুক্তিলাভ করিল? আমার প্রশ্নানুসারে এই বৃত্তান্ত আমার নিকট যথাযথ বল। চিত্রগুপ্ত কহিলেন,—বেশ্যা জন্মাবধি বহু পাপ অর্জ্জন করিয়াছে সত্য, কিন্তু উহার যে পুণ্য আছে, হে লোকেশ। তাহা আপনি শ্রবণ করুন। ধর্ম্মরাজ। এই বেশ্যা একদা সর্ব্বা-লঙ্কারে ভূষিত হইয়া ধন ও উপপতি কামনায় কোন এক নগরে গমন করিয়াছিল। সে তথাকার দেবালয়ে থাকিয়া তাম্বুল ভক্ষণ করিল এবং কৌতূহলক্রমে ভুক্তাবশিষ্ট চূর্ণ দেবতার প্রাসাদভিত্তিতে লেপিয়া দিল। সেই পুণ্যপ্রভাবেই নিষ্পাপা গণিকা যমদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বৈকুণ্ঠ অভিমুখে গমন করিয়াছে।২১—৩২। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজ! অনন্তর এই কথা শ্রবণ করিয়া দূতগণ ও যম-রাজ সকলেই অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করি-লেন। গণিকাও রাজহংসযুক্ত দিব্য রথে আরোহণপূর্ব্বক বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া বিষ্ণুলোকে প্রস্থান করিল। অনন্তর সেই বেশ্যা শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞা। কোটিকুল-যুত হইয়া সৌধগৃহে অবস্থান করত তথায় নানা ভোগ উপভোগ করিতে লাগিল। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক হরিগৃহে সযত্নে চূর্ণ

পুণ্যং কিম্বা ভবেত্তস্ত ন জানে দ্বিজপুঙ্গব ॥৩৬
তত্ত্বাধ্যায়ং পঠেদ্ যো বৈ শৃণোতি সাদরেণ চ
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাত্যসৌ হরিমন্দিরম্ ॥৩৭
ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্ত্যুপায়কথনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।
কথয়স্ব মহাপ্রাজ্ঞ গোলোকং যাতি কর্ম্মণা।
সুমতে দুস্তরাৎ কেন জনঃ সংসারসাগরাৎ।
রাধায়াশ্চাষ্টমী সূত তস্য মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ১
সূত উবাচ।
ব্রহ্মাণং নারদোঽপৃচ্ছৎ পুরা চৈতন্মহামুনে।
তচ্ছৃণুষ্ব সমাসেন পৃষ্টবান্ স ইতি দ্বিজ ॥ ২
নারদ উবাচ।
পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিদাং বর।
রাধাজন্মাষ্টমীং তাত কথয়স্ব মমাগ্রতঃ ॥ ৩
তস্যাঃ পুণ্যফলং কিংবা কৃতং কেন পুরা বিভো
অকুর্ব্বতাং জনানাং হি কিল্বিষং কিং ভবেদ্বিভো
কেনৈব তু বিধানেন কর্ত্তব্যং তদ্ব্রতং কদা।
কস্মাজ্জাতা চ সা রাধা তন্মে কথয় মূলতঃ ॥ ৫
ব্রহ্মোবাচ।
রাধাজন্মাষ্টমীং বৎস শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ।
কথয়ামি সমাসেন সমগ্রং হরিণা বিনা ॥ ৬
কথিতুং তৎফলং পুণ্যং ন শক্নোত্যপি নারদ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং ব্রহ্মহত্যাদিকং মহৎ।
কুর্ব্বন্তি যে সকৃদ্ভক্ত্যা তেষাং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ
একাদশ্যাঃ সহস্রেণ যৎফলং লভতে নরঃ।
রাধাজন্মাষ্টমীপুণ্যং তস্মাচ্ছতগুণাধিকম্ ॥ ৮
মেরুতুল্যসুবর্ণানি দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্যতে।
সকৃদ্রাধাষ্টমীং কৃত্বা তস্মাচ্ছতগুণাধিকম্ ॥ ৯
কন্যাদানসহস্রেণ যৎপুণ্যং প্রাপ্যতে জনৈঃ।

প্রদান করে, হে দ্বিজপুঙ্গব। তাহার যে কত পুণ্য হয়, তাহা আমি জানিনা। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই অধ্যায় পাঠ বা সাদরে শ্রবণ করে, সেও সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া হরি-মন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকে। ৩৩—৩৭।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ। মানব কোন্ কর্ম্মপ্রভাবে দুস্তর সংসারসাগর হইতে গোলোকে গমন করে, তাহা আমার নিকট বল। হে সূত। আর রাধাষ্টমীর উত্তম মাহাত্ম্যও আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন,—হে মহামুনে! পুরাকালে নারদ ব্রহ্মার নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে দ্বিজ। সংক্ষেপে আপনার নিকট আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। নারদ কহিলেন,—হে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞগণের অগ্রণী, মহাপ্রাজ্ঞ, পিতামহ। আপনি আমার নিকট রাধাজন্মাষ্টমীব্রত বলুন। হে বিভো। ঐ ব্রতের পুণ্য-ফল কি ? কেই বা পূর্ব্বে উহা করিয়াছিলেন ? ঐ ব্রত না করিলেই বা জনগণের কিরূপ পাপ হয় ? কিরূপ বিধানে কোন্ কালে উহা করিতে হয় ? এবং কাহা হইতেই বা ঐ রাধা জন্মিয়াছিলেন ? এ সকল আমার নিকট আমূল বর্ণন করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস। সম্যক্ অবহিত হইয়া রাধাজন্মাষ্টমী-বিবরণ শ্রবণ কর। আমি সংক্ষেপেই উহা বলিতেছি। হে নারদ। একমাত্র হরি ব্যতীত উহার সমগ্র পুণ্যফল কেহই বলিতে পারেন না। যাহারা ভক্তিভরে একবার মাত্র এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের কোটিজন্মার্জ্জিত ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। সহস্র একাদশীব্রত করিলে নর যে ফললাভ করে, রাধাজন্মাষ্টমীর পুণ্য তাহা হইতেও শতগুণ অধিক হয়। মেরুপ্রমাণ সুবর্ণ দান করিয়া মানব যে ফল প্রাপ্ত হয়, একবার মাত্র রাধাষ্টমীব্রত করিয়া তাহা হইতেও শতগুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১—৯। সহস্র

বৃষভানুসুতাষ্টম্যা তৎফলং প্রাপ্যতে জনৈঃ॥
গঙ্গাদিষু চ তীর্থেষু স্নাত্বা তু যৎফলং লভেৎ
কৃষ্ণপ্রাণপ্রিয়াষ্টম্যাঃ ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
এতদ্ব্রতন্তু যঃ পাপী হেলয়াশ্রদ্ধয়াপি বা।
করোতি বিষ্ণুসদনং গচ্ছেৎ কোটিকুলান্বিতঃ
পুরা কৃতযুগে বৎস বারনারী সুশোভনা।
সুমধ্যা হরিণীনেত্রা শুভাঙ্গী চারুহাসিনী॥ ১৩
সুকেশী চারুকর্ণী চ নাম্না লীলাবতী স্মৃতা।
তয়া বহূনি পাপানি কৃতানি সুদৃঢ়ানি চ॥ ১৪
একদা সা ধনাকাঙ্ক্ষী নিঃসৃত্য পুরতঃ স্বতঃ।
গতান্যনগরং তত্র দৃষ্ট্বা সুজ্ঞজনান বহূন্॥ ১৫
রাধাষ্টমীব্রতপরান্ সুন্দরে দেবতালয়ে॥ ১৬
গন্ধপুষ্পৈর্ধূপদীপৈর্বস্ত্রৈর্নানাবিধৈঃ ফলৈঃ।
ভক্তিভাবৈঃ পূজয়ন্তো রাধায়া মূর্ত্তিমুত্তমাম্॥১৭
কেচিদ্গায়ন্তি নৃত্যন্তি পঠন্তি স্তবমুত্তমম্।
তালবেণুমৃদঙ্গাংশ্চ বাদয়ন্তি চ কে মুদা॥ ১৮

তাংস্তাংস্তথাবিধান্ দৃষ্ট্বা কৌতূহলসমন্বিতা।
জগাম তৎসমীপং সা পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতা॥১৯
ভো ভোঃ পুণ্যাত্মানো যূয়ং কিং কুর্ব্বন্তো
মুদান্বিতাঃ।
কথয়ধ্বং পুণ্যবন্তো মাং চৈব বিনয়ান্বিতাম্॥ ২০
তস্যাস্ত বচনং শ্রুত্বা পরকার্য্যহিতে রতাঃ।
আরেভিরে তদা বক্তুং বৈষ্ণবা ব্রততৎপরাঃ॥
রাধাব্রতিন ঊচুঃ।
ভাদ্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং জাতা শ্রীরাধিকা যতঃ
অষ্টমী সাদ্য সম্প্রাপ্তা তাং কুর্ব্বাম প্রযত্নতঃ॥
গোঘাতজনিতং পাপং স্তেয়জং ব্রহ্মঘাতজম্।
পরস্ত্রীহরণাচ্চৈব তথা চ গুরুতল্পজম্॥ ২৩
বিশ্বাসঘাতজঞ্চৈব স্ত্রীহত্যাজনিতং তথা।
এতানি নাশয়ত্যাশু কৃতা যা চাষ্টমী নৃণাম্॥ ২৪
তেষাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বপাতকনাশনম্।
করিষ্যাম্যহমিত্যেব পরামৃষ্য পুনঃপুনঃ॥ ২৫

কন্যাদান করিয়া জনগণ যেরূপ পুণ্য লাভ করে, একমাত্র রাধাষ্টমীব্রতে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া যে ফল লাভ করে, কৃষ্ণপ্রণয়িনী রাধার জন্মাষ্টমীব্রতকরণে মানব তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে পাপী মানব এই ব্রত হেলায় বা অশ্রদ্ধায়ও সম্পাদন করে, সেও কোটিকুলান্বিত হইয়া বিষ্ণুসদনে প্রয়াণ করিয়া থাকে। বৎস! পূর্ব্বে কৃতযুগে লীলাবতী নামে এক গণিকা ছিল। ঐ বিলাসিনী সুমধ্যা, হরিণাক্ষী, সুকেশী, চারুকর্ণী ও চারুহাসিনী ছিল। লীলাবতী বহুতর পাপ করিয়াছিল। একদা লীলাবতী ধনলাভ কামনায় নিজ পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নগরান্তরে গমন করিল। গিয়া দেখিল, সেখানকার সুন্দর দেবালয়ে বহু বিজ্ঞ লোক রাধাষ্টমীব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহারা গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র ও নানাবিধ ফল দ্বারা ভক্তিভাবে রাধার উত্তম মূর্ত্তির পূজা করিতেছেন। কেহ গান গাহিতেছে, কেহ নৃত্য করিতেছে, কেহ উত্তম স্তব পাঠ করিতেছে; এবং কেহ কেহ প্রীতিযুক্ত হইয়া তাল বেণু ও মৃদঙ্গ বাজাইতেছে। লীলাবতী তাঁহাদিগকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া কৌতুকসহকারে তাঁহাদের নিকট গমন করিল এবং বিনীত ভাবে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিল— ভো ভো পুণ্যাত্মগণ! আপনারা প্রমোদযুক্ত হইয়া কি করিতেছেন? আপনারা পুণ্যবান্, আমি বিনীত, আমাকে এই বৃত্তান্ত বলুন। পরকার্য্যহিতেরত, ব্রতনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ তখন তাহার বাক্য শুনিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। রাধাব্রতিগণ কহিলেন,— ভাদ্র মাসে শুক্লাষ্টমীতে শ্রীরাধিকা জন্মগ্রহণ করেন। অদ্য সেই অষ্টমী তিথি উপস্থিত। তাই সাদরে আমরা সেই অষ্টমীব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছি। এই অষ্টমীব্রত করিলে নরগণের গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্তেয়, পরস্ত্রীহরণ, গুরুতল্পগমন, বিশ্বাসঘাতন ও স্ত্রীহত্যাজনিত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১০—২৪। লীলাবতী তাঁহাদের সেই নিখিল পাতকক্ষয় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমিও এই ব্রত করিব, মনে মনে পুনঃপুনঃ এইরূপ আলোচনা-

তত্রৈব স্ত্রীভিঃ সার্দ্ধং কৃত্বা সা ব্রতমুত্তমম্ ।
দৈবাৎ সা পঞ্চত্বং যাতা সর্পঘাতেন নির্ম্মলা ॥
ততো যমাজ্ঞয়া দূতাঃ পাশমুদ্গরপাণয়ঃ ।
আগচ্ছন্তাং সমানেতুং ববন্ধুরতিরুক্ষতঃ ॥ ২৭
যদা নেতুং মনশ্চক্রুর্যমস্য সদনং প্রতি ।
তদাগতা বিষ্ণুদূতাঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরাঃ ॥ ২৮
হিরণ্ময়ং বিমানঞ্চ রাজহংসযুতং শুভম্ ।
ছেদনং চক্রধারাভিঃ পাশং কৃত্বা ত্বরান্বিতাঃ ॥
রথে চারোপয়ামাসুস্তাং নারীং গতকিল্বিষাম্ ।
নিন্যুর্বিষ্ণুপুরন্তে চ গোলোকাখ্যং মনোহরম্ ॥
কৃষ্ণেন রাধয়া তত্র স্থিতা ব্রতপ্রসাদতঃ ।
রাধাষ্টমীব্রতং তাত যো ন কুর্য্যাচ্চমূঢ়ধীঃ ।
নরকান্নিষ্কৃতির্নাস্তি কোটিকল্পশতৈরপি ॥ ৩১
স্ত্রিয়শ্চ যা ন কুর্ব্বন্তি ব্রতমেতচ্ছুভপ্রদম্ ।
রাধাবিষ্ণোঃ প্রীতিকরং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৩২
অন্তে যমপুরীং গত্বা পতন্তি নরকে চিরম্ ।
কদাচিজ্জন্ম চাসাদ্য পৃথিব্যাং বিধবা ধ্রুবম্ ॥ ৩৩
একদা পৃথিবী বৎস দুষ্টসঙ্ঘৈশ্চ প্রপীড়িতা ।
গৌর্ভূত্বা চ ভৃশং দীনা চায়যৌ সা মমান্তিকম্ ॥
নিবেদয়ামাস দুঃখং রুদন্তী চ পুনঃপুনঃ ।
তদ্বাক্যঞ্চ সমাকর্ণ্য গতোঽহং বিষ্ণুসন্নিধিম্ ॥৩৫
কৃষ্ণে নিবেদিতশ্চাশু পৃথিব্যা দুঃখসঞ্চয়ঃ ।
তেনোক্তং গচ্ছ ত্বো ব্রহ্মন্ দেবৈঃ সার্দ্ধঞ্চ
ভূতলে ॥ ৩৬
অহং তত্রাপি গচ্ছামি পশ্চান্মম গণৈঃ সহ ॥৩৭
তচ্ছ্রুত্বা সহিতো দেবৈরাগতঃ পৃথিবীতলম্ ।
ততঃ কৃষ্ণঃ সমাহূয় রাধাং প্রাণগরীয়সীম্ ॥ ৩৮
উবাচ বচনং দেবি গচ্ছেঽহং পৃথিবীতলম্ ।
পৃথিবীভারনাশায় গচ্ছ ত্বং মর্ত্ত্যমণ্ডলম্ ॥ ৩৯
ইতি শ্রুত্বাপি সা রাধাপ্যাগতা পৃথিবীং ততঃ ।
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে অষ্টমীসংজ্ঞিকে
তিথৌ ॥ ৪০
বৃষভানোর্যজ্ঞভূমৌ জাতা সা রাধিকা দিবা ।

করিল। পরে সেই স্থানেই ব্রতপরায়ণ জনগণের সহিত উত্তম রাধাষ্টমীব্রতের অনুষ্ঠান করিল। পরে দৈবক্রমে সর্পাঘাতে লীলাবতীর মৃত্যু ঘটিল। অনন্তর যমাজ্ঞায় দূতগণ পাশমুদ্গরহস্তে লীলাবতীকে গ্রহণ করিতে আসিল এবং অতি কঠোরভাবে তাহাকে বন্ধন করিল। এই অবস্থায় যখন তাহারা লীলাবতীকে যমসদনাভিমুখে লইয়া চলিল, তখন শঙ্খচক্রগদাধারী বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজহংসযুত শুভ হিরণ্ময় বিমান তাহাদের সঙ্গে আসিল। তাহারা সত্বর চক্রধারায় পাশচ্ছেদন করিয়া সেই নিষ্পাপা নারীকে রথে আরোপণ করিল এবং গোলোক নামক মনোহর বিষ্ণুপুরে লইয়া গেল। সেখানে লীলাবতী ব্রতপ্রসাদে রাধাকৃষ্ণসহ অবস্থান করিতে লাগিল। হে তাত! যে মূঢ়বুদ্ধি নর রাধাষ্টমীব্রত না করে, শতকোটি কল্প বাসেও তাহার নরক হইতে নিষ্কৃতি ঘটে না। যে সকল নারী রাধাকৃষ্ণের প্রীতিকর এই সর্ব্বপাপহর শুভপ্রদ ব্রত না করে, তাহারা অন্তে যমপুরে গিয়া চিরকাল ঘোর নরকে পতিত হয়, পরে কদাচিৎ পৃথিবীতে জন্ম লইয়া নিশ্চয় বিধবা হইয়া থাকে।২৫—৩৩। বৎস! একদা পৃথিবী দুষ্টজনসমূহে পরিপীড়িত হওয়ায় গোরূপ ধারণপূর্ব্বক অত্যন্ত দীন হইয়া পুনঃপুনঃ কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট আসিয়া স্বীয় দুঃখ নিবেদন করিল। পৃথিবীর বাক্য শুনিয়া আমি বিষ্ণুসান্নিধ্যে গমনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট পৃথিবীর দুঃখরাশি নিবেদন করিলাম। তিনি বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তুমি দেবগণসহ ভূতলে গমন কর। আমি পরে আমার লোকজনসহ তথায় গমন করিব। আমি সেই কথা শুনিয়া দেবগণসহ ভূতলে আসিলাম। অনন্তর কৃষ্ণ প্রাণপ্রিয়া রাধাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—দেবি! আমি পৃথিবীতে গমন করিব। পৃথিবীর ভারনাশের নিমিত্ত তুমিও মর্ত্ত্যমণ্ডলে গমন কর। রাধা এই কথা শুনিয়া পৃথিবীতলে আগমন করিলেন। ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে রাধিকা দেবী বৃষভানুর যজ্ঞস্থলে জন্ম-

যজ্ঞার্থং শোধিতায়াঞ্চ দৃষ্টা সা দিব্যরূপিণী ॥ ৪১
রাজানন্দমনা ভূত্বা তাং প্রাপ্য নিজমন্দিরম্ ।
দত্তবান্ মহিষীং নীত্বা সা চ তাং পর্য্যপালয়ৎ ॥
ইতি তে কথিতং বৎস ত্বয়া পৃষ্টঞ্চ যদ্বচঃ ।
গোপনীয়ং গোপনীয়ং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥৪৩

সূত উবাচ ।

য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তশ্চান্তে যাতি হরের্গৃহম্ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে শ্রীরাধা-ষ্টমীমাহাত্ম্যং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

সমুদ্রমন্থনং সূত পুরা কস্মাৎ কৃতং গুরো ।
হৃদয়ে কৌতুকং জাতং শ্রোতুং মে বদ চাময়ৈঃ

সূত উবাচ ।

ব্রহ্মন্ বচ্মি সমাসেন সিন্ধোর্ম্মথনকারণম্ ।
দুর্ব্বাসসেন্দ্রসংবাদমিতিহাসং শৃণুষ তৎ ॥
মহাতপা মহাতেজা দুর্ব্বাসা ঈশ্বরাংশজঃ ।
ব্রহ্মর্ষিঃ প্রযযৌ স্বর্গমিন্দ্রং দ্রষ্টুং স চৈকদা ॥৩
তস্মিন্ দদর্শ কালে তং গজারূঢ়ং শচীপতিম্ ।
দৃষ্ট্বা স্রজং পারিজাতাং দদৌ তস্মৈ মহামুনিঃ
গৃহীত্বা তাং স্রজং চেন্দ্রো বিন্যস্য গজমূর্দ্ধনি ।
দেবরাট্ প্রযযৌ ব্রহ্মন্ সগণো নন্দনং প্রতি
হস্তী চাদায় তাং মালাং ছিত্বা তু ধরণীতলে ।
চিক্ষেপ চ মহাক্রুদ্ধস্তমিত্যাহ মহামুনিঃ ॥ ৬
ত্রৈলোক্যৈকশ্রিয়া যুক্তো যস্মাত্ত্বমবমন্যসে ।
তব ত্রৈলোক্যশ্রীর্নষ্টা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৭
ততঃ শক্রো জগামাশু স্বপুরঞ্চ স্ব পুরং পুনঃ ।
দদর্শ জগতাং মাতা চান্তর্দ্ধানং গতা স্বয়ম্ ॥৮
নষ্টমন্তর্দ্ধানবত্যাং তদা তস্যাং জগত্রয়ম্ ।
ক্ষুৎপিপাসান্বিতাঃ সর্ব্বে চুক্রুশুর্ব্বৈ নিরন্তরম্ ॥৯

গ্রহণ করিলেন। যজ্ঞার্থ শোধিত ভূতলে সেই দিব্যরূপিণী রাধা পরিদৃষ্ট হইলেন। রাজা তাঁহাকে পাইয়া আনন্দিত মনে নিজ নিকেতনে লইয়া গেলেন এবং মহিষীর নিকট অর্পণ করিলেন। রাজমহিষী তাহাকে পালন করিতে লাগিলেন। বৎস! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম। ইহা সযত্নে গোপনীয়, অতি গোপনীয়। সূত কহিলেন,—এই চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ বৃত্তান্ত যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া হরিগৃহে প্রয়াণ করিয়া থাকে।৩৪—৪৪।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে সূত! হে গুরো! পুরাকালে কি নিমিত্ত সমুদ্রমন্থন হইয়াছিল? উহা শুনিবার জন্য আমার অন্তরে একটা কৌতূহল হইয়াছে, অতএব আমার নিকট ঐ বৃত্তান্ত বর্ণন কর। সূত কহিলেন,—ব্রহ্মন্! সংক্ষেপক্রমে সিন্ধুর মন্থনকারণ কহিতেছি, দুর্ব্বাসা ও ইন্দ্রের সংবাদময় সেই ইতিহাস শ্রবণ করুন। একদা রুদ্রাংশজাত মহাতেজা মহাতপা ব্রহ্মর্ষি দুর্ব্বাসা ইন্দ্রদর্শনার্থ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তিনি যথাকালে গজারূঢ় শচীপতিকে দর্শন করেন। মহামুনি দুর্ব্বাসা ইন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহাকে এক পারিজাতমালা প্রদান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাহা লইয়া গজমস্তকে রাখিলেন এবং সগণে নন্দনবনে গমন করিলেন। হস্তী সেই মালা ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং ধরণীতলে নিক্ষেপ করিল। মহামুনি দুর্ব্বাসা এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে কহিলেন,—ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া তুমি আমায় অবজ্ঞা করিলে। অতএব তোমার ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মী নষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। ১— । এই ঘটনার পর ইন্দ্র স্বপুরে গিয়া শয়ন করিলেন, দেখিলেন—স্বয়ং জগন্মাতা অন্তর্হিত হইয়াছেন। জগন্মাতা অন্তর্দ্ধান করায় ত্রিজগৎ নষ্ট হইয়া গেল। সমস্ত লোক ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিত

ন ববর্ষু র্বারিবাহাঃ শুষ্কাশ্চৈব জলাশয়াঃ।
সর্ব্বে তে শাখিনঃ শুষ্কাঃ ফলপুষ্পবিবর্জ্জিতাঃ
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণঃ সন্নিধিং যযুঃ।
তং সর্ব্বে কথয়ামাসুর্দুঃখ-শোকং পিতামহম্॥
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা ধাতা দেবগণৈঃ সহ।
ভৃগ্বাদিমুনিভিশ্চৈব প্রযযৌ ক্ষীরসাগরম॥ ১২
বিষ্ণুং সমর্চ্চয়ামাস ক্ষীরাব্ধেরুত্তরে তটে।
মন্ত্রমষ্টাক্ষরং বেধা জপন্ ধ্যায়ন্ জগৎপতিম্॥
ততঃ প্রসন্নো ভগবান সর্ব্বেষাঞ্চ দিবৌকসাম্
বৈনতেয়ং সমারুহ্য চাগতঃ সদয়ঃ প্রভুঃ॥ ১৪
পীতবস্ত্রং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্।
দৃষ্ট্বা তং জগতামীশং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্।
বিষ্ণুং ভবোদধেঃ পোতং বনমালাবিভূষিতম্।
শ্রীবৎসকৌস্তভোরস্কমানন্দাশ্রুপবিপ্লুতাঃ।
তুষ্টুবুর্জয়শব্দেন নমশ্চক্রুর্নিরন্তরম্॥ ১৬
শ্রীভগবানুবাচ।
বরং বৃণীধ্বং ভো দেবাঃ কস্মাদ্ যূয়ং সমাগতাঃ
বরদোঽস্মি তদ্দত্ত বো দদামি চ নান্যথা॥ ১৭
দেবা ঊচুঃ।
কৃপালো ব্রহ্মশাপেন সম্পদ্ধীনং জগত্রয়ম্।
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতং নাথ সদেবাসুরমানুষম্॥ ১৮
রক্ষ সর্ব্বানিমাঁল্লোকান্ যাতাঃ স্ম শরণং তব॥ ১৯
শ্রীভগবানুবাচ।
ইন্দিরা ব্রহ্মশাপেন চান্তর্দ্ধানং গতা সুরাঃ।
যস্যাঃ কটাক্ষমাত্রেণ জগদৈশ্বর্য্যসংযুতম্॥২০
তদা যূয়ং সুরাঃ সর্ব্বে চোৎপাট্য স্বর্ণপর্ব্বতম্।
মন্দরং মর্ঘরং কৃত্বা সর্পরাজেন বেষ্টিতম্।
কুরুধ্বং মথনং দেবাঃ সদৈত্যাঃ ক্ষীরসাগরম্॥
তস্মাদুৎপৎস্যতে লক্ষ্মীর্জগন্মাতা চ ভোঃ সুরাঃ
তয়া দৃষ্টা মহাভাগা ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ॥ ২২
ধারয়াম্যহমেবাদ্রিং কূর্ম্মরূপেণ সর্ব্বতঃ॥ ২৩
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুরন্তর্দ্ধানং জগাম সঃ।
জগ্মুঃ সুরাসুরাঃ সর্ব্বৈঃ সমুদ্রমথনং দ্বিজ॥ ২৪
ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সমুদ্রমথনোদ্যোগো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

হইয়া নিরন্তর চীৎকার করিতে লাগিল। মেঘবৃন্দ বর্ষণে বিরত হইল। জলাশয় সকল শুষ্ক হইয়া গেল। সমস্ত বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া ফলপুষ্পহীন হইল। সমস্ত লোক ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিল এবং সকলেই তাঁহার নিকট স্ব স্ব দুঃখ-শোক নিবেদন করিল। বিধাতা দেবগণের বাক্য শুনিয়া দেবগণ ও ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণসহ ক্ষীরসাগরে প্রয়াণ করিলেন। বিধাতা ক্ষীরসাগরের উত্তর তটে বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তিনি অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ ও জগৎপতিকে ধ্যান করিলেন। অনন্তর ভগবান্ সর্ব্বদেবতার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সদয় ভাবে গরুড়াবোহণে উপস্থিত হইলেন। জগদীশ বিষ্ণু পীতবসনধারী, চতুর্ব্বাহু, শঙ্খ-চক্রগদাধর, পুণ্ডরীকনিভনেত্র, বনমালাবিভূষিত ও ভবসাগরের পোতস্বরূপ। তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস ও কৌস্তভ দ্বারা অলঙ্কৃত। দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতনেত্রে জয়শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক নিরন্তর স্তব করিতে লাগিলেন। ৮—১৬। ভগবান্ কহিলেন,—দেবগণ! কি জন্য আপনারা আগমন করিয়াছেন? বর গ্রহণ করুন। আমি বরদাতা, আপনাদিগকে নিশ্চয় বর প্রদান করিব, আপনারা কি বর গ্রহণ করিবেন বলুন। দেবগণ কহিলেন,—হে কৃপালো! ব্রহ্মশাপে ত্রিভুবন সম্পদ্‌বিহীন হওয়ায় দেব অসুর মানুষ সকলেই ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। আপনি এই সকল লোক রক্ষা করুন। আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম। ভগবান কহিলেন,—সুরগণ! ব্রহ্মশাপহেতু ইন্দিরা অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। জগৎ তাঁহারই কটাক্ষমাত্রে ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব আপনারা সকলে সুবর্ণপর্ব্বত মন্দর উৎপাটনপূর্ব্বক সর্পরাজ দ্বারা বেষ্টন করিয়া ক্ষীরসাগর মন্থন করুন। হে সুরগণ! সাগর মথ্যমান হইলে তাহা হইতে জগন্মাতা লক্ষ্মী উৎপন্ন হইবেন। হে মহাভাগগণ! আপনারাও তেই

নবমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততোঽমরগণাস্তে চ সগন্ধর্ব্বাঃ সদানবাঃ।
উৎপাট্য মন্দরং শৈলং চিক্ষিপুঃ পয়সাম্বুধৌ॥ ১
ততঃ সনাতনঃ শ্রীমান্ দয়ালুর্জগদীশ্বরঃ।
অধারয়দ্গিরের্মূলং কূর্ম্মরূপেণ পৃষ্ঠতঃ॥ ২
অনন্তং তত্র সংবেষ্ট্য মমন্থুর্দুগ্ধসাগরম্।
একাদশ্যাং মথ্যমানে চোদ্ভূতং প্রথমং দ্বিজ॥৩
কালকূটং বিষন্তে তু দৃষ্ট্বা সর্ব্বে প্রদুদ্রুবুঃ।
তৎস্তান্ বিদ্রুতান্ দৃষ্ট্বা শঙ্করশ্চোক্তবানিদম্॥৪
ভো ভোঽমরগণা যূয়ং বিষং কুরুত মে করে।
বারয়িষ্যাম্যহং তূর্ণং কালকূটং মহাবিষম্॥ ৫,

লক্ষ্মী দ্বারা হৃষ্ট হইবেন,—সন্দেহ নাই। আমি সর্ব্বতোভাবে কূর্ম্মরূপে পর্ব্বত ধারণ করিব। ভগবান বিষ্ণু এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হে দ্বিজ! সুরাসুরগণ এই কথার পর সকলেই সমুদ্রমন্থনার্থ গমন করিলেন। ১৭—২৪।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর দানব ও গন্ধর্ব্বগণ সহ অমরগণ মন্দর গিরি উৎপাটন করিয়া জলধিজলে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীমান্ সনাতন জগদীশ্বর দয়াপরবশ হইয়া কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠদেশে গিরিমূল ধারণ করিলেন। অনন্তনাগ দ্বারা সেই মন্দর গিরিকে বেষ্টন করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে লাগিলেন। একাদশীদিনে মন্থনকার্য্য আরম্ভ হইলে প্রথমে কালকূট বিষ উত্থিত হইল। তাহা দেখিয়া সকলেই পলায়ন করিলেন। দেবগণকে পলায়মান দেখিয়া শঙ্কর তাঁহাদিগকে বলিলেন,—ভো ভো দেবগণ! তোমরা আমার করে বিষ অর্পণ কর, আমি মহাবিষ কালকূটকে সত্বর বারণ করিব।

ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতীনাথো ধ্যায়ন্নারায়ণং হৃদি।
মহামন্ত্রং সমুচ্চার্য্য বিষমাদত্তয়ঙ্করম্।
মহামন্ত্রপ্রভাবেণ বিষং জীর্ণং গতং মহৎ॥ ৬
অচ্যুতানন্তগোবিন্দ ইতি নামত্রয়ং হরেঃ।
যো জপেৎ প্রয়তো ভক্ত্যা প্রণবাদ্যং নমোঽন্তকম্॥
বিষভোগাগ্নিজং তস্য নাস্তি মৃত্যোর্ভয়ং তথা।
ততো হৃষ্টমনা দেবা মমন্থুঃ ক্ষীরসাগরম্॥ ৮
ততোঽলক্ষ্মীঃ সমুৎপন্না কালাস্যা রক্তলোচনা
রূক্ষপিঙ্গলকেশা চ জরতীং বিভ্রতী তনুম্॥৯
সা চ জ্যেষ্ঠাব্রবীদ্দেবান কিং কর্ত্তব্যং ময়েতি বৈ।
দেবস্তথাব্রুবংস্তাঞ্চ দেবীং দুঃখস্য ভাজনম্॥১
যেষাং নৃণাং গৃহে দেবি কলহঃ সম্প্রবর্ত্ততে।
তত্র স্থানং প্রযচ্ছামো বস জ্যেষ্ঠেঽশুভান্বিতা॥
নিষ্ঠুরং বচনং যে চ বদন্তি যেঽনৃতং নরাঃ।
সন্ধ্যায়াং যে হি চাশ্নন্তি দুঃখদা তিষ্ঠ তদ্গৃহে॥

পার্ব্বতীপতি এই বলিয়া হৃদয়ে নারায়ণকে ধ্যান করিতে করিতে মহামন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই ভয়ঙ্কর বিষ ভক্ষণ করিলেন। মহামন্ত্র-প্রভাবে তাঁহার সেই মহাবিষ জীর্ণ হইয়া গেল। যে ব্যক্তি অগ্রে প্রণব ও অন্তে নমঃ উচ্চারণ করিয়া হরির 'অচ্যুত, অনন্ত, গোবিন্দ', এই নামত্রয় জপ করে, বিষ অগ্নি ও মৃত্যুজনিত ভয় তাহার থাকে না। অনন্তর দেবগণ হৃষ্টমনে ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে লাগিলেন।১—৮। পরে কালবদনা রক্তনয়না অলক্ষ্মী উৎপন্ন হইল। ঐ অলক্ষ্মীর কেশ, রুক্ষ ও পিঙ্গল দেহ জরাজীর্ণ। সে, অগ্রে আবির্ভূত হইয়া দেবগণকে কহিল,—আমি কি করিব? দেবগণ সেই দুঃখভাগিনী অলক্ষ্মীকে কহিলেন,—হে দেবি! যাহাদিগের গৃহে নিত্য কলহ হইবে,—আমরা সেই স্থান তোমায় প্রদান করিতেছি। তুমি নিত্য অশুভান্বিত হইয়া সেইখানে বাস কর। যে সকল নর নিষ্ঠুর বাক্য বলে এবং যাহারা সন্ধ্যাকালে আহার করে, তুমি তাহাদের গৃহে

কপালকেশভস্মাস্থিতুষাঙ্গাররাশি যত্র তু ।
স্থানং জ্যেষ্ঠে তত্র তব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
অকৃত্বা পাদয়োর্ধৌতং যে চাশ্নন্তি নরাধমাঃ ।
তদ্গৃহে সর্ব্বদা তিষ্ঠ দুঃখদারিদ্র্যদায়িনী ॥১৪
বালুকালবণাঙ্গারৈঃ কুর্ব্বন্তি দন্তধাবনম্ ।
তেষাং গেহে সদা তিষ্ঠ দুঃখদা কলিনা সহ ॥১৫
ছত্রাকং শ্রীফলং শিষ্টং যে খাদন্তি নরাধমাঃ ।
গেহে তেষাং তব স্থানং জ্যেষ্ঠে কলুষদায়িনি
তিলপিষ্টমলাবুং যে গৃঞ্জনং পূতিকাদলম্ । *
কলম্বুকং পলাণ্ডুং যে চাশ্নন্তি পাপবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৭
তেষাং গৃহে তব স্থানং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
গুরুদেবাতিথীনাঞ্চ যজ্ঞদানবিবর্জ্জিতম্ ।
যত্র বেদধ্বনির্নাস্তি তত্র তিষ্ঠ সদাশুভে ॥১৯
দম্পত্যোঃ কলহো যত্র পিতৃদেবার্চ্চনং ন বৈ
দুরোদররতা যত্র তত্র তিষ্ঠ সদ শুভে ॥ ২০

পরদাররতা যত্র পরদ্রব্যাপহারিণঃ ।
বিপ্রসজ্জনবৃদ্ধানা যত্র পূজা ন বিদ্যতে ।
তত্র স্থানে সদা তিষ্ঠ পাপদারিদ্র্যদায়িনী ॥ ২১
ইত্যাদিশ্য সুরা জ্যেষ্ঠাং সর্ব্বেষাং কলিবল্লভাম্
ক্ষীরাব্ধের্ম্মথনং চক্রুঃ পুনস্তে সুসমাহিতাঃ ॥ ২২
ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সমুদ্রমথনং
নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।
ঐরাবতস্ততো জজ্ঞে তথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ ।
ধন্বন্তরিঃ পারিজাতঃ সুরভিশ্চাপ্সরোদয়ঃ ॥ ১
ততঃ প্রভাতসময়ে দ্বাদশ্যামুদিতে রবৌ ।
উৎপন্না শ্রীর্মহালক্ষ্মীঃ সর্ব্বলক্ষণশোভিতা ॥ ২
দদৃশুস্তাং মহাদেবীং মাতরং ধর্ম্মদেবতাঃ ।
প্রহৃষ্টাঃ সর্ব্বজন্তূনাং শ্রীকৃষ্ণহৃদয়ালয়াম্ ॥ ৩

দুঃখদায়িনী হইয়া অবস্থান কর। কপাল, কেশ, ভস্ম, অস্থি, তুষ ও অঙ্গাররাশি যথায় বর্ত্তমান, সেই সেই স্থান তোমার বাসার্থ নিরূপিত হইল। যে সকল নরাধম পাদ-প্রক্ষালন না করিয়া ভক্ষণ করে, তুমি দুঃখ-দারিদ্র্যদায়িনী হইয়া সর্ব্বদা তাহাদের গৃহে অবস্থান কর। বালুকা, লবণ ও অঙ্গার দ্বারা যাহারা দন্তধাবন করে, তুমি দুঃখদায়িনী হইয়া কলহের সহিত নিত্য তাহাদের গৃহে বাস কর। যাহারা ছত্রাক বা ভুক্তা-বশিষ্ট শ্রীফল ভক্ষণ করে,—হে কলুষদায়িনি। তাহাদের গৃহই তোমার বাসস্থান হইবে সন্দেহ নাই। যাহারা তিলপিষ্ট, অলাবু, পূতিকা শাক, গাঁজর, পলাণ্ডু, বা কলম্বুক ভক্ষণ করে, সেই সমস্ত পাপমতি জনগণের ভবনে তোমার বাসস্থান নিরূপিত হইল, সংশয় নাই। যেখানে গুরুদেব ও অতিথি-গণের তৃপ্তি উদ্দেশে যজ্ঞ ও দানকার্য্য নাই এবং যথায় বেদধ্বনি হয় না, হে অশুভে। তুমি সেই স্থানেই বাস কর। যেখানে দম্পতীর কলহ হয়, যেখানে পিতৃ ও দেবা-র্চ্চনা নাই, লোক সকল যথায় অক্ষক্রীড়ায় নিরত, যেখানে নরগণ পরদাররত ও পর-দ্রব্যাপহারী এবং যথায় বিপ্র সজ্জন ও বৃদ্ধ-গণের পূজা নাই, তুমি পরদারিদ্র্যদায়িনী হইয়া সর্ব্বদা তথায় অবস্থান কর। দেবগণ কলিবল্লভা জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মীকে এইরূপ আদেশ করিয়া সুসমাহিত ভাবে পুনর্বার ক্ষীরসাগরের মন্থন আরম্ভ করিলেন। ৯—২২।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—তদনন্তর যথাক্রমে ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ধন্বন্তরি, পারিজাত, সুরভি ও অপ্সরা প্রভৃতি উৎপন্ন হইল। অনন্তর প্রভাতে দ্বাদশী তিথিতে সূর্য্যোদয় হইলে সর্ব্বলোকশোভিতা মহালক্ষ্মী আবির্ভূত হইলেন। দেবগণ সেই জগন্মাতা মহা-দেবীকে অবলোকন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-হৃদয়বাসিনী লক্ষ্মীকে দেখিয়া সকলেই হৃষ্ট

লক্ষ্মীভ্রাতা শীতরশ্মির্জাতশ্চ সুধয়া ততঃ ।
উৎপন্না সা হরের্জায়া তুলসী লোকপাবনী ॥৪
তং শৈলং পূর্ব্ববৎ স্থাপ্য পরিপূর্ণমনোরথাঃ ।
সমেত্য মাতরং স্তুত্বা জেপুঃ শ্রীসূক্তমুত্তমম্ ॥৫
ততঃ প্রসন্না সা দেবী সর্ব্বান্ দেবানুবাচ হ ।
বরং বৃণীধ্বং ভদ্রং বো বরদাহং সুরোত্তমাঃ ॥৬

দেবা ঊচুঃ ।

প্রসীদ কমলে দেবি সর্ব্বমাতর্হরিপ্রিয়ে ।
ত্বয়া বিনা জগচ্ছূন্যং কুরু প্রাণপ্ররক্ষণম্ ॥ ৭
ইত্যুক্তা সা মহালক্ষ্মীঃ প্রাহ নারায়ণপ্রিয়া ।
ইদানীং সর্ব্বজন্তূনাং প্রাণরক্ষাং করোম্যহম্ ॥৮
ততো নারায়ণঃ শ্রীমাঞ্ছঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
আবির্বভূব সহসা দয়ালুর্জগদীশ্বরঃ ॥ ৯
ততস্তে তুষ্টুবুর্দেবাঃ প্রণম্য জগতাং পতিম্ ।
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ প্রোচুর্হর্ষগদ্গদভাষিণঃ ॥ ১০
গৃহাণ মাতরং বিষ্ণো মহিষীং বল্লভাং তব ।
সংসাররক্ষণার্থায় লক্ষ্মীমনপগামিনীম্ ।
যাবৎ প্রতিজ্ঞাং নো চক্রে তাবৎ প্রাহেন্দিরা হরিম্ ॥ ১১

লক্ষ্মীরুবাচ ।

অবিবাহ্য কথং জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীং মধুসূদন ।
তস্যাঃ কনিষ্ঠাং মাং নাথ বিবাহং কর্ত্তুমিচ্ছসি ।
জ্যেষ্ঠায়াঞ্চ স্থিতায়াং নো কনিষ্ঠা পরিণীয়তে ॥১২

সূত উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা ততো বিষ্ণুর্দদৌ চোদ্দালকায় চ ।
বেদবাক্যানুরূপেণ হ্যলক্ষ্মীং নিজবৈঃ সহ ॥ ১৩
ততো নারায়ণঃ শ্রীমান্ লক্ষ্মীমঙ্গীচকার হ ।
ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে নমশ্চক্রুঃ পুনঃপুনঃ ॥ ১৪
অথ তে চাসুরান সর্ব্বান্ জঘ্নুঃ সর্ব্বে বলাধিকাঃ ।
সর্ব্বে তে ক্রন্দমানাশ্চ গতাশ্চৈব দিশো দশ ॥
সুধাং তৎ খাদিতুং চক্রুর্দেবাঃ পঙ্‌ক্তিং যথাক্রমম্ ।
শ্রীবিষ্ণোরাজ্ঞয়া সর্ব্বে চোচুশ্চৈব পরস্পরম্ ॥ ১৬
ত্বঞ্চ দেহি ত্বঞ্চ দেহি ত্বঞ্চ দেহীতি চাব্রুবন্ ।

হইলেন। লক্ষ্মীর ভ্রাতা শীতরশ্মি সুধাসহ উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর লোকপাবনী হরিজায়া তুলসীর উৎপত্তি হইল। পরে দেবগণ সেই পর্ব্বতকে পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন এবং সকলেই মিলিত-ভাবে জগন্মাতার স্তব করিয়া উত্তম শ্রীসূক্ত জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই লক্ষ্মী দেবী প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বদেবকে বলিলেন—হে সুরোত্তমগণ। তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা বর গ্রহণ কর। দেবগণ কহিলেন,—হে দেবি, কমলে। হে মাতঃ হরিপ্রিয়ে। তুমি প্রসন্ন হও। এ জগৎ তুমি ব্যতীত শূন্যাকার। তুমি সকলের প্রাণরক্ষা কর। দেবগণ এই কথা কহিলে, নারায়ণপ্রিয়া মহালক্ষ্মী বলিলেন,—এক্ষণে আমি সর্ব্বজন্তুর প্রাণ রক্ষা করিব। অনন্তর শঙ্খচক্রগদাধর শ্রীমান্ নারায়ণ দয়াপরবশ হইয়া আবির্ভূত হইলেন। তখন দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে জগৎপতিকে স্তব করিয়া হর্ষগদ্গদ বাক্যে বলিলেন,—হে বিষ্ণো! আপনার প্রিয়-মহিষী এই জগন্মাতা লক্ষ্মী দেবীকে সংসার রক্ষার্থ আপনি গ্রহণ করুন। দেবগণের এই প্রস্তাবের পর হরির অঙ্গীকার জ্ঞাপনের পূর্ব্বেই ইন্দিরা দেবী বলিলেন,—হে মধুসূদন! জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ না করিয়া কনিষ্ঠা আমি—আমাকে কেন বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? জ্যেষ্ঠা থাকিতে কি কনিষ্ঠাকে পরিণয় করা যায়? ১—১২। সূত কহিলেন,—বিষ্ণু এই কথা শুনিয়া বেদবাক্যানুসারে অলক্ষ্মী দেবীকে উদ্দালকের হস্তে প্রদান করিলেন। অনন্তর শ্রীমান্ নারায়ণ লক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করিলেন। দেবগণ সকলেই তখন পুনঃপুন তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুরগণ প্রবল হইয়া সমস্ত অসুরকে নিহত করিলেন। হতাবশিষ্ট অসুরেরা কাঁদিতে কাঁদিতে দশদিকে পলায়ন করিল। তখন দেবগণ শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞায় পংক্তিবদ্ধ হইয়া যথাক্রমে সুধা-ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সকলেই পর-

ন শক্তোঽস্মি ন শক্তোঽস্মি ন শক্তোঽস্মীতি চাব্রুবন ॥ ১৭
ততো বিষ্ণুঃ সমুত্তস্থৌ স্ত্রীরূপঞ্চ দধার হ ।
চকার স্বর্ণপাত্রে তৎ পীযূষপরিবেষণম্ ॥ ১৮
পীযূষভক্ষণং রাহুর্যাবৎ কুর্য্যাদ্দ্বিজোত্তম ।
চন্দ্রসূর্য্যৌ চোক্তবন্তৌ রাক্ষসোঽসৌ ছলাগতঃ
ততঃ ক্রুদ্ধো জগন্নাথো জঘান স্বর্ণপাত্রতঃ ।
শিরস্তস্য পপাতোর্ব্ব্যাং কেতুর্নাম্না বভূব হ ॥ ২০
রাহুকেতু ততস্তূর্ণং গতৌ তৌ ভয়বিহ্বলৌ ।
ইদানীং তদ্দিনে প্রাপ্তে চন্দ্রসূর্য্যৌ স যুধ্যতি ॥
কুর্য্যাদ্গ্রাসং সৈংহিকেয়স্তৎক্ষণং দুর্লভং ভবেৎ
সর্ব্বং গঙ্গাসমং তোয়ং বেদব্যাসসমা দ্বিজাঃ ॥২২
স্নানং বায়সতীর্থে যো গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ।
দানমক্ষয়পুণ্যং স্যাৎ কোটিজন্মার্জ্জিতং তথা ॥

পাপং নশ্যেৎ সমূলঞ্চ কিং পুনঃ ক্রতুকোটিভিঃ
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নুতে ॥
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্
ইতি তে কথিতং বিপ্র সমুদ্রমথনন্তু তৎ ॥ ২৫
ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে কমলোৎকথনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব যথার্থতঃ ।
হরিস্বরূপিণা সাক্ষাদ্বেদব্যাসেন শাসিত ॥ ১
নিরহঙ্কার হে সূত লোকানুগ্রহকারক ।
কেন স্যাৎ সুভগা নারী পাপিনী চ সুদুর্ভগা ॥২
পতিপ্রিয়াঙ্গ কেন স্যাদ্রাগিতা চক্ষুষোঃ সুধা ।
কেন বা জায়তে লক্ষ্মীস্তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥৩

পর বলিলেন—আমি সক্ষম নহি, আমি সক্ষম নহি, আপনিই পরিবেশন করুন, আপনিই পরিবেশন করুন। তখন বিষ্ণু সুধা পরিবেশনার্থ উত্থিত হইয়া রমণী-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং সুবর্ণপাত্রে করিয়া সুধা পরিবেশন করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তম। রাহু দেবগণের মধ্যে বসিয়া সুধাভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। চন্দ্র-সূর্য্য তাহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—একটা রাক্ষস ছলক্রমে সুধা খাইতে আসিয়াছে। তখন জগন্নাথ ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তস্থ স্বর্ণপাত্র দ্বারাই তাহাকে বধ করিলেন। রাহুর মস্তক ভূতলে পতিত হইল এবং উহার শরীর কেতু নামে খ্যাতি লাভ করিল। অনন্তর রাহু এবং কেতু ভয়-বিহ্বল হইয়া সত্বর প্রস্থান করিল। রাহু সেই হইতে অদ্য পর্য্যন্ত দিন পাইলেই চন্দ্র-সূর্য্যকে আক্রমণ করে। রাহু যখন চন্দ্র বা সূর্য্যকে গ্রাস করে, সেই ক্ষণ অতি দুর্লভ। তৎকালে সমস্ত জলই গঙ্গাজলের সমান এবং সমস্ত ব্রাহ্মণই বেদব্যাসের তুল্য হইয়া থাকেন। ঐ সময় বায়সতীর্থে স্নান করিলেও গঙ্গাস্নানের তুল্য ফল লাভ হয়। তখন দান করিলে, অক্ষয় পুণ্য হইয়া থাকে এবং কোটী জন্মার্জ্জিত পাপ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং কোটি কোটি যজ্ঞানুষ্ঠানে আর প্রয়োজন কি? ইহাতে বিদ্যার্থী বিদ্যা, পুত্রার্থী পুত্র এবং মোক্ষার্থী মোক্ষ লাভ করে। এই সময় মন্ত্রজপে সকলেরই মন্ত্র-সিদ্ধি হয়। হে বিপ্র। এই আমি সমুদ্র-মথন বৃত্তান্ত বলিলাম। ১৩—১৫।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

একাদশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে নিরহঙ্কার সূত। তুমি লোকসমূহের প্রতি অনুগ্রহকারক এবং সাক্ষাৎ হরিস্বরূপ বেদব্যাস কর্ত্তৃক শাসিত। আমি শুনিতে ইচ্ছা করি,তুমি যথাযথ বল,—কি করিলে দুর্ভগা পাপিনী নারী সুভগা হয় এবং কি করিয়াই বা পতিপ্রিয়া—পতির নেত্রসুধাস্বরূপা হইয়া থাকে? অপিচ কি করুই বা লক্ষ্মীলাভ হয়? হে তপোধন।

সূত উবাচ।
যদি পুণ্যমিদং বিপ্র বৃত্তং পরমদুর্লভম্।
শৃণুষ ভোঃ সমাসেন কথয়ামি বিধানতঃ॥ ৪
আসীদ্ভদ্রশ্রবা রাজা যুগে দ্বাপরসংজ্ঞকে।
সৌরাষ্ট্রদেশবাসী চ বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥ ৫
ভার্য্যা তস্য চ সঞ্জাতা নাম্না সুরতিচন্দ্রিকা।
তস্যাং বভূবুঃ শ্রীবাজঃ সপ্ত পুত্রা মনোরমাঃ॥ ৬
ততোহভিজাতা দুহিতা সুন্দরী সত্যবাদিনী।
শ্যামবালা চ বিপ্রেন্দ্র নাম্না প্রীতিকরী পিতুঃ॥ ৭
অথৈকদা শ্যামবালা সুবর্ণসিকতাসু চ।
গৃহৈর্মনোহরৈ বর্ত্মৈঃ সখীভিঃ ক্রীড়িতুং মুদা।
জগাম নীপবৃক্ষস্য তলং পরমদুর্লভম্॥ ৮
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্র লক্ষ্মীঃ সংসারতারিণী।
লোকানাং নীতিদা সাথ সমাযাতা স্বয়ং পুরঃ॥ ৯
ধৃত্বা চ ব্রাহ্মণীরূপং পলিতাঙ্গী চ ভূসুর॥ ১০
অখিলানাঞ্চ লোকানাং শাস্ত্র রাজ্ঞঃ ক্ষয়ং বিনা
কেষাং ক্ষুদ্রতরাণাং হি গৃহে গচ্ছামি সাম্প্রতম্।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা গত্বা রাজনিকেতনম্।
সুবর্ণভিত্তিভির্যুক্তং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্॥ ১২
সিংহদ্বারমতিক্রম্য প্রাহ দৌবারিকীং ততঃ।
দ্বারং জহিহি ভো দ্বারিনিযুক্তে শুভলক্ষণে।
যামি বেগেন পশ্যামি রাজ্ঞীং সুরতিচন্দ্রিকাম্॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা রত্নদণ্ডকরা চ সা।
কোকিলাবাক্যবন্মুক্তং পরমং হর্ষমাযযৌ॥ ১৪

দ্বারনিযুক্তোবাচ।
কিং নাম বয়সে বৃদ্ধে কঃ পতিস্তাবকঃ পুনঃ।
আগতাসি কথং কিং তে কার্য্যং রাজ্ঞাশ্চ দর্শনে
কস্মাৎ কিং ব্রূহি বিপ্রে ত্বং শ্রোতুং কৌতূহলং হি মে॥১৫

বৃদ্ধোবাচ।
শৃণু পোষ্যে মহারাজপত্ন্যা দণ্ডকরে যদা।
শ্রোতুং কৌতূহলং তেঽস্তি মদাগমনকারণম্॥

তাহা আমার নিকট বলুন। সূত কহিলেন,—হে বিপ্র! এই বৃত্তান্ত যদিও পুণ্য ও পরম দুর্লভ, তথাপি আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। দ্বাপরযুগে ভদ্রশ্রবা নামে এক বেদবেদাঙ্গপারগ রাজা ছিলেন। তিনি সৌরাষ্ট্রদেশে বাস করিতেন। তাঁহার ভার্য্যার নাম ছিল সুরতিচন্দ্রিকা। সেই ভার্য্যার গর্ভে রাজার সাতটী মনোহর পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার একটী কন্যা সন্তান উৎপন্ন হয়, কন্যাটী সুন্দরী ও সত্যবাদিনী ছিল। তাই পিতার একান্তই প্রীতিকরী হইয়াছিল। কন্যার নাম ছিল শ্যামবালা। একদা শ্যামবালা সখীগণ সহ সুবর্ণসিকতাসমূহে মনোহর গৃহরাজি দ্বারা খেলা করিতেছিল। খেলা করিতে করিতে শ্যামবালা এক সুদুর্লভ নীপতরুতলে গমন করিল। হে বিপ্র! এই সময় লোকসমূহের নীতিদ য়িনী সংসারতারিণী লক্ষ্মী পলিতাঙ্গী ব্রাহ্মণীরূপ ধারণ করিয়া তাহাদের পুরোভাগে আগমন করিলেন। লক্ষ্মী মনে করিলেন, অখিল লোকের শাসনকর্ত্তা রাজার গৃহ ব্যতীত কোন ক্ষুদ্রতর লোকের গৃহে সম্প্রতি আমি গমন করিব? এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি রাজগৃহাভিমুখেই গমন করিলেন। লক্ষ্মী দেবী সুবর্ণভিত্তিযুক্ত পতাকালঙ্কৃত সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া দ্বাররক্ষিকাকে কহিলেন,—অয়ি সুন্দরি, দ্বাররক্ষিকে! দ্বার পরিত্যাগ কর। আমি পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজ্ঞী সুরতিচন্দ্রিকার সহিত সাক্ষাৎ করিব।১—১৩। রত্নদণ্ডধারিণী দ্বাররক্ষিকা তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া পরম-হৃষ্ট হইল এবং কোকিলা-লাপের ন্যায় বাক্যোচ্চারণ করিয়া কহিল,—অয়ি বৃদ্ধে! তোমার নাম কি? কে তোমার পতি? তুমি কি জন্য আসিয়াছ? রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎকারের তোমার প্রয়োজন কি? ইহা শুনিবার আমার কৌতূহল হইয়াছে, হে বিপ্রে! আমার নিকট সকল কথা বল। বৃদ্ধা কহিলেন,—অয়ি দণ্ডধারিণি! মহারাজপত্নীর প্রতিপাল্যে! তোমার যদি আমার আগমনকারণ শুনিবার কৌতূহল হইয়া

প্রসিদ্ধা কমলা নাম্না চাহং প্রাণেশ্বরো[illegible]।
ভুবনেশ ইতি খ্যাতো নাম্না দ্বারবতী পুরী ॥ ১৭
তস্যাং বৈ বর্ত্ততে পোষ্যে মম প্রাণেশ্বরস্ততঃ।
আগতাহং রত্নবেত্রকরে শৃণু সকৌতুকম্ ॥ ১৮
মমাগমনকার্য্যং হি বচ্মীদানীং তবাগ্রতঃ।
পুরাসীদ্বৈশ্যকুলজা রাজ্ঞী তব চ দুঃখিনী ॥ ১৯
একস্মিন্ দিবসে পোষ্যে পতিনা কলহঃ কৃতঃ।
তস্যা নার্য্যা চ দুঃখিন্যা ততো বৈ ভর্ত্তৃপীড়িতা ॥
বহির্ভূয় ক্রুতং গেহাৎক্রন্দন্তী চ পুনঃপুনঃ।
তস্যাশ্চ রোদনং শ্রুত্বা চাগতাহং সমীপতঃ ॥ ২১
অপৃচ্ছং সর্ব্ববৃত্তান্তং কথিতো বৈ যথার্থতঃ।
তস্যা ততো ব্রতবরমুপদেশং দদাম্যহম্ ॥ ২২
মমোপদেশতঃ সা বৈ চক্রে ব্রতবরং মুদা।
তস্য প্রসাদাত্তো দ্বাঃস্থে সঞ্জাতা সুখিতা চ সা
কদাচিদ্বৈশ্যকুলজা পত্যা মৃত্যোর্বশং গতা।
সমানেতুং[illegible]তৌ তু বিহিতাখিলপাতকৌ ॥২৪
কিঙ্করান্ প্রেষয়ামাস চণ্ডাদ্যান্ ধর্ম্মরাট্ প্রভুঃ
যমাজ্ঞয়া সমায়াতা যমদূতা ভয়ঙ্করাঃ ॥ ২৫
বদ্ধা তৌ চর্ম্মপাশেন লৌহমুদ্গরপাণয়ঃ।
উদ্যমং চক্রিরে গন্তুং যমস্য শরণং প্রতি ॥২৬
অত্রান্তরে চ লক্ষ্ম্যাস্তে দূতা বিষ্ণুপরায়ণাঃ।
সমানেতুং সমায়াতাঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ ॥ ২৭
দৃষ্ট্বা তথাবিধাংস্তাংশ্চ যমদূতাঃ পলায়িতাঃ।
লক্ষ্মীদূতা মহাত্মানঃ স্বপ্রকাশাদয়স্তথা ॥ ২৮
পাশং ছিত্বা সমারোপ্য রাজহংসযুতে রথে।
জগ্মুর্লক্ষ্মীপুরং সর্ব্বে সহসাকাশবর্ত্মনা ॥ ২৯
যাবদ্বারং ব্রতবরং কৃত্বা বৈশ্যা চ সা তদা।
তাবৎ কল্পসহস্রাণি তস্থতুঃ কমলাপুরে ॥ ৩০
পুণ্যশেষস্য ভোগার্থং জাতৌ রাজান্বয়েঽধুনা।
ব্রতঞ্চ বিস্মৃতৌ দ্বাঃস্থে রাজসম্পত্তিগর্ব্বিতৌ।
তস্মাচ্চ তব তস্যাপি চোপদেশার্থমাগতা ॥ ৩১

দ্বাঃস্থোবাচ।

কেনৈব তু বিধানেন বৃদ্ধে ব্রতবরং কৃতম্।

থাকে, তবে শ্রবণ কর। আমি কমলা নামে প্রসিদ্ধা। আমার প্রাণেশ্বর ভুবনেশ্বর নামে বিখ্যাত। দ্বারবতীনাম্নী পুরী আমার বাসস্থান। অয়ি পোষ্যে! আমার প্রাণেশ্বর সেই পুরীতে অবস্থান করিতেছেন। অয়ি রত্নবেত্রকরে! আমি কৌতুকবশতঃ সেই স্থান হইতেই আসিতেছি। এক্ষণে তোমার নিকট আমার আগমনকারণ বলি। তোমাদের রাজ্ঞী পুরাকালে এক দুঃখিনী বৈশ্যললনা ছিলেন। একদিন পতির সহিত তাঁহার কলহ হয়। একেই তিনি দুঃখিনী ছিলেন, তাহাতে আবার ভর্ত্তা কর্ত্তৃক পীড়িতা হন। সুতরাং তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে সত্বর গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার ক্রন্দন শুনিয়া আমি তাঁহার নিকটে আসিলাম এবং সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমার নিকট যথাবৎ বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন তাঁহাকে আমি এক উত্তম ব্রতানুষ্ঠানের উপদেশ দিলাম। আমার উপদেশে তিনি সেই ব্রতশ্রেষ্ঠ সম্পাদন করিলেন। তাহার প্রসাদে বৈশ্যপত্নী সুখিনী হইলেন। কালক্রমে বৈশ্য এবং বৈশ্যপত্নী উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, ধর্ম্মরাজ তাহাদিগকে লইবার জন্য চণ্ড প্রভৃতি স্বীয় দূতগণকে প্রেরণ করিলেন। যমের আজ্ঞায় ভয়ঙ্কর পাশমুদ্গরধর যমকিঙ্করগণ আগমন করিল এবং চর্ম্মপাশ দ্বারা তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া যমপুরে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। ইত্যবসরে শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণুপরায়ণ লক্ষ্মীদূতগণ তাহাদিগকে লইবার জন্য আগমন করিল। যমদূতগণ তাহাদিগকে দেখিয়াই পলাইয়া গেল। তখন স্বপ্রকাশ-প্রভৃতি মহাত্মা লক্ষ্মীদূতগণ পাশ ছেদন করিয়া বৈশ্যদম্পতিকে রাজহংসযুক্ত রথে আরোপণপূর্ব্বক সহসা আকাশপথে লক্ষ্মীপুরে লইয়া গেল। ১৪—২৯। বৈশ্যপত্নী যতবার সেই উত্তম ব্রত করিয়াছিলেন, তাবৎ সহস্র কল্প কাল পর্য্যন্ত পতিসহ তিনি কমলাপুরে অবস্থান করিলেন। এক্ষণে পুণ্যশেষ ভোগ করিবার জন্য তিনি রাজবংশে জন্মিয়াছেন। কিন্তু রাজভোগে গর্ব্বিত হইয়া সেই ব্রত ভুলিয়া গিয়াছেন।

কস্মিন্ মাসে ব্রতং শ্রেষ্ঠং দেবতা কাচ পূজ্যতে।
এতন্মে পৃচ্ছতো মাতর্যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥৩২
কমলোবাচ।
কার্ত্তিকে চ ব্যতিক্রান্তে মার্গশীর্ষে সমাগতে।
তস্মিন্ মাসে চ ভো পৌষ্যে বাসরে
গুরুসংজ্ঞকে ॥ ৩৩
ততঃ পূর্ব্বাহ্নসময়ে সকলৈর্ব্রতিভির্বৃতা।
নারায়ণেন সহিতাং লক্ষ্মীং সম্পূজয়েত্ততঃ ॥৩৪
মিষ্টৈঃ পায়সযুক্তৈশ্চ ভুক্তৈশ্চ খণ্ডমিশ্রিতৈঃ।
লক্ষ্মীং সন্তোষয়েৎ প্রেষ্যে ততঃ
সম্প্রার্থয়েদিদম্ ॥ ৩৫
ত্রৈলোক্যপূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে।
যথা ত্বমচলা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা ॥ ৩৬
ঈশ্বরী কমলে দেবি শরণং চ ভবানঘে ॥ ৩৭
নানোপহারদ্রব্যৈশ্চ লক্ষ্মীমাজ্ঞাপ্য তোষয়েৎ।
শাস্ত্রৈশ্চ পূজয়েদ্দেবীং মহোৎসবসমন্বিতাম্ ॥ ৩৮
ততো নৈবেদ্যশেষাংশ্চ দত্ত্বা ব্রাহ্মণসত্তমম্।
আত্মানং পতিং পুত্রান্ পোষ্যোহন্যানপি
সেবকান্।
দ্বিতীয়ে তু গুরোর্বারে বিশেষং শৃণু সুন্দরি ॥৩৯
চিত্রধূলীপ্রশস্তৈশ্চ ভ্রাষ্ট্রৈর্গোধূমনির্ম্মিতৈঃ।
তোষয়েৎ কমলাদেব্যাঃ সুর্য্যাদ্বৈ ভক্তিভাবতঃ
তৃতীয়ে খণ্ডসংযুক্তং দধ্যোদননিবেদনম্।
শ্যামাকশালিকাসারৈশ্চতুর্থে পূজয়েন্মুদা।
লক্ষ্মীদেবীং প্রযত্নেন রত্নদগুরুরে ততঃ ॥ ৪১
লক্ষ্মীদেবীপ্রীতয়ে তু ব্রাহ্মণান পূজয়েদ্ধনৈঃ।
বস্ত্রালঙ্কারভোজ্যৈশ্চ ফলৈর্নানাবিধৈস্তথা ॥ ৪২
পোষ্যোবাচ।
অত্রৈব তিষ্ঠ ভো বৃদ্ধে রাজ্ঞীং সুরতিচন্দ্রিকাম্
বিজ্ঞাপ্য ত্বাং নয়িষ্যামি মা ক্রোধং কুরু সত্তমে ॥
ইত্যুক্ত্বা সা তু চার্ব্বঙ্গী গতা রাজ্ঞীসমীপতঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় পোষ্যা ব্রহ্মন্ সমুন্নতঃ ॥ ৪৪
আরভ্য সাঙ্গপর্য্যন্তং যদূচে কমলালয়া।
তৎসর্ব্বং কথয়ামাস রাজ্ঞীং সুরতিচন্দ্রিকাম্ ॥৪৫

তাই তাঁহার উপদেশের জন্য আমি আসিয়াছি। দ্বাররক্ষিকা কহিল,—বৃদ্ধে! কোন বিধানে কোন মাসে এই ব্রত করিতে হয় এবং এই ব্রতে কোন্ দেবতারই বা পূজা করিতে হয়? হে মাতঃ! আমার এই প্রশ্নের আপনি যথাযথ উত্তর প্রদান করুন। কমলা কহিলেন,—কার্ত্তিক মাসের অবসানে মার্গশীর্ষ মাস উপস্থিত হইলে বৃহস্পতিবারে এই ব্রত করিতে হয়। ঐদিন পূর্ব্বাহ্নে অন্যান্য ব্রতিগণে পরিবৃত হইয়া নারায়ণসহ লক্ষ্মীকে পূজা করিবে। পায়সযুক্ত মিষ্ট দ্রব্য ও খণ্ডমিশ্রিত ভক্ষ্য দ্বারা লক্ষ্মীকে সন্তোষিত করিয়া পরে এইরূপ প্রার্থনা করিবে;—হে দেবি, ত্রৈলোক্য-পূজিতে বিষ্ণুবল্লভে, কমলে! তুমি কৃষ্ণে যেরূপ অচলা হইয়া আছ, আমাতেও সেইরূপ অবস্থান কর। হে দেবি, কমলে! তুমি আমার আশ্রয়দাত্রী হও। এই বলিয়া নানা উপহারদ্রব্য দ্বারা লক্ষ্মী দেবীকে তোষিত করিবে, শাস্ত্রানুসারে মহোৎসবের সহিত দেবীর পূজা করিবে এবং পূজান্তে উত্তম ব্রাহ্মণকে নিজেকে এবং নিজের পতি পুত্র ও সেবকদিগকে নৈবেদ্যশেষ প্রদান করিবে। প্রথম বৃহস্পতিবারে এইরূপ করিয়া দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে যে বিশেষ বার্য্য করিতে হইবে, হে সুন্দরি! তাহা এক্ষণে শ্রবণ কর। হে সুন্দরি! এই দিন ভক্তিভাবে গোধূমনির্ম্মিত ভর্জ্জিত দ্রব্য নিবেদন করিয়া কমলাদেবীর পরিতোষ জন্মাইবে। তৃতীয় বৃহস্পতিবারে খণ্ডযুক্ত দধ্যোদন নিবেদন করিয়া দিবে। চতুর্থ গুরুবারে শ্যামাক ও শালিকাসার দ্বারা সহর্ষে লক্ষ্মীদেবীকে পূজা করিবে। অনন্তর লক্ষ্মীদেবীর প্রীতির জন্য ধন, বস্ত্র, অলঙ্কার বিবিধ ভোজ্য ও নানাবিধ ফল দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিবে। ৩০-৪২। দ্বাররক্ষিকা কহিল,—বৃদ্ধে! তুমি এই স্থানেই থাক, আমি রাজ্ঞী সুরতিচন্দ্রিকাকে নিবেদন করিয়া আসিয়া পরে তোমাকে সেইখানে লইয়া যাইব। হে সত্তমে! তুমি ক্রোধ করিও না। সুন্দরী দ্বাররক্ষিকা এই কথা কহিয়া রাজ্ঞীর নিকট

দ্বারপালীবচঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞী সুরতিচন্দ্রিকা।
জগাম ব্রাহ্মণীপার্শ্বং সগর্ব্বা প্রাহ সুন্দরী ॥ ৪৬
রাজ্ঞ্যুবাচ।
বৃদ্ধে ব্রাহ্মণি কিং বৃত্তং চোপদেশার্থমাগতা।
কথয়স্ব চিরং মহ্যং ভয়ং ত্যক্ত্বা যথাসুখম্ ॥ ৪৭
ব্রাহ্মণ্যুবাচ।
ভবানীতিমহং দৃষ্ট্বা গন্তুমিচ্ছামি চঞ্চলা।
কথয়িষ্যামি কিং দুষ্টে ব্রতং পরমদুর্লভম্ ॥ ৪৮
ইন্দিরাবাসরে চাদ্য চাণ্ডালে ন করোষি যৎ।
তদ্দৃষ্টং ময়ি কা দুষ্টে ত্বদ্গেহে গর্ব্বিতেঽধুনা ॥৪৯
তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণীবাক্যং ক্রোধসংরক্তলোচনা।
জরতীং ব্রাহ্মণীঞ্চৈব প্রহারঞ্চ চকার সা ॥ ৫০
ততঃ সা কমলা বৃদ্ধা ক্রন্দমানা পলায়িতা ॥ ৫১
ক্রীড়মানা ততঃ শ্যামা ব্রাহ্মণীক্রন্দনধ্বনিম্।
আগতাস্যাঃ সমীপন্তু শ্রুত্বা বালা তপোধনা ॥৫২
শ্যামবালোবাচ।
বৃদ্ধে ব্যথেদৃশী কেন দত্তা তুভ্যং বদস্ব মে ॥ ৫৩
তস্যা বচস্তদাকর্ণ্য শোকগদ্গদয়া গিরা।
কমলাকথিতং সর্ব্বং বৃত্তান্তং দ্বিজসত্তম ॥ ৫৪
শ্যামবালা ততঃ শ্রুত্বা ব্রতং পরমদুর্লভম্।
শাস্ত্রোক্তবিধিনা চক্রে সশ্রদ্ধং সভক্তিতঃ ॥ ৫৫
ত্রিবারে পরিপূর্ণে তু তুর্য্যবারে সমাগতে।
বিবাহকর্ম্ম সংসিদ্ধং দ্বিজ লক্ষ্মীপ্রসাদতঃ ॥ ৫৬
শ্রীসিদ্ধেশ্বরদেবস্য নৃপতের্ভূপতেজসঃ।
মালাধরো নাম সুতো গৃহীত্বা তাং গৃহং গতঃ
অথ তস্যাং গতায়ান্তু ব্রহ্মন্ শৃণুষ কৌতুকম্।
রাজ্ঞীগৃহে চ সর্ব্বাণি স্থিতানি সুবহূনি চ।
দ্রব্যাণি কেন নীতানি ন জ্ঞাতান্যপি ভূসুর ॥৫৮
নির্ব্বিত্তা বুদ্ধিহীনা সা চান্নবস্ত্রবিবর্জ্জিতা।
উপবিষ্টা চ কেনাপি গন্তুঞ্চ দুহিতুর্গৃহম্।
প্রেষয়ামাস ভর্ত্তারং কিঞ্চিৎ প্রার্থনহেতবে ॥৫৯
তস্য মালাধরস্যাপি গ্রামে চ সরসীতটে।

গমন করিল। রাজ্ঞী সুরতিচন্দ্রিকা দ্বাররক্ষিকার বাক্য শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণীর পার্শ্বে গমন করিলেন এবং গর্ব্বিত ভাবে বৃদ্ধাকে বলিলেন,—হে বৃদ্ধে, ব্রাহ্মণি! বৃত্তান্ত কি? কি উপদেশ দিবার জন্য এখানে আসিয়াছ? তুমি নির্ভয়ে আমার নিকট তাহা বল। ব্রাহ্মণী কহিলেন,—আমি তোমার অনীতি দেখিয়া চঞ্চল হইয়াছি, এখনই আমার যাইবার ইচ্ছা হইতেছে। রে দুষ্টে! তোর কাছে পরম দুর্লভ ব্রতের কথা কি কহিব? রে চাণ্ডালে! আজ লক্ষ্মীবাসর; তুই কিছুই করিতেছিস্ না। রে গর্ব্বিতে! রে দুষ্টে! অদ্য তোর গৃহে কিছুই দেখিতেছি না। ব্রাহ্মণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী ক্রোধরক্তনেত্রে সেই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে প্রহার করিলেন। অনন্তর বৃদ্ধা কমলা ক্রন্দন করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন ক্রীড়ানিরত শ্যামবালা ব্রাহ্মণীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং কহিলেন,—হে বৃদ্ধে! এরূপ ব্যথা তোমাকে কে দিল? তাহা আমার নিকট বল। তাহার বাক্য শুনিয়া কমলা শোকগদ্গদ বাক্যে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। হে দ্বিজসত্তম! অনন্তর শ্যামবালা তাঁহার নিকট পরম দুর্লভ ব্রতবিবরণ শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে শ্রদ্ধাভক্তির সহিত সেই ব্রতের অনুষ্ঠান করিল। ব্রত তিনবার পূর্ণ হইয়া চতুর্থ বারে উপনীত হইলে, লক্ষ্মীর প্রসাদে তাহার বিবাহ কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইল। নরপতি শ্রীসিদ্ধেশ্বর দেবের মালাধর নামক পুত্র, শ্যামবালার পানিগ্রহণ করিয়া গৃহে গমন করিলেন। ৪৩—৫৭। হে ব্রহ্মন্! কন্যা স্বামিগৃহে গমন করিলে যাহা হইয়াছিল, সেই কৌতুকবতী ঘটনা বলিতেছি। হে দ্বিজ! কিয়ৎকাল পরে রাজ্ঞীর গৃহে যে সকল প্রভূত দ্রব্য ছিল, তাহা সহসা কে যে লইয়া গেল, কিছুই বুঝা গেল না। রাজ্ঞী বিত্তহীন, বুদ্ধিহীন ও অন্নবস্ত্রহীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এমন অবস্থা হইল যে, তিনি দুহিতার গৃহে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রার্থনার জন্য স্বামীকে প্রেরণ করিলেন। হে বিপ্র! সুরতিচন্দ্রিকার স্বামী কিয়ৎকাল মধ্যে মালা-

কালেন কিয়তা বিপ্র প্রবিবেশ চ কর্ষ্টতঃ ॥ ৬০
উপাস্তলং সুমানেতুং তস্যা দাস্যঃ সমাগতাঃ ।
তং দৃষ্ট্বা দুঃখিনাং শ্রেষ্ঠং পপ্রচ্ছুঃ সানুকম্পিতাঃ
দাস্য উচুঃ ।
কথং কুতঃ সমায়াতো মাংসরক্তবিবর্জ্জিতঃ ।
রুক্ষাঙ্গো রুক্ষকেশশ্চ তৎসর্বং কথয়স্ব নঃ ॥৬২
দরিদ্র উবাচ ।
শ্যামবালাপিতা চাহং সৌরাষ্ট্রনগরাগতঃ ।
কথয়ধ্বঞ্চ ভো দাস্যঃ শ্যামবালাসমীপতঃ ॥ ৬৩
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কৌতূহলসমন্বিতাঃ ।
পরস্পরমুখাঃ সর্ব্বা জহসুঃ স্বপুরং গতাঃ ॥ ৬৪
শ্যামবালা চ কথিতং সর্ব্বং বৃত্তঞ্চ ভো দ্বিজ ।
শ্রুত্বৈতদ্বচনং তাস্যাং প্রেষয়ামাস সেবকান ॥
পুষ্পতৈলং দিব্যবস্ত্রং চন্দনং পর্ণবীটিকাম্ ।
ঘোটকঞ্চ তথা দত্ত্বা পিতরং প্রতি সুন্দরী ॥৬৫
গত্বাথ সর্ব্বে তে ভৃত্যাঃ কৃত্বা সুবেষমুত্তমম্ ।
শ্যামবালাগৃহং নিন্যুর্দেবরাজগৃহোপমম্ ॥ ৬৭
শ্যামবালা ততশ্চৈব পিতরং দুঃখিনাং বরম্ ।
শাল্যন্নং সঘৃতঞ্চৈব ভোজয়ামাস যত্নতঃ ॥ ৬৮
তুর্য্যেষু সমতীতেষু দিবসেষু তপোধন ।
প্রেষয়ামাস তং দত্ত্বা গুপ্তপাত্রান্বিতং ধনম্ ॥৬৯
ততঃ প্রবিশ্য স্বগৃহে ধনং পাত্রান্তরস্থিতম্ ।
দদর্শাঙ্গারনিচয়ং রুরোদ ভৃশদুঃখিতঃ ॥ ৭০
স্বদুহিতুঃ সদনং যাতুং নিঃসসার গৃহাত্ততঃ ।
তত্রৈব সরসীকূলে প্রবিবেশ চ দুঃখিনী ॥ ৭১
তথৈনাঞ্চ সমানীতাং যথাস্যাঃ প্রাণবল্লভম্ ।
তথৈব পূজয়ামাস মাতৃস্নেহাৎ পতিব্রতা ॥ ৭২
এতস্মিন সময়ে বিপ্র লক্ষ্মীবাসরমুত্তমম্ ।
শ্যামবালা কারয়িতুং মনশ্চক্রে চ মাতরম ॥ ৭৩
তস্যা মাতা দারিদ্র্যাণী ভুক্ত্বা বৈকালিকেঽপি চ
শাবকানাস্তু চোচ্ছিষ্টং লক্ষ্মীকোপসমন্বিতা ॥ ৭৪

ধরের স্বগ্রামস্থ সরোবরতটে অপরাহ্নে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্যামবালার দাসীরা সরোবরে জল আনিতে আসিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে অতিদুঃখিত দেখিয়া সদয়-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—কে তুমি? কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমার দেহে মাংসরক্ত নাই, তুমি রুক্ষাঙ্গ, রুক্ষকেশ তোমার সমস্ত পরিচয় আমাদের নিকট বল। আগন্তুক দরিদ্র কহিল,—আমি শ্যামবালার পিতা, সৌরাষ্ট্র নগর হইতে আসিয়াছি। ওহে দাসীগণ! তোমরা গিয়া শ্যামবালার নিকট আমার বৃত্তান্ত বল। তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণে দাসীরা কৌতুহলান্বিত হইয়া পরস্পর মুখের দিকে তাকাইয়া হাস্য করিল এবং স্বীয় পুরে উপনীত হইল। হে দ্বিজ! দাসীরা গিয়া শ্যামবালার নিকট সকল বৃত্তান্ত বলিল। তাহাদের বাক্য শুনিয়া শ্যামবালা পুষ্পতৈল, দিব্যবস্ত্র, চন্দন, পর্ণবীটিকা ও ঘোটক সহ কতিপয় সেবক জনকে পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ভৃত্যগণ সরোবর-তটে গিয়া শ্যামবালার পিতাকে উত্তম বেশে সুসজ্জিত করিয়া দেবভবনতুল্য শ্যামবালার ভবনে আনয়ন করিল। শ্যামবালা পিতাকে অতিদুঃখিত দেখিয়া পরমযত্নে সঘৃতশাল্যন্ন ভোজন করাইলেন। হে তপোধন! এই ভাবে চারিদিন কাটিয়া গেল, পঞ্চম দিনে গুপ্ত পাত্রমধ্যে ধন দিয়া শ্যামবালা পিতাকে প্রেরণ করিলেন। শ্যামবালার পিতা স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া পাত্রমধ্যস্থ ধন খুলিয়া দেখিলেন, তাহা অঙ্গাররাশি হইয়া আছে। দেখিয়া তিনি অতিদুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন।৫৮—৭০। অতঃপর মাতা কন্যাগৃহে যাইবার জন্য গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং যাইতে যাইতে দুঃখিনীর বেশে সেই সরোবরকূলে প্রবেশ করিলেন। শ্যামবালা পিতাকে যেরূপ সাদরে আনিয়াছিলেন, মাতাকেও সেই ভাবে আনাইলেন এবং মাতৃস্নেহবশে সেইরূপই তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন। হে বিপ্র! এই সময় একদিন উত্তম লক্ষ্মীবাসর উপস্থিত হইল। শ্যামবালা মাতাকে দিয়া লক্ষ্মীব্রত করাইবার মনস্থ করিলেন, কিন্তু শ্যামবালার মাতা দারিদ্র্যনিবন্ধন ক্ষুধাকাতর হইয়া ঐদিন একান্তে বালকদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ

ইন্দিরায়াস্তৃতীয়ানি বাসরাণি গতান্যপি।
চতুর্থবাসরে তাং তৎকারয়ামাস সা দৃঢ়ম্ ॥ ৭৫
আগতা নগরং সা বৈ রাজ্ঞী সুরতিচন্দ্রিকা।
দৃষ্ট্বা গৃহং তথা দিব্যমিন্দিরায়াঃ প্রসাদতঃ ॥৭৬
শ্যামবালা চ বিপ্রেন্দ্র কদাচিৎ সময়ে পুনঃ।
মাতুর্গৃহং গতা চাথ ঐশ্বর্য্যন্তু দিদৃক্ষয়া ॥ ৭৭
শ্যামবালাং ততো দূরাদ্দৃষ্ট্বা সম্ভুপিতা চ সা।
ন পশ্যামি মুখং তস্যা ইত্যুক্তালক্ষিতা স্থিতা ॥
গত্বা গৃহান্তরালঞ্চ গৃহীত্বা সৈন্ধবঞ্চ সা।
আগতা স্বগৃহং কিঞ্চিৎ তুষ্ণীং লক্ষ্মীসমাশ্রিতম্
রাজা স্বামী চ পপ্রচ্ছ তাং সাধ্বীং পতিদেবতাম্
কিমানীতং ত্বয়া কান্তে কথয়স্ব মমাগ্রতঃ ॥ ৮০

কান্তোবাচ।

রাজ্যসারং সমানীতং দর্শয়িষ্যামি ভোজনে।
ইত্যুক্ত্বা সা তদা পাকং কৃত্বা চ লবণং বিনা।
অন্নাদিকং ততো দত্ত্বা মালাধরায় ভুভুজে ॥৮১

ততো মালাধরো রাজা ব্যঞ্জনং লবণবর্জিতম্
ভুক্ত্বা বৈগুণ্যতাং প্রাপ্তো রাজ্যসারং
দদৌ চ সা ॥ ৮২
তদা হৃষ্টমনা রাজা ভোজনং কৃতবান্ দ্বিজ।
প্রশশংস চ তাং নারী ধন্যা ধন্যা ইতি ব্রুবন্ ॥
এতদ্ব্রতঞ্চ যা নারী ন করোতি মহাদরাৎ।
জন্মজন্মনি সা নারী দরিদ্রা দুর্ভগা ভবেৎ ॥ ৮৪
ইদং যা শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা পঠেদ্ যো বা সমাহিতঃ।
সর্ব্বপাপৈর্বিনির্মুক্তো লক্ষ্মীলোকং লভেচ্চ সঃ ॥
ইমাং ব্রতকথাং যা তু ন শ্রুত্বা কুরুতে ব্রতম্।
তস্যা ব্রতফলঞ্চৈব নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৮৬

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে লক্ষ্মী-
ব্রতবিবরণং নামৈকাদশো-
হধ্যায়ঃ ॥১১॥

করিলেন। ইহাতে লক্ষ্মী দেবী আরও কুপিত হইলেন। ক্রমে লক্ষ্মীর তৃতীয় বাসর হইল। চতুর্থ লক্ষ্মীবাসরে শ্যামবালা মাতাকে দিয়া যথাযথরূপে লক্ষ্মীব্রত করাইলেন। পরে শ্যামবালার মাতা রাজ্ঞী সুরতিচন্দ্রিকা যথাকালে গৃহে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন,—লক্ষ্মীর প্রসাদে পূর্ব্ববৎ তাঁহার দিব্য গৃহ হইয়াছে। হে বিপ্রেন্দ্র! একদা শ্যামবালা ঐশ্বর্য্যদর্শনার্থ মাতার গৃহে আসিলেন। মাতা শ্যামবালাকে দূর হইতে দেখিয়া কুপিত হইলেন। ভাবিলেন,—আমি শ্যামবালার মুখদর্শন করিব না। এই ভাবিয়া অলক্ষ্যে অবস্থান করিলেন। শ্যামবালা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সৈন্ধব গ্রহণপূর্ব্বক নীরবে স্বীয় লক্ষ্মীযুক্ত আলয়ে আগমন করিলেন। শ্যামবালার স্বামী রাজা মালাধর পতিদেবতা সাধ্বী শ্যামবালাকে জিজ্ঞাসিলেন,—অয়ি কান্তে! পিতৃগৃহ হইতে কি লইয়া আসিয়াছ? তাহা আমার নিকট বল। কান্তা কহিলেন,—রাজ্যের যাহা সার তাহাই আমি আনিয়াছি, ভোজনকালে দেখাইব। এই বলিয়া তিনি লবণ বিনা অন্নাদি পাক করিয়া ভূপতি মালাধরকে অর্পণ করিলেন। অনন্তর রাজা মালাধর লবণবর্জ্জিত ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া যখন বিকৃত রস প্রাপ্ত হইলেন, তখন কান্তা শ্যামবালা তাঁহাকে রাজ্যসার—লবণ প্রদান করিলেন। হে দ্বিজ! তখন রাজা হৃষ্টমনে ভোজন করিলেন এবং তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যে নারী পরম আদর সহকারে এই ব্রতের অনুষ্ঠান না করে, প্রতিজন্ম তাহাকে দরিদ্রা ও দুর্ভগা হইতে হয়। যে জন সমাহিত হইয়া ভক্তির সহিত ইহা পাঠ বা শ্রবণ করে,—সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া লক্ষ্মীলোক লাভ করিয়া থাকে। এই ব্রতকথা শ্রবণ না করিয়া যে নারী ব্রতাচরণ করে, নিশ্চয়ই তাহার ব্রতফল নষ্ট হইয়া যায়। ৭১—৮৬।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

কেন পুণ্যেন ভো সূত চাণ্ডেন গতপাতকঃ।
নরো যাতি হরেঃ স্থানং তন্মমাখ্যাহ্যনুকম্পয়া॥ ১

সূত উবাচ।

ব্রাহ্মণস্য ধনৈঃ প্রাণান্ প্রাণৈর্বাপি দ্বিজোত্তম।
রক্ষাং করোতি যো মর্ত্ত্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ২
পুরা রাজা দীননাথো দ্বাপরে সংস্থিতে যুগে।
আসীদপুত্রো বলবান বৈষ্ণবঃ স তু যাজকঃ॥
একদা গালবং রাজা পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ।
কেন পুণ্যেন জায়েত পুত্রো বৈ করুণার্ণব॥ ৪
বদস্ব মুনিশার্দ্দুল করিষ্যামি তবাজ্ঞয়া।
যেষাং নৃণাং নাস্তি সুতো জীবনং হি নিবর্থকম্

গালব উবাচ।

রাজন্ শৃণুষ্বাবহিতো যৎপৃষ্টোঽস্মি তবাগ্রতঃ
কথয়ামি সমাসেন পুত্রস্তোত্তবকারণম্॥ ৬
ক্রতুং কুরু নরমেধাখ্যং ক্রতুং রাজসত্তম।
তস্মাত্তে সন্ততিঃ স্যাৎ সর্বলক্ষণসংযুতা॥ ৭

রাজোবাচ।

নরমেধং মহাযজ্ঞং যজ্ঞানাং প্রবরং দ্বিজ।
কীদৃশং নরমানীয় করিষ্যামি গুরো বদ॥ ৮

গালব উবাচ।

সুন্দরাঙ্গঃ সুবদনঃ সমস্তশাস্ত্রবিত্তবেৎ।
সৎকুলে যদি জাতঃ স তদা যজ্ঞায় কল্পতে।
অঙ্গহীনঃ কৃষ্ণবর্ণো মূর্খো যোগ্যো ভবেন্নহি॥ ৯
ইত্যুক্তে গালবে বিপ্র স রাজা মনুজেশ্বরঃ।
প্রেষয়ামাস দূতাংশ্চ কথয়িত্বা মুনের্বচঃ॥ ১০
দ্রবিণং বহু দত্ত্বা চ গালবপ্রমুখান্ দ্বিজান্।
যজ্ঞার্থে বরয়ামাস সমস্তশাস্ত্রপারগান্॥ ১১
ততো রাজাজ্ঞয়া দূতা দেশং দেশং মুদা গতাঃ
গ্রামে গ্রামে দ্বিজশ্রেষ্ঠ পত্তনেঽপি সমাহিতাঃ॥
কুত্রাপি ন প্রাপ্তবন্তো গতা জনপদং ততঃ।
নাম্না দশপুরং বিপ্র প্রকীর্ণং গুণিভির্দ্বিজৈঃ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে সূত! অন্ত কোন্ পুণ্যফলে নর বিগতপাপ হইয়া হরিস্থানে প্রয়াণ করে, তাহা দয়া করিয়া আমার নিকট বল। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! যে ব্যক্তি ধন বা প্রাণ দ্বারা ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করে, তাহার বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে দ্বাপর যুগে দীননাথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না; তিনি বৈষ্ণব ও যাজক ছিলেন। একদা রাজা বিনীতভাবে দ্বিজবর গালবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে করুণার্ণব! কিরূপ পুণ্য করিলে পুত্র উৎপন্ন হয়? হে মুনিবর! তাহা আমায় বলুন। আমি আপনার আজ্ঞায় তাহারই অনুষ্ঠান করিব। যে সকল লোকের পুত্র নাই, তাহাদের জীবন নিরর্থক। গালব কহিলেন,—রাজন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাসিলেন, সেই পুত্রোৎপত্তিকারণ আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাজসত্তম! আপনি নরমেধাখ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। তাহা হইলেই আপনার সর্ব্ব সুলক্ষণান্বিত পুত্রসন্তান হইবে। রাজা কহিলেন,—হে দ্বিজ! নরমেধ এক প্রধান যজ্ঞ। কিরূপ নর আনিয়া উক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব?—হে গুরো! তাহা আমায় বলুন। গালব কহিলেন,—ঐ নর সুন্দরাঙ্গ, সুবদন ও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইবে। ইহা ভিন্ন যদি সে সৎকুলজাত হয়, তাহা হইলেই সে যজ্ঞের উপযুক্ত হইবে। যে নর মূর্খ কৃষ্ণবর্ণ বা অঙ্গহীন তাদৃশ নর যজ্ঞের যোগ্য নয়। হে বিপ্র! গালব এই কথা কহিলে, রাজা দূতগণকে মুনির বাক্য বলিয়া নরান্বেষণার্থ প্রেরণ করিলেন। অনন্তর গালব প্রমুখ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজগণকে বহু অর্থ দান করিয়া যজ্ঞার্থ বরণ করিলেন। ১—১১। রাজাজ্ঞায় দূতগণ সমাহিত হইয়া নানা দেশে নানা পত্তনে নানা গ্রামে গমন করিল; কিন্তু কুত্রাপি যজ্ঞযোগ্য নর প্রাপ্ত হইল না। অনন্তর তাহারা বহু গুণিগণাকীর্ণ দ্বিজবহুল দশপুর নামক জনপদে

যত্র নারী: সুকেশীশ্চ মৃগশাবকচক্ষুষঃ ।
দৃষ্ট্বা মুহ্যন্তি পুরুষাশ্চন্দ্রমুখ্যশ্চ তা যতঃ ॥১৪
তস্মিন্ পুরে মনোরম্যে কৃষ্ণদেব ইতি দ্বিজঃ ।
আসীৎ পুত্রৈস্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং ভার্য্যয়া চ সুশীলয়া
বৈষ্ণবঃ প্রিয়বাদী চ বিষ্ণুপূজারতঃ সদা ।
সাগ্নিকঃ পিতৃভক্তশ্চ বৈষ্ণবানাং প্রিয়ঙ্করঃ ॥ ১৬
প্রার্থনাং চক্রুরথ তে রাজ্ঞো দূতা দ্বিজোত্তমম্ ।
পুত্রং দেহীতি দেহীতি বদ ব্রাহ্মণসত্তম ॥ ১৭
নাস্তি রাজ্ঞো দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুত্রঃ সন্তাপনাশনঃ ;
তদর্থং নরমেধাখ্যে যজ্ঞেঽভবৎ স দীক্ষিতঃ ॥১৮
নেষ্যামস্তব পুত্রং বৈ বলিং দাতুং মহাক্রতৌ ।
সুবর্ণানাং চতুর্লক্ষং ব্রহ্মন্নয় সমাহিতঃ ॥ ১৯
সুখেন যদি দাতব্যো নো পুত্রঃ পুত্রলালসাৎ ।
তদা বলেন নেষ্যামো রাজাজ্ঞাকারিণো বয়ম্ ॥
দূতানাং বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণৌ শোকবিহ্বলৌ
অভূতাং বিগতপ্রাণাবিব সংশয়মানসৌ ॥ ২১
কিং ধনেন সুবর্ণেন জীবনেনাপি সম্প্রতি ।
প্রোবাচেদং বচঃ সোঽপি ব্রাহ্মণো রাজপুরুষান্

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

যদি দূতাঃ সমানেতুং পুত্রং শোকতমোপহম্ ।
আগতা নিশ্চিতং যূয়ং শৃণুধ্বং বচনং মম ॥ ২৩.
স্থিত্বা পৃথিব্যাং কো ভ্রষ্টাং রাজাজ্ঞাং
কর্ত্তুমিচ্ছতি ।
পুত্রং হিত্বা কিন্তু যূয়ং বৃদ্ধং মাং নয়ত দ্বিজম্ ॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দূতাঃ ক্রোধসমন্বিতাঃ ।
বলাৎকারেণ তদ্গেহে সুবর্ণানি চ তত্যজুঃ ॥
যদা নেতুং মনশ্চক্রুস্তৎপুত্রং কিল তে ক্রুধা ।
বদ্ধাঞ্জলিপুটো ভূত্বা রুদন্ প্রোবাচ স দ্বিজঃ ॥২৫
পুত্রাণাং জ্যেষ্ঠপুত্রং মে হিত্বান্যং পুত্রমুত্তমম্ ।
নয়তেতি বচো বক্তুং বক্ত্রে ন্যায়াতি হে জনাঃ
দ্বিজস্য বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণীং রুদতীং সতীম্ ।
প্রোচুর্দূতাঃ কনীয়াংসং পুত্রং দেহীতি সত্তম ॥

উপনীত হইল। এই জনপদের নারীগণ সুকেশশালিনী এবং ইহাদের নেত্র মৃগ-শাবকের ন্যায় মনোহর। সেই চন্দ্রাননা নারীগণকে দেখিয়াই পুরুষগণ মুগ্ধ হইয়া থাকে। এহেন মনোরম পুরে কৃষ্ণদেব নামে এক দ্বিজ ছিলেন। কৃষ্ণদেবের তিন পুত্র। তাঁহার ভার্য্যা সুশীলা। কৃষ্ণদেব প্রিয়বাদী, সর্ব্বদা বিষ্ণুপূজারত সাগ্নিক পিতৃভক্ত, এবং বৈষ্ণবগণের প্রিয়ঙ্কর। রাজার দূতগণ তাঁহার নিকট গিয়া প্রার্থনা করিল,—হে দ্বিজবর! আপনার একটী পুত্র প্রদান করুন; আমাদের রাজার সন্তাপহর পুত্র সন্তান নাই; সেইজন্য তিনি নরমেধাখ্য যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন। আমার সেই যজ্ঞে আপনার পুত্রটীকে বলি দিবার জন্য লইয়া যাইব। হে ব্রহ্মন্! আপনি এই পুত্রের বিনিময়ে চতুর্লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা গ্রহণ করুন। যদি পুত্রস্নেহবশতঃ সহজে আপনি পুত্র প্রদান না করেন, তবে রাজাজ্ঞাকারী আমরা বলপূর্ব্বকই আপনার পুত্রটীকে লইয়া যাইব। দূতগণের বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণদম্পতি শোকবিহ্বল হইলেন। তাঁহাদের প্রাণ যেন বহির্গত হইয়া গেল। তাঁহারা ভাবিলেন,—ধন, সুবর্ণ গৃহ বা জীবন দিয়াই বা কি হইবে? ব্রাহ্মণ রাজপুরুষদিগকে বলিলেন,—দূতগণ। যদি নিশ্চয়ই তোমরা আমার শোকতঃখহর পুত্রটীকে লইতে আসিয়া থাকে, তবে আমার বাক্য শ্রবণ কর। দেখ, এই পৃথিবীতে থাকিয়া কে রাজাজ্ঞা বিফল করিতে ইচ্ছা করে? তাই বলি, তোমরা পুত্রটীকে পরিত্যাগ করিয়া, আমি বৃদ্ধ—আমাকেই লইয়া চল। ১২—২৪। ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া দূতগণ ক্রোধান্বিত হইল এবং সবলে তাঁহার গৃহে স্বর্ণরাশি নিক্ষেপ করিয়া যৎকালে ব্রাহ্মণের পুত্রটী লইতে উদ্যত হইল, তখন ব্রাহ্মণ রোদন করিতে করিতে বদ্ধাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে রাজপুরুষগণ! এ কথা আমার মুখে আইসে না যে, তোমরা আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে রাখিয়া অন্য এক উত্তম পুত্র লইয়া যাও। ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া রুদতী সতী ব্রাহ্মণপত্নীকে রাজদূতেরা কহিল,—তোমাদের কনিষ্ঠ পুত্র প্রদান কর। এই কথা

তেষামিতি বচঃ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণী ভূমিকন্দলা।
পপাত বাত্যয়া সার্দ্ধং রম্ভেব ভূশদুঃখিনী॥ ২৯
মুদ্গরং সা সমাদায় মৌলৌ চাতাড়য়দ্বলাৎ।
কনিষ্ঠং মৎসুতং দূতা নাপি দাস্যামি সর্ব্বথা॥
এতস্মিন্ সময়ে ক্ষিপ্র বিপ্রস্য মধ্যমঃ সুতঃ।
প্রোবাচ বিনয়াবিষ্টঃ প্রণম্য পিতরৌ রুদন্॥৩১
মাতা যদি বিষং দদ্যাৎ পিত্রা বিক্রীয়তে সুতঃ
রাজা হরতি সর্ব্বস্বং কস্তত্র পালকো ভবেৎ॥
ইত্যুক্ত্বা তৎসুতো মূর্দ্ধ্না প্রণম্য পিতরৌ সহ।
দূতৈর্জগাম ত্বরিতৈ রাজ্ঞোঽস্য দীক্ষিতস্য চ॥
অথ তৌ ব্রাহ্মণৌ পুত্রবিচ্ছেদক্লিষ্টমানসৌ।
রুদিত্বা চ রুদিত্বা চ অন্ধভাবং প্রজগ্মতুঃ॥ ৩৪
অথ তে পথ্যগচ্ছন্ত বিশ্বামিত্রমুনেঃ কিল।
আশ্রমং শিষ্যযুক্তঞ্চ সেবিতং মৃগশাবকৈঃ॥৩৫
স মুনী রাজপুরুষান্ দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ সাদরম্।
কে যূয়ং ভো কুত্র গতা যথা কা বৃত্তিরুচ্যতাম্
রাজদূতা উচুঃ।
শৃণুষ্বাবহিতো বিপ্র রাজ্ঞঃ পুত্রো ন জায়তে।
তদর্থং নরমেধাখ্যে যজ্ঞে রাজা সুদীক্ষিতঃ।
নয়ামস্তত্র বল্যর্থমিমং ব্রাহ্মণপুত্রকম্॥৩৭
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা সবিপ্রঃ সদয়োঽভবৎ
প্রাণা মমাপি গচ্ছন্তু সুখী ভবতু বালকঃ॥৩৮
বালকার্থে দ্বিজার্থে চ স্বাম্যর্থে যে জনা ইহ।
ত্যজন্তি তৃণবৎ প্রাণাংস্তেষাং লোকাঃ
সনাতনাঃ॥৩৯
বিমৃশ্যেতি মুনিঃ স্বান্তে স প্রোবাচ দ্বিজর্ষভঃ॥
যজ্ঞে বলিং সমাদাতুমিমং ব্রাহ্মণবালকম্।
হিত্বা মাং নয়থাশু হ্যয়ং বালক উত্তমঃ॥ ৪১
সংসারে জন্ম সম্প্রাপ্য ন লব্ধং সুখমত্র চ।
অনেন বালকেনাপি মরিষ্যতি কথং স্বয়ম্॥ ৪২
আগতেঽস্মিন্ গৃহাদ্দূতাঃ পিতরাবস্য দুঃখিতৌ

শুনিয়া অতি দুঃখিনী ব্রাহ্মণী বাত্যাহতা কদলীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেলেন এবং একটা মুদ্গর দ্বারা সবলে নিজ মস্তকে আঘাত করিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন, দূতগণ! আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে আমি কিছুতেই প্রদান করিব না। এই সময় ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্র বিনয়াবিষ্ট হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতামাতার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল,—মাতা যদি বিষ দান করেন, পিতা যদি পুত্র বিক্রয় করেন, আর রাজা যদি সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লয়েন, তাহা হইলে কে আর রক্ষাকর্ত্তা হইবে? এই বলিয়া সেই মধ্যম পুত্র পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া দূতগণ সহ সত্বর যজ্ঞদীক্ষিত রাজার উদ্দেশে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণদম্পতি পুত্রবিচ্ছেদে একান্ত ক্লিষ্টচিত্ত হইলেন; কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহাদের চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। অনন্তর বালক সহ দূতগণ যাইতে যাইতে পথে বিশ্বামিত্র মুনির আশ্রম প্রাপ্ত হইল। মুনির আশ্রম শিষ্যগণে পরিবৃত রহিয়াছে। আশ্রমে মৃগশাবকেরা নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। বিশ্বামিত্র মুনি রাজপুরুষদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তোমরা কোথায় গিয়াছিলে? বৃত্তান্ত কি বল। রাজদূতগণ কহিল,—হে বিপ্র! অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। আমাদের রাজার পুত্র সন্তান হয় না; সেই জন্য তিনি নরমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন। আমরা এই ব্রাহ্মণবালককে তথায় বলির নিমিত্ত লইয়া যাইতেছি। বিশ্বামিত্র তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দয়াপরবশ হইলেন। তিনি ভাবিলেন, যায় আমার প্রাণ যাউক, বালক সুখী হউক। যাহারা বালক, ব্রাহ্মণ বা প্রভুর নিমিত্ত এ সংসারে তৃণের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদের সনাতন লোক লাভ হইয়া থাকে। ২৫—৩৯। দ্বিজবর বিশ্বামিত্র মুনি অন্তরে এইরূপ আলোচনা করিয়া কহিলেন,—তোমরা এই ব্রাহ্মণবালককে পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞে বলিদানার্থ আমাকে লইয়া চল। এই উত্তম বালক সংসারে জন্ম লাভ করিয়া এখনও সুখ ভোগ করে নাই। এই বালক দ্বারা তোমাদের কি হইবে? এ কেন মৃত্যুকে বরণ করিবে? এই বালক গৃহ

ভক্তাগ্যো গতো নূনং যমস্তেব গৃহং প্রতি॥
এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা দূতাঃ প্রোচুরথ দ্বিজম্॥
ভূপালস্য বিনাজ্ঞাং বৈ দীননাথস্য ভূসুর।
নেতুং ত্বাং পলিতং প্রাজ্ঞ নেষ্যামো হি কথং বয়ম্॥ ৪৫
এবমুক্ত্বা চ তে দূতা জগ্মু রাজ্ঞঃ পুরীং তদা।
স মুনির্দূতসঙ্ঘৈশ্চ গতবান যজ্ঞমন্দিরম্॥ ৪৬
রাজানং কথয়ামাসুর্দূতা বিপ্রস্য চেষ্টিতম্।
তচ্ছ্রুত্বা শঙ্কিতমনাঃ প্রোবাচেদং বচঃ স তম্॥
মুনে যদ্যপি মে যজ্ঞে কৃতে পুত্রো ভবিষ্যতি।
বলিং বিনাপি ভো ব্রহ্মন তদা বিপ্রসুতং নয়॥

মুনিরুবাচ।

যজ্ঞে ত্বয়া কৃতে নূনং রাজন্ পুত্রো ভবিষ্যতি।
অত্র তে সংশয়ো মা ভূদমোঘমপি দর্শনম্॥৪৯
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজাত্যন্তসহর্ষকঃ।
চক্রে পূর্ণাহুতিং যজ্ঞে সমস্তৈর্মুনিভিঃ সহ॥৫০

অথাতঃ স মুনিশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণস্য সুতঞ্চ তম্।
গৃহ্য দশপুরং নাম নগরং গন্তবাংস্তদা॥৫১
ভবনং তস্য গত্বা চ উক্তবান্ বচনং মুনিঃ।
গৃহে ত্বং তিষ্ঠসে বিপ্র তিষ্ঠামি মৃতবন্মুনে॥ ৫২
রাজা বলেন মে পুত্রং নীতবান্ কিং করোম্যহম্
পুত্রে গতে চ ভো বিপ্র দম্পত্যোরাবয়োঃ পুনঃ
গতানি চান্ধভাবং বৈ ক্রন্দনৈর্লোচনান্যপি।
অথাসৌ মুনিশার্দ্দূলঃ পুত্রং পশ্য নয়েতি চ॥৫৪
উক্তবাংস্তৌ যদা বিপ্রা ব্রাহ্মণৌ জাতহর্ষকৌ।
পুত্রায়াকারণং কৃত্বা গতাবেতৌ বহিঃ ক্ষণাৎ॥
মুনের্বচনসিদ্ধিত্বাৎ তৎক্ষণং লোচনং তয়োঃ।
আলোকস্তু গতং তূর্ণং পুত্রস্য দর্শনাদপি॥ ৫৬
পুত্রস্য মুখপদ্মং তৌ লোচনৈরলিসান্নিভৈঃ।
পীত্বা মুনিং চিরস্তঞ্চ নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ॥ ৫৭
প্রোচতুর্বচনং বিপ্রা ব্রাহ্মণৌ প্রিয়বাদিনৌ।
অহো মুনে জীবদানমাবয়োঃ সুকৃতং কিল॥৫৮

হইতে আগমন করায় ইহার হতভাগ্য পিতা-মাতা দুঃখিত হইয়া এতক্ষণে হয়তো নিশ্চয়ই যমালয়ে গমন করিয়াছে। দূতগণ বিশ্বামিত্র মুনির এই কথা শুনিয়া কহিল,—হে প্রাজ্ঞ! ভূপতি দীননাথের আজ্ঞা ব্যতীত আমরা আপনার স্থায় পলিত ব্যক্তিকে কিরূপে লইয়া যাই। দূতগণ এই কথা কহিয়া রাজ-পুরে গমন করিল। সেই মুনিও দূতগণ সহ রাজকীয় যজ্ঞমন্দিরে গমন করিলেন। দূত-গণ রাজার নিকট গিয়া দ্বিজবর বিশ্বামিত্রের ব্যাপার বলিল। রাজা তাহা শুনিয়া শঙ্কিত-চিত্তে কহিলেন,—হে মুনে। যদি যজ্ঞ করিলে বলি-ব্যতিরেকেও আমার পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে হে ব্রহ্মন্। এই ব্রাহ্মণবালককে আপনি লইয়া যাউন। মুনি বলিলেন,—রাজন্। আপনি যজ্ঞ করুন, আপনার পুত্র উৎপন্ন হইবে। এ বিষয়ে আপনি সন্দেহ করিবেন না, আমার দর্শনলাভ ব্যর্থ হইবার নহে। মুনির এই কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত হর্ষাবিষ্ট হইলেন। তিনি সমস্ত মুনি সহ একযোগে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলেন। এদিকে বিশ্বামিত্র মুনি ব্রাহ্মণ-বালককে লইয়া দশপুর নগরে গমন করিলেন। ৪০—৫১। ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদেবের ভবনে গিয়া তিনি বলিলেন,—হে বিপ্র। আপনি গৃহে আছেন কি? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—মুনে। আমি মৃতের স্থায় অবস্থান করিতেছি। রাজা বলপূর্ব্বক আমার পুত্রটীকে লইয়া গিয়াছেন, আমি আর কি করিব? পুত্র প্রস্থান করিলে আমরা পতি-পত্নী কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হই-য়াছি। এই কথার পর মুনিবর বিশ্বামিত্র কহিলেন,—এই তোমার পুত্র দেখ, ইহাকে লইয়া যাও। বিশ্বামিত্র এই কথা বলিবা মাত্র ব্রাহ্মণ দম্পতি হর্ষান্বিত হইলেন। তাঁহারা পুত্রকে ডাকিতে ডাকিতে তৎক্ষণাৎ গৃহের বহির্ভাগে আসিলেন। মুনির অমোঘ বাক্যে সেই ক্ষণেই তাঁহাদের নয়ন প্রসন্ন হইল,—পুত্রদর্শনে সত্বর তাঁহাদের নেত্র-যুগল আলোকিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা অলি সদৃশ লোচন দ্বারা পুত্রের মুখপদ্ম বহু-ক্ষণ পান করিয়া সেই মুনিকে পুনঃপুন নম-স্কার করিলেন। অনন্তর প্রিয়বাদী ব্রাহ্মণ

তয়োরেবং বচঃ শ্রুত্বা স মুনিঃ করুণার্ণবঃ।
দত্ত্বাশিষঞ্চ তৌ বিপ্র জগাম নিজমাশ্রমম্ ॥৫৯
মুনিঃ কর্গ্যন্তকৈব কৃত্বা বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
তপস্তেপে মহাভাগো দৈবতৈরপি দুর্লভম্ ॥৬০
কিঞ্চিৎ কালে গতে বিপ্র তস্য রাজ্ঞোহভবৎ সুতঃ।
সুন্দরো রাজযোগ্যশ্চ ইন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব ॥৬১
পুত্রোৎসবে সোহপি বিপ্র রাজা দত্ত্বা ধনানি বৈ
বুভুজে দেববদ্ভূম্যাং বিশোকো জাতকৌতুকঃ ॥
বিপ্রান্ পালয়তে যস্তু প্রাণান্ দত্ত্বা ধনান্যপি।
স যাতি বিষ্ণুভবনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৬৩
পঠন্তি যেহত্র ভক্ত্যা চ শৃণ্বন্তি বিপ্রতঃ কথাম্।
আখ্যানং শ্লোকমেকং বা গচ্ছন্তি বিষ্ণুমন্দিরম্
ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ব্রাহ্মণ-পালনাখ্যানং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥১২॥

দম্পতি বিশ্বামিত্র মুনিকে বলিলেন,—অহো মুনে! আপনি আমাদের জীবন দান করিলেন। করুণাসাগর বিশ্বামিত্র মুনি তাহাদের এই কথা শুনিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নিজাশ্রমে প্রস্থান করিলেন এবং সেই মহাভাগ মুনি বিষ্ণুর পরম পদ করায়ত্ত করিয়া দেবদুর্লভ তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা দীননাথের একটী পুত্র সন্তান হইল। ঐ পুত্র ক্ষীরাব্ধি-জাত চন্দ্রের ন্যায় সুশ্রী ও রাজযোগ্য হইল। রাজা পুত্রজন্মোৎসবে বহুধন বিতরণ করিয়া বিশোক ও সহর্ষ হইলেন এবং ভূতলে দেববৎ রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। যিনি ধন কিম্বা প্রাণ দান করিয়াও বিপ্রবর্গকে প্রতিপালন করেন, তিনি পুনরাবৃত্তিদুর্লভ বিষ্ণুভবনে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। যাহারা ব্রাহ্মণের মুখে ভক্তিভরে এই আখ্যান বা ইহার একটী মাত্র শ্লোকও পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহারা বিষ্ণুমন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। ৫২—৬৪।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।
কৃষ্ণজন্মাষ্টমী সূত তস্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
কথয়স্ব মহাপ্রাজ্ঞ চোদ্ধরস্ব মহার্ণবাৎ ॥ ১
সূত উবাচ।
কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং ব্রহ্মন্ ভক্ত্যা করোতি যো নরঃ
অন্তে বিষ্ণুপুরং যাতি কুলকোটিযুতো দ্বিজ ॥২
অষ্টমী বুধবারে চ সোমে চৈব দ্বিজোত্তম।
রোহিণীঋক্ষসংযুক্তা কুলকোটিবিমুক্তিদা ॥ ৩
মহাপাতকসংযুক্তঃ করোতি ব্রতমুত্তমম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তশ্চান্তে যাতি হরের্গৃহম্ ॥ ৪
কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং ব্রহ্মন্ ন করোতি নরাধমঃ।
ইহ দুঃখমবাপ্নোতি স প্রেত্য নরকং ব্রজেৎ ॥৫
ন করোতি চ যা নারী কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতম্।
বর্ষে বর্ষে তু সা মূঢ়া নরকং যাতি দারুণম্ ॥৬
জন্মাষ্টমীদিনে যো বৈ নরোহশ্নাতি বিমূঢ়ধীঃ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে সূত। হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর উত্তম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া আমাকে সংসার-মহার্ণব হইতে উদ্ধার কর। সূত কহিলেন,—ব্রহ্মন্। যে জন ভক্তির সহিত কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে কুলকোটিযুত হইয়া অন্তে বিষ্ণুপুরে প্রয়াণ করিয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তম। সোমবারে বা বুধবারে রোহিণীনক্ষত্রযুক্তা অষ্টমী হইলে তাহা কোটিকুল উদ্ধার করিয়া থাকে। মহাপাতকযুক্ত মানবও যদি এই উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে হরিগৃহে উপনীত হইয়া থাকে। নরাধম ব্যক্তিই কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত করে না। ঐ ব্যক্তি ইহকালে দুঃখ পায় এবং অন্তে নরকগামী হইয়া থাকে। যে মূঢ়া নারী বর্ষে বর্ষে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত করে না, সে দারুণ নরকে নিপাতিত হইয়া থাকে।১—৬। যে মূঢ়বুদ্ধি নর জন্মাষ্টমীদিনে

মহানরকমশ্নাতি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ৭
দিলীপেন পুরা পৃষ্টো বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ।
তচ্ছৃণুষ্ব মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৮
দিলীপ উবাচ।
ভাদ্রে মাস্যসিতাষ্টম্যাং যস্যাং জাতো জনার্দ্দনঃ
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে ॥ ৯
কথং বা ভগবান জাতঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
দেবকীজঠরে বিষ্ণুঃ কিং কর্ত্তুং কেন হেতুনা ॥
বসিষ্ঠ উবাচ।
শৃণু রাজন প্রবক্ষ্যামি কস্মাজ্জাতো জনার্দ্দনঃ
পৃথিব্যাং ত্রিদিবং ত্যক্ত্বা ভবতে কথয়াম্যহম্ ॥
পুরা বসুন্ধরা হ্যাসীৎ কংসাদিনৃপপীড়িতা।
স্বাধিকারপ্রমত্তেন কংসদৈত্যেন তাড়িতা ॥ ১২
ক্রন্দতী ক্রন্দতী সা তু যযৌ ঘূর্ণিতলোচনা
যত্র তিষ্ঠতি দেবেশ উমাকান্তো বৃষধ্বজঃ ॥১৩
কংসেন তাড়িতা নাথ ইতি তস্মৈ নিবেদিতুম্
বাষ্পবারীণি বর্ষন্তী বিবর্ণা সা বিমানিতা ॥ ১৪

ক্রন্দন্তীং তাং সমালোক্য কোপেন স্ফুরিতাধরঃ
উময়া সহিতঃ সর্ব্বৈর্দেববৃন্দৈরনুব্রতঃ।
আজগাম মহাদেবো বিধাতৃভবনং রুষা ॥ ১৫
গত্বা চোবাচ ব্রহ্মাণং কংসধ্বংসনহেতবে।
উপায়ঃ সৃজ্যতাং ব্রহ্মন্ ভবতা বিষ্ণুনা সহ ॥১৬
ঐশ্বরং তদ্বচঃ শ্রুত্বা গন্তুং প্রাক্রমতাত্মভূঃ।
ক্ষীরোদে যত্র বৈকুণ্ঠঃ সুপ্তোঽস্তি ভুজগোপরি
হংসপৃষ্ঠং সমারুহ্য হরের্বৈন্তিকমাযযৌ ॥ ১৮
তত্র গত্বা চ তং ধাতা দেববৃন্দৈর্হরাদিভিঃ।
তুষ্টাব ভগবান বাগ্ভিরর্থ্যাভির্বাগ্বিদাং বরঃ ॥
নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে।
জগতঃ পালয়িত্রে চ লক্ষ্মীকান্ত নমোঽস্তু তে ॥
ইতি তেভ্যঃ স্তুতিং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনঃ
দেবান ক্লিষ্টমুখান্ সর্ব্বান্ ভবদ্ভিরাগতং কথম্ ॥

ভোজন করে, আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, সে মহানরকভোগই করিয়া থাকে। পুরাকালে দিলীপ মুনিসত্তম বশিষ্ঠকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! সেই সর্ব্বপাতকহর বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। দিলীপ কহিলেন,—হে মহামুনে! যে তিথিতে জনার্দ্দন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভাদ্র মাসের সেই অসিতাষ্টমীর বিবরণ আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা আমার নিকট বলুন। শঙ্খচক্রগদাধর ভগবান বিষ্ণু কিরূপে দেবকীজঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? তাঁহার জন্মগ্রহণের কারণ কি? বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজন্! শ্রবণ করুন, জনার্দ্দন ত্রিদিব পরিত্যাগ করিয়া [কি নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্মিয়াছিলেন, তাহা আপনার নিকট বলিতেছি। পুরাকালে বসুন্ধরা কংসাদি নৃপতিবৃন্দ কর্ত্তৃক পীড়িত হইতেছিলেন। স্বীয় অধিকারপ্রমত্ত কংসদৈত্য তাঁহার পীড়া জন্মাইতেছিল। বসুধা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘূর্ণিতনয়নে বৃষধ্বজ উমাকান্তের নিকট গমন করিলেন। তিনি বিমানিত ও বিবর্ণ হইয়া বাষ্পবারি বর্ষণ করিতে করিতে কহিলেন,—'নাথ! কংস আমাকে উৎপীড়িত করিতেছে', উমাকান্তের নিকট ইহাই নিবেদন করা পৃথিবীর উদ্দেশ্য। তাই তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া কোপস্ফুরিতাধর মহাদেব উমা দেবী ও দেববৃন্দ সহ বিধাতৃভবনে আগমন করিলেন। তিনি ব্রহ্মাকে গিয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন্! বিষ্ণুর সহিত আপনি কংসধ্বংসের উপায় উদ্ভাবন করুন। মহাদেবের এই বাক্য শুনিয়া আত্মযোনি ব্রহ্মা ক্ষীরোদসাগরে ভুজগোপরি বৈকুণ্ঠপতি যথায় শয়ান ছিলেন, তথায় যাইবার উদ্যোগ করিলেন। তিনি তখনই হংসপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হরির সমীপে উপনীত হইলেন।' ৭—১৮। বিধাতা হরাদি দেববৃন্দে পরিবৃত হইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক নানা সারার্থযুক্ত বাক্যে ভগবান্ হরির স্তব করিতে লাগিলে। বাগ্বিদাংবর ব্রহ্মা বলিলেন,—কমলনেত্র পরমাত্মা হরিকে আমি নমস্কার করি। হে লক্ষ্মীকান্ত! তুমি জগতের পালক, তোমাকে আমার নমস্কার। জনার্দ্দন দেববৃন্দ-কৃত এই স্তব শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তরে পরিম্লানবদন দেবগণকে বলিলেন,

ব্রহ্মোবাচ।
শৃণু দেব জগন্নাথ যস্মাদস্মাকমাগতম্।
কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠ তদহং লোকভাবন॥ ২২
শূলিদত্তবরোন্মত্তঃ কংসো রাজা দুরাসদঃ।
বসুধা তাড়িতা তেন কবঘাতেন পীড়িতা॥২৩
বরং দত্বা পুরাপাগ্রে মায়য়া তু প্রবঞ্চিতঃ।
ভাগিনেয়ং বিনা শম্ভো মরণং ভবিতা ন মে॥
তস্মাদ্গাচ্ছ স্বয়ং দেব কংসং হন্তুং ত্বর সদম্।
দেবকীজঠরে জন্ম লব্ধ্বা গত্বা চ গোকুলম॥২৫
ব্রহ্মণা প্রেরিতো দেবঃ প্রত্যুবাচ চ শূলিনম্।
পার্ব্বতীং দেহি দেবেশ অব্দং স্থিত্বা গমিষ্যতি
উময়া রক্ষয়া সার্দ্ধং শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
উদ্দিশ্য মথুরাং চক্রে প্রয়াণং কংসনাশনম॥২৭
দেবকীজঠরে জন্ম লেভে তত্র গদাধরঃ।
যশোদাকুক্ষিমধ্যান্তে শর্ব্বাণী মৃগলোচনা॥২৮

নবমাসাংশ্চ বিশ্রম্য কুক্ষৌ নবদিনাধিকান্।
ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে চাষ্টমীসংজ্ঞিকা তিথিঃ।
রোহিণীতারকাযুক্তা রজনী ঘনঘোষিতা॥ ২৯
তস্যাং জাতো জগন্নাথঃ কংসারির্বসুদেবজঃ॥
বৈরাটী নন্দপত্নী চ যশোদাজীজনৎ সুতাম্।
পুত্রং পদ্মকরং পদ্মনাভং পদ্মদলেক্ষণম্।
তদা হর্ষিতুমারেভে দৃষ্ট্বা হ্বানকদুন্দুভিঃ॥ ৩১
কংসাসুরভয়ত্রস্তা প্রোবাচ দেবকী তদা॥ ৩২
বৈরাটীং গচ্ছ ভো নাথ সুতং প্রত্যর্পিতুং কিল।
পুত্রং দত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়॥৩৩
তস্যা বচঃ সমাকর্ণ্য বসুদেবোঽপি দুঃখিতঃ।
অঙ্কে কুমারমাদায় বৈরাটাভিমুখং যযৌ॥ ৩৪
যমুনা জলসম্পূর্ণা তৎপথে মধ্যবর্ত্মনি।
আসীদ্ ঘোরা মহাদীর্ঘা গম্ভীরোদকপূরভাক্॥
এবং দৃষ্ট্বা তটে স্থিত্বা যমুনামবলোকয়ন্।
বসুদেবোঽপি দুঃখার্ত্তো বিললাপাতিচিন্তয়া॥

—আপনারা কি জন্য আগমন করিয়াছেন? ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেব জগন্নাথ! আমরা যে জন্য আসিয়াছি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে লোকভাবন সুরবর! রাজা কংস শূলিদত্ত বরে উন্মত্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছে। তাহার করাঘাতে বসুধা তাড়িত ও পীড়িত হইয়াছেন। পূর্ব্বে কংস যখন বর গ্রহণ করে, তখন মায়া তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন; তাই সে প্রার্থনা করিয়াছিল যে, হে শম্ভো! ভাগিনেয় ব্যতীত অন্য কাহারও হস্তে যেন আমার মরণ হয় না। অতএব হে দেব! দুরাসদ কংসকে ধ্বংস করিবার জন্য আপনিই যাত্রা করুন। আপনি গোকুলে গিয়া দেবকীজঠরে জন্ম গ্রহণ করুন। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দেব জনার্দ্দন শূলপাণিকে বলিলেন,—হে দেবেশ! আপনি পার্ব্বতীকেও প্রেরণ করুন। তিনি বৎসরাবধি থাকিয়া ফিরিয়া আসিবেন। অনন্তর আত্মরক্ষার্থ উমাকে সঙ্গে লইয়া শঙ্খচক্র-গদাধর হরি কংস-ধ্বংস কামনায় মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া গদাধর দেবকীজঠরে জন্ম লইলেন এবং হরিণাক্ষী শর্ব্বাণী গোকুলে যশোদাগর্ভে বাস করিতে লাগিলেন। পরে নয় মাস নয় দিন গর্ভে বিশ্রাম করিবা ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীদিনে রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত ঘনঘোষিত রাত্রিকালে জগন্নাথ জন্ম গ্রহণ করিলেন। এদিকে নন্দপত্নী যশোদাও তৎকালে এক কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন। বসুদেব পদ্মহস্ত পদ্মনেত্র ও পদ্মাক্ষ পুত্র দর্শন করিয়া তৎকালে হর্ষাবিষ্ট হইলেন। তখন দেবকী কংসাসুরের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া কহিলেন,—নাথ! আপনি এই পুত্রটীকে যশোদার ক্রোড়ে অর্পণ করিবার নিমিত্ত গমন করুন। যশোদার যে কন্যা সন্তানটী হইয়াছে, তাহাকে লইয়া আসুন। দেবকীর বাক্য শুনিয়া বসুদেব দুঃখিত হইলেন। তিনি শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া নন্দালয়ের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। ১৯—৩৪। তাঁহার গন্তব্য স্থানে যাইবার মধ্য পথে অগাধজলপূর্ণা যমুনা, গভীর জলপ্রবাহে সমাকুলা। তাহা দেখিয়া

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি বিধিনাপি হি বঞ্চিতঃ
কথমত্র গমিষ্যামি বৈরাটীং নন্দমন্দিরম্॥ ৩৭
হরিণা তত্র সানন্দং মায়য়া বঞ্চিতঃ পিতা।
ক্ষণমাত্রং তটে স্থিত্বা যমুনামবলোকয়ন্॥ ৩৮
তেন দৃষ্টা পুনঃ সাপি ক্ষণাজ্জানুবহাভবৎ।
তাং দৃষ্ট্বা হৃষ্ট উত্তস্থৌ প্রস্থানমকরোদযথা॥৩৯
মায়াং কৃত্বা জগন্নাথঃ পিতুরঙ্কাজ্জলেঽপতৎ।
তং পুত্রং পতিতং দৃষ্ট্বা হা হা কৃত্বা সুদুঃখিতঃ
মহোপায়ং পুনঃ কর্ত্তুং বিধিনা তেন বঞ্চিতঃ।
ত্রাহি মাং জগতাং নাথ সুতং বক্ষ সুরোত্তম
জনকক্রন্দিতং দৃষ্ট্বা কংসারিঃ কৃপয়া মুহুঃ।
জলক্রীড়াং সমাচর্য্য পিতুঃ ক্রোড়মগাৎ পুনঃ।
যথা তেন যদুশ্রেষ্ঠো জগাম নন্দমন্দিরম্।
সুতং দত্ত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়ৎ
নিজাগারং ততঃ প্রাপ্য পত্ন্যৈ প্রত্যর্পিতা সুতা
দেবকী চ প্রসূতেতি বার্ত্তা প্রাপ্তা সুরারিণা॥
আনেতুং প্রস্থিতা দূতাঃ সুতং দুহিতরং তদা।
আগত্য কংসদূতাস্তে সুতাং নেতুং প্রচক্রমুঃ॥
কংসাদেনাং সমাকৃষ্য দেবকীবসুদেবয়োঃ।
কংসদূতৈর্গৃহীত্বা সা অর্পিতা তু সুরারয়ে॥৪৬
স ধৃত্বা তাং মহারাজঃ সভয়োঽভূদ্দুরাসদঃ।
শুদ্ধকাঞ্চনবর্ণাভাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥ ৪৭
কংসো হসন্তীং তাং দৃষ্ট্বা বিদ্যুৎ-
স্ফুরিতলোচনাম্।
আদিদেশাসুরশ্রেষ্ঠো জহি নীত্বা শিলোপরি॥
আজ্ঞাং লব্ধাসুরাস্তে বৈ নিষ্পেষ্টুং তাং
প্রবর্ত্তিতাঃ।
বিদ্যুচ্ছীঘ্রতয়া গৌরী জগাম সহসাম্বরম্॥ ৪৯
গৌর্য্যুবাচ।
শৃণু রাজন প্রবক্ষ্যামি যত্রাস্তে শত্রুরুত্তমঃ।

তটস্থিত বসুদেব চিন্তাক্রান্ত মনে দুঃখভরে বিলাপ করিতে লাগিলেন,—অহো আমি বিধিকর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি, এখন কি করিব? কোথায় যাইব? আমি কি করিয়া নন্দমন্দিরে গমন করিব? হরির মায়ায় বাঞ্চিত হইয়া পিতা বসুদেব ক্ষণমাত্র যমুনাতটে অবস্থান-পূর্ব্বক যমুনার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। তৎকর্তৃক অবলোকিত হইয়া যমুনা ক্ষণমধ্যে জানুপরিমাণ হইলেন। তাহা দেখিয়া বসুদেব হৃষ্টচিত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। জগন্নাথ মায়া করিয়া পিতার অঙ্ক হইতে জলে নিপতিত হইলেন। পুত্রকে পতিত দেখিয়া বসুদেব দুঃখে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। মহোপায় বিধানের নিমিত্ত বিধি কর্তৃক বসুদেব বঞ্চিত হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—হে সুরোত্তম! হে জগন্নাথ! আমাকে রক্ষা কর। পিতাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া কংসারি পুনরায় কৃপা করিয়া জলক্রীড়া সমাপনান্তে পিতার ক্রোড়ে আসিলেন; যদুবর বসুদেব তাঁহাকে লইয়া নন্দমন্দিরে গমন করিলেন এবং পুত্রকে যশোদার নিকট রাখিয়া তাহার কন্যাটী লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর তিনি নিজ নিকেতনপ্রাপ্ত হইয়া পত্নীর করে কন্যাটীকে অর্পণ করিলেন। ইতিমধ্যে দেবকী প্রসব করিয়াছেন, এই বার্ত্তা কংসের কর্ণে পৌছিল। কংসের দূতগণ দেবকীর প্রসূত সন্তান লইতে আসিল। তাহারা আসিয়া দেবকীর কন্যাটীকে লইবার উপক্রম করিল এবং দেবকী ও বসুদেবের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া কংসকে প্রদান করিল। মহারাজ কংস অতি দুর্দ্ধর্ষ হইলেও সেই শুদ্ধ কাঞ্চন-বর্ণাভা পূর্ণেন্দুসদৃশাননা কন্যাটীকে ধারণ করিয়া ভীত হইল। সেই বিদ্যুৎস্ফুরিতনয়না কন্যা তখন হাসিতেছিলেন; কংস তাহা দেখিয়া আদেশ করিল,—ইহাকে লইয়া গিয়া শিলোপরি সংহার কর। ৩৫—৪৮। আজ্ঞা পাইয়া অসুরেরা সেই কন্যাকে নিষ্পিষ্ট করিবার উপক্রম করিল। সেই কন্যা সাক্ষাৎ গৌরী, বিদ্যুৎ অপেক্ষাও শীঘ্রগতি; তাই সহসা তিনি অম্বরপথে উৎপতিত হইলেন এবং কংসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে রাজন! শ্রবণ কর, তোমার প্রবল শত্রু

নন্দস্য নিলয়ে গুপ্তস্তব হন্তাসুরোত্তম ॥ ৫০
বসিষ্ঠ উবাচ।
এবমুক্তা তু সা দেবী জগাম নিজমন্দিরম্ ॥৫১
শ্রুত্বা বাক্যং ততো দেব্যাঃ কংসো রাজা সুদুঃখিতঃ।
ভগিনীং পূতনামাহ গচ্ছ ত্বং নন্দমন্দিরম্ ॥৫২
ছদ্মনা তং সুতং হত্বাগচ্ছ তে বাঞ্ছিতং বহু।
দাস্যামি শক্রং হন্তুং মে ব্রজ শীঘ্রতরং শুভে ॥
আজ্ঞাং প্রাপ্য রাক্ষসী সা গোকুলাভিমুখং গতা
মায়য়া সুন্দরীরূপা প্রবিষ্টা তত্র গোকুলে ॥ ৫৪
পয়োধরে গরং সা তু ধৃত্বা হন্তুমুপাগতা।
পশুপানাং গৃহদ্বারি প্রবিষ্টালক্ষিতেতি চ।
গত্বাঙ্কমুখাপ্য শিশুং স্তনং দত্বাপ সদ্গতিম্ ॥৫৫
ততস্তু শকটং ক্ষিপ্ত্বা তৃণাবর্ত্তাদিমর্দ্দনম্।
কালীয়দমনং কৃত্বা গতো মধুপুরীং ততঃ।
গত্বা কংসো হতঃ ক্রূরঃ কংসমল্লানজীজয়ৎ ॥৫৬

এতত্তে কথিতং রাজন্ বিষ্ণোর্জন্মদিনব্রতম্।
শ্রুত্বা পাপানি নশ্যন্তি কুর্য্যাৎ কিং বা ভবিষ্যতি
য ইদং কুরুতে মর্ত্ত্যো যা চ নারী হরেব্রতম্।
ঐশ্বর্য্যমতুলং প্রাপ্য জন্মন্যত্র যথেপ্সিতম্ ॥ ৫৮
পূর্ব্ববিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা তৃতীয়া ষষ্ঠীরেব চ।
অষ্টম্যেকাদশীভূতা ধর্ম্মকামার্থবাঞ্ছিভিঃ ॥ ৫৯
বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমীসংযুতাষ্টমী।
বিনা ঋক্ষেণাপি কর্ত্তব্যা নবমীসংযুতাষ্টমী ॥ ৬০
উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিৎ সকলা নবমী যদি।
মুহূর্ত্তরোহিণীযুক্তা সম্পূর্ণা চাষ্টমী ভবেৎ ॥ ৬১
অষ্টমী বুধবারেণ রোহিণীসহিতা যদি।
সোমেনৈব ভবেদ্রাজন কিং কৃতৈর্ব্রতকোটিভিঃ
নবম্যামুদয়াৎ কিঞ্চিৎ সোমে সাপি বুধেঽপি চ
অপি বর্ষশতেনাপি লভ্যতে বা ন লভ্যতে ॥৬৩

যেখানে আছে, বলিতেছি। হে অসুরবর! তোমায় যিনি বিনাশ করিবেন, তিনি নন্দালয়ে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—দেবী এই কথা কহিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবীর বাক্য শুনিয়া তখন কংস অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল এবং ভগিনী পূতনাকে ডাকিয়া বলিল,—ভগিনি! তুমি নন্দমন্দিরে যাও এবং ছলক্রমে নন্দনন্দনকে হত্যা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কর। আমি তোমাকে বহু বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিব। হে শুভে! তুমি শীঘ্র নন্দালয়ে যাত্রা কর। রাক্ষসী পূতনা আজ্ঞা পাইয়া গোকুলাভিমুখে প্রস্থান করিল এবং মায়াক্রমে সুন্দরী নারী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোকুলে প্রবিষ্ট হইল। পূতনা পয়োধরে গরল ধারণপূর্ব্বক বালক হিংসার্থ আগমন করিল এবং অলক্ষ্যে পশু-পালকদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়া শিশুকে কোলে লইল এবং স্তনদানপূর্ব্বক নিজেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অনন্তর নন্দনন্দন শকটক্ষেপণ, তৃণাবর্ত্তাদির মর্দ্দন এবং কালীয়-দমন করিয়া মধুপুরে প্রয়াণ করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি ক্রূর কংসকে নিহত ও কংসমল্লদিগকে পরাজিত করিলেন। হে রাজন্! এই আমি বিষ্ণুর জন্মদিবসীয় ব্রতের বিবরণ বলিলাম। ইহা শ্রবণেও পাপ সকল নষ্ট হয়; পরন্তু যিনি এই ব্রত আচরণ করেন, তাঁহার না জানি কত ফলই হইয়া থাকে। যে মানব বা মানবী এই হরিব্রত আচরণ করে, সে ইহজন্মেই অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৯—৫৮। ধর্ম্মকামাভি-লাষী জনগণ তৃতীয়া, ষষ্ঠী, অষ্টমী এবং একা-দশী এই কয়টী তিথি—পূর্ব্ব তিথি দ্বারা বিদ্ধা হইলে, পরিত্যাগ করিবেন। সুতরাং এই ব্রতেও সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী বিশেষভাবেই বর্জ্জনীয়। যথোক্ত নক্ষত্র না ঘটিলেও নবমী-যুতা অষ্টমীই গ্রহণীয়। সূর্য্যোদয়ের পর যদি কিঞ্চিৎকাল অষ্টমী এবং অন্য সকল দিন নবমী থাকে, আর মুহূর্ত্তমাত্র কালও রোহিণী-নক্ষত্রের যোগ ঘটে, তাহা হইলে সেই দিনই সম্পূর্ণ অষ্টমী বলিয়া ধরিবে। হে রাজন্! বুধ বা সোমবারে যদি রোহিণীযুক্তা অষ্টমী হয়, তাহা হইলে আর ব্রতকোটি দ্বারাও প্রয়োজন নাই। সোম কিম্বা বুধবারে উদ-য়ের পর কিঞ্চিৎকাল অষ্টমী পরে সমস্ত দিন

বিনা ঋক্ষং ন কর্ত্তব্যা নবমীসংযুতাষ্টমী।
কার্য্যা বিদ্ধাপি সপ্তম্যাঃ রোহিণীসংযুতাষ্টমী ॥
কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্তাপি যদা কৃষ্ণাষ্টমী তিথিঃ।
নবম্যাং সৈব বা গ্রাহ্যা সপ্তমীসংযুতা ন হি ॥৬৫
কিং পুনর্বুধবারেণ সোমেনাপি বিশেষতঃ।
কিং পুনর্নবমীযুক্তা কুলকোট্যাস্তু মুক্তিদা ॥ ৬৬
পলবেধেন রাজেন্দ্র সপ্তম্যা অষ্টমীং ত্যজেৎ।
সুরায়া বিন্দুনা স্পৃষ্টং গঙ্গাম্ভঃকলসং যথা ॥ ৬৭
দিলীপ উবাচ।
কেন চাদৌ কৃতং চেদং কেন বা তৎ প্রকাশিতম্
কিং পুণ্যং কিং ফলং দেব কথয়স্ব মহামুনে ॥
বসিষ্ঠ উবাচ।
চিত্রসেনো মহাবাহো মহাপাপপরো মহান্।
অগম্যাগমনং কৃত্বা স্বর্ণস্তেয়ং দ্বিজস্থ চ ॥ ৬৯
সুরায়াশ্চ সদা তৃপ্তো বৃথামাংসে সদা রতঃ।
এবং পাপসমাযুক্তো নিত্যং প্রাণিবধে রতঃ ॥
চাণ্ডালৈঃ পতিতৈঃ সার্দ্ধমালাপং সর্ব্বদাকরোৎ
একদৈবংবিধো রাজা মৃগয়ায়াং মনো দধে ॥ ৭১
অরণ্যে দ্বীপিনং জ্ঞাত্বা বেষ্টয়িত্বা চ সর্ব্বতঃ।
সাবধানং ভটান্ সর্ব্বান বাক্যমেতদুবাচ হ ॥৭২
অহমেব নিহন্ম্যেনং যোঽন্তোঽস্মিন্
প্রহরিষ্যতি।
স বধ্যো নাত্র সন্দেহো ব্যাঘ্রো রাজ্ঞঃ
পথা যযৌ ॥ ৭৩
সলজ্জোঽপি ততো রাজা ব্যাঘ্রং পশ্চাজ্জগাম হ
অনেকক্লেশদুঃখেন ব্যাঘ্রং হন্তুং সমাহিতঃ ॥ ৭৪
ক্ষুৎপিপাসাকুলক্লেশঃ সন্ধ্যায়াং যমুনাতটে।
অষ্টমী রোহিণীযুক্তা তদ্দিনং জন্মবাসরম্ ॥ ৭৫
স্বঃকন্যা যমুনায়াং বৈ ব্রতং চক্রুর্নরাধিপ।
নানোপহারবদ্রব্যৈশ্চ ধূপদীপৈঃ সুশোভনৈঃ ॥
গন্ধং পুষ্পং তথা দেব্যং কুঙ্কুমাদি মনোহরম্।

নবমী, এরূপ দিন শত বর্ষ মধ্যে কচিৎ লভ্য হয় কি না সন্দেহ। যথোক্ত নক্ষত্র না ঘটিলেও নবমীযুতা অষ্টমী গ্রহণীয়। যদি রোহিণীনক্ষত্রের যোগ ঘটে, তাহা হইলে সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীও কর্ত্তব্য। যে নবমী তিথিতে কলা কাষ্ঠা বা মুহূর্ত্তমাত্রও অষ্টমীযোগ ঘটে, সেই তিথিই গ্রাহ্য, পরন্তু সপ্তমীযুতা অষ্টমী কদাচ গ্রাহ্য নহে। ইহার উপর যদি ঐ নবমী সোম বা বুধবারে ঘটে, তবে আর কথা কি? নবমীযুক্ত অষ্টমী যে কুলকোটির উদ্ধার সাধন করে, তাহা বলাই বাহুল্য। হে রাজন্! এই অষ্টমী যদি পলপরিমিত সপ্তমী দ্বারাও বিদ্ধ হয়, তথাপি সুরাবিন্দুস্পৃষ্ট গঙ্গাজলকলসের ন্যায় তাহা পরিত্যাজ্য। দিলীপ কহিলেন,—কে অগ্রে এই ব্রত করিয়াছিলেন? কাহা কর্ত্তৃকই বা ইহা প্রকাশিত হয় এবং এই ব্রত করিলে কিরূপ পুণ্যই বা হইয়া থাকে? হে মহামুনে! তাহা আমার নিকট বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—মহারাজ! চিত্রসেন অত্যন্ত পাপপরায়ণ ছিলেন। তিনি অগম্যাগমন, ব্রাহ্মণের স্বর্ণস্তেয়, সদা সুরাপান এবং নিয়ত বৃথামাংস ভক্ষণ করিতেন। রাজা চিত্রসেন এইরূপে পাপযুক্ত হইয়া নিত্য প্রাণিবধে নিরত থাকিতেন এবং পতিত চাণ্ডালগণের সহিত সর্ব্বদা আলাপ করিতেন। এ হেন রাজা একদা মৃগয়ায় মনোনিবেশ করিলেন।৫৯—৭১। অরণ্যমধ্যে ব্যাঘ্র আছে জানিতে পারিয়া তিনি সাবধানে তাহাকে বেষ্টন করাইলেন এবং ভটগণকে বলিলেন,—আমিই ইহাকে নিধন করিব; অন্য যে কেহ ইহাকে বধ করিবে, সে আমার বধ্য হইবে। সেই ব্যাঘ্র কিন্তু রাজার সম্মুখ দিয়াই পলায়ন করিল। রাজা তখন লজ্জিতভাবে ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। তিনি সতর্কতার সহিত ব্যাঘ্রবিনাশের জন্য অনেক ক্লেশ অনেক দুঃখ পাইলেন। ক্ষুৎপিপাসায় তাঁহার অশেষ ক্লেশ হইল। তিনি সন্ধ্যাকালে যমুনাতটে আসিলেন। ঐ দিন কৃষ্ণের জন্মদিন, রোহিণীযুক্তা অষ্টমী তিথি। হে নরাধিপ! ঐ দিন দেবকন্যাগণ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, ও নানা সুশোভন উপহার দ্রব্য দ্বারা যমুনাতটে জন্মাষ্টমীব্রত করিতেছিল। পূজায় গন্ধ পুষ্প ও কুঙ্কুমাদি মনোহর দ্রব্য

অন্নং বহুগুণং দৃষ্ট্বা ভোক্তুং তন্মানসং কুলম্‌॥
রাজোবাচ।
অন্নাভাবান্মমাদ্যৈব প্রাণা যাস্যন্তি নিশ্চিতম্‌॥
স্ত্রিয় উচুঃ।
জন্মাষ্টম্যাং হরে রাজন্ন ভোক্তব্যং ত্বয়ানঘ।
গৃধ্রমাংসং খরং কাকং গোমাংসমন্নমেব চ।
ভুক্তবান্নাত্র সন্দেহো যো ভুঙ্‌ক্তে কৃষ্ণজন্মনি॥
কিং কিং ছিদ্রং ন সঞ্জাতং সংসারে বসতাং নৃণাম্‌।
যেন দেহস্থিতে প্রাণে জয়ন্তী ন কৃতা নৃপ।
তত্রাকৃতোপবাসস্য শাসনং যমমন্দিরম্‌॥ ৮০
যদ্দত্তং পিতরৌ নিত্যং ন গৃহ্ণন্তি যথাবিধি।
পিতরঃ পাতিতাঃ সর্ব্বে জয়ন্ত্যাং ভোজনে কৃতে
ইতি শ্রুত্বা ততো রাজা ব্রতং চক্রে নরাধিপঃ
কিঞ্চিৎ পুষ্পং কিয়দ্গন্ধং বস্ত্রঞ্চানীয় হর্ষিতঃ।
এতদ্ব্রতং সমাযুক্তং তিথিভান্তে চ পারণম্‌॥
ব্রতস্যাস্য প্রভাবেণ চিত্রসেনো হরের্গৃহম্‌।
দিব্যং বিমানমারুহ্য গতবান্‌ পিতৃভিঃ সহ॥৮৩
যৎফলং মথুরাং গত্বা দৃষ্ট্বা কৃষ্ণমুখাম্বুজম্‌।
তৎফলং প্রাপ্যতে পুংসা কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতাৎ
যৎফলং দ্বারকাং গত্বা দৃষ্টে বিশ্বেশ্বরে হরৌ।
তৎফলং প্রাপ্যতে দীনৈঃ কৃত্বা জন্মাষ্টমীব্রতম্‌

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতমাহাত্ম্যং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

প্রদত্ত হইয়াছিল। বহু গুণান্বিত অন্ন দর্শনে রাজার ভোজনেচ্ছা হইল। রাজা কহিলেন,—অন্নাভাবে আজ আমার প্রাণ নিশ্চয়ই বহির্গত হইবে। স্ত্রীগণ কহিল—হে রাজন্‌! হরির জন্মাষ্টমীদিনে আপনি ভোজন করিবেন না। যে ব্যক্তি কৃষ্ণজন্মদিনে অন্ন ভোজন করে, তাহার গৃধ্র, খর, কাক ও গো-মাংস ভক্ষণ করা হয়। ফলে, জন্মাষ্টমীদিনে ভোজনে নরগণের কিং কি ছিদ্রই না উৎপন্ন হয়া থাকে? হে নৃপ! যে ব্যক্তি দেহে প্রাণ থাকিতে জয়ন্তীব্রত না করে, জয়ন্তী তিথিতে উপবাস না করে, যমমন্দিরই তাহার শাসনস্থান হয়। জয়ন্তী তিথিতে ভোজন করিলে, যথাবিধি নিত্য যাহা দান করা হয়, তাহাও পিতৃগণ ভোজন করেন না, তাঁহারা সকলেই পতিত হইয়া থাকেন। হে নরাধিপ! এইরূপ ব্রতবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা চিত্রসেনও কিঞ্চিৎ পুষ্প, গন্ধ ও বস্ত্র আনিয়া সহর্ষে ব্রতাচরণ করিলেন। ব্রতানুষ্ঠানের পর তিথি ও নক্ষত্রশেষে পারণ করিলেন। ব্রতের প্রভাবে চিত্রসেন মরণান্তে দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া পিতৃগণ সহ হরিগৃহে উপনীত হইলেন। মথুরায় গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণবদনকমল অবলোকন করিলে নর যে ফল প্রাপ্ত হয়, কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতের গুণে সেই ফলই লাভ হইয়া থাকে। দ্বারকায় বিশ্বেশ্বর হরিকে দর্শন করিলে দীনজনগণ যে ফল প্রাপ্ত হয়, কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতের অনুষ্ঠানেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ৭২—৮৫।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।
কথয়স্ব মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণস্য কৃপার্ণব।
মাহাত্ম্যং সর্ব্ববর্ণানাং শ্রেষ্ঠস্য কৃপয়া চ মে॥ ১
সূত উবাচ।
ব্রাহ্মণঃ সর্ব্ববর্ণানাং গুরুরেব দ্বিজোত্তম।
সর্ব্বামরাশ্রয়ো জ্ঞেয়ঃ সাক্ষান্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ ২

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ কৃপার্ণব! আপনি সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কৃপা করিয়া বলুন। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের গুরু, সর্ব্বদেবের আশ্রয় এবং সাক্ষাৎ প্রভু নারা-

কুর্য্যাৎ প্রণামং যো বিপ্রং হরিবুদ্ধ্যা তু ভূ-
সুরম্।
ভক্ত্যা তস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ বর্দ্ধতে সম্পদাদিকম্॥ ৩
ন নমেদ্‌ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা হেলয়াপি চ গর্ব্বিতঃ।
ছেদনং শিরসস্তস্য কর্ত্তুমিচ্ছেৎ সদা হরিঃ॥ ৪
কৃতাপরাধং বিপ্রং যে দ্বিষন্তি পাপবুদ্ধয়ঃ।
হরিবিদ্বিষস্তে বিজ্ঞেয়া নিরয়ং যান্তি দারুণম্॥ ৫
যঃ কর্ত্তুং প্রার্থনাং বিপ্রং পশ্যেৎ ক্রোধেন
চাগতম্।
কৃতান্তশ্চক্ষুষোস্তস্য তপ্তসূচীং দদাতি বৈ॥ ৬
কুরুতে ভূসুরং মূঢ়ো ভৎর্সনং যো নরাধমঃ।
যমদূতা মুখে তপ্তলোহং দদতি তস্য চ॥ ৭
যেষাং নিকেতনে ভুঙ্‌ক্তে ক্ষ্মাসুরো বৈ
তপোধনঃ।
সুপর্ব্বাণৈঃ স্বয়ং কৃষ্ণো ভুঙ্‌ক্তে তেষাং
নিকেতনে॥ ৮
নশ্যন্তি সর্ব্বপাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
কণমাত্রং ভজেদ্‌যস্তু বিপ্রাঙ্ঘ্রিসলিলং নরঃ॥ ৯
যো নরশ্চরণাবৌতং কুর্য্যাদ্ধস্তেন ভক্তিতঃ।
দ্বিজাতের্বচ্মি সত্যন্তে স মুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ॥
পুত্রহীনা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যাঙ্গনা।
সুপুত্রা জীববৎসা সা দ্বিজপদ্মাঙ্ঘ্রিসেবনাৎ॥
ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে
উদধৌ যানি তীর্থানি তিষ্ঠন্তি দ্বিজপাদয়োঃ॥ ১২
দ্বিজাঙ্ঘ্রিসলিলৈর্নিত্যং সেচিতং যস্য মস্তকম্
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু স মুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ১৩
শৃণু শৌনক বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্।
বিপ্রপাদোদকস্যাহমিতিহাসং তপোধন॥ ১৪
আসীৎ পুরা দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈশ্যবৃত্তিপরায়ণঃ।
শূদ্রো ভীমো দ্বাপরে চ ব্রহ্মহত্যাসহস্রকৃৎ॥ ১৫
নিষ্ঠুরঃ সর্ব্বদাতুষ্টঃ সঙ্গবান বৈশ্যয়া পুনঃ।
শূদ্রাচারপরিভ্রষ্টো ভীমোঽসৌ গুরুতল্পগঃ॥ ১৬
প্রত্যেকং বচ্মি কিং তস্য দস্যোঃ সংখ্যা ন
বিদ্যতে।
পাপানাং মুনিশার্দ্দূল ভীমস্য দুষ্টচেতসঃ॥ ১৭

যণ। যে ব্যক্তি হরিজ্ঞানে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে, তাহার সম্পদাদি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গর্ব্বিত হইয়া হেলায় ব্রাহ্মণকে প্রণাম না করে, হরি তাহার মস্তক ছেদনের ইচ্ছা সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। যে সকল পাপবুদ্ধি ব্যক্তি কৃতাপরাধ ব্রাহ্মণকেও দ্বেষ করে, তাহারা হরিকেই দ্বেষ করিয়া থাকে, এবং তাহাদের দারুণ নরকভোগ হয়। যে ব্যক্তি প্রার্থনার্থ আগত ব্রাহ্মণকে ক্রোধভরে অবলোকন করে, কৃতান্ত তাহার দুই চক্ষে তপ্ত সূচী প্রদান করিয়া থাকেন। যে মূঢ় নরাধম ভূদেব ব্রাহ্মণকে ভৎর্সনা করে, যমদূতগণ তাহার মুখে তপ্তলৌহ প্রদান করিয়া থাকে। তপোধন ভূদেব যাহাদের গৃহে ভোজন করেন, দেবগণ সহ স্বয়ং কৃষ্ণই তাহাদের আবাসে আহার করিয়া থাকেন। যে নর কণামাত্রও বিপ্রপাদোদক পান করে, তদীয় ব্রহ্মহত্যাদি সর্ব্ব পাপই নষ্ট হইয়া থাকে। যে নর ভক্তিভরে হস্তদ্বারা দ্বিজাতির চরণযুগল ধৌত করে, আমি সত্যই বলিতেছি সে সর্ব্ব পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যে নারী পুত্রহীনা বা মৃতবৎসা, দ্বিজজনের পাদপদ্ম সেবনে সে জীববৎসা ও পুত্রবতী হয়। ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু তীর্থ আছে, তৎসমস্তই সাগরে অবস্থিত এবং সাগরে যত কিছু তীর্থ সমস্তই বিপ্রপদে বিরাজিত। দ্বিজপাদোদকে নিত্য যাহার মস্তক সেচিত হয়, সে সর্ব্বতীর্থে স্নাত এবং সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১—১৩। হে শৌনক! শ্রবণ কর, বিপ্রপাদোদকের ইতিহাস—পাপহর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। হে তপোধন! পূর্ব্বে দ্বাপরযুগে বৈশ্যবৃত্তিনিরত ভীম নামে এক শূদ্র ছিল। ঐ শূদ্র সহস্র ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিল; তাহার শূদ্রাচার কিছুই ছিল না। সে এক বৈশ্যার সহিত ব্যভিচাররত থাকিত। ভীম নিষ্ঠুর এবং গুরুতল্পগামী ছিল। সেই দস্যুর পাপরাশির প্রত্যেকতঃ পরিচয় আর কি দিব? সে যে কত পাপ করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা হয় না। সেই

একদা স্বগৃহাৎ কস্য ব্রাহ্মণস্য নিবেশনম্ ।
গত্বা তং তস্য গেহাত্তু দ্রব্যং নেতুং মনো দধে
তত্রোবাস ব্রাহ্মণস্য বহির্দ্বারসমীপতঃ ।
দৈন্যযুক্তং বচঃ প্রাহ স্বামুনং স তপোধনম্ ॥
ভো স্বামিন্ শৃণু মে বাক্যং দয়ালুরিব মন্যতে ॥
ক্ষুধার্ত্তোঽহং দেহি চান্নং প্রাণা যাস্যন্তি মে দ্রুতম্

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ক্ষুধার্ত্ত শৃণু মে কশ্চিদ্বাক্যং কর্ত্তুং ন বিদ্যতে ।
পাকং মে তণ্ডুলানি ত্বং নীত্বা ভুঙ্‌ক্ষ যথাসুখম্
নাস্তি মে জনকো মাতা নাস্তি সূনুঃ সহোদরঃ
নাস্তি জায়া মাতৃবন্ধুর্য্যতাঃ সর্ব্বে বিহায় মাম্ ॥
তিষ্ঠাম্যেকো গৃহেঽকর্ম্মা ভাগ্যহীনোঽতিথে
হরিঃ ।
একো মে বসতৌ চাস্তি ন জানে তদ্বিনা কিল

ভীম উবাচ ।

মম কশ্চিদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ নাস্তি সেবাং তবাপি চ ।
শূদ্রোঽহং নিলয়ে জাত্যা কৃত্বা স্থাস্যামি
তে সদা ॥২৩॥

সূত উবাচ ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সানন্দঃ স্বামুনস্তদা ।
পাকং বিধায় তূর্ণং স দদাবন্নং তপোধন ॥ ২৫
সোঽপি হর্ষসমাযুক্তস্তস্থৌ তত্র দ্বিজালয়ে ।
সেবাং কুর্ব্বন্ স্নেহযুক্তাং তুষ্টস্য মনোহরাম্ ॥
অদ্য শ্বো বা হরিষ্যামি দ্রব্যমস্য মমাপি চ ।
নেতুং যদা করিষ্যামি নেষ্যামি নাত্র সংশয়ঃ ॥
পরামৃশ্য চ হৃদ্যন্তঃ কৃত্বা তস্য ক্রিয়াং বহেৎ ।
পাদধৌতাদিকাং চাসৌ শিরসা গতপাতকঃ ॥২৮
আচামাঙ্ঘ্রি জলং দধ্রে চ্ছদ্মনা প্রতিদিনং দ্বিজ
একদা হারকঃ কশ্চিদ্ দ্রব্যং নেতুং সমাগতঃ ।
উৎপাট্য রাত্রাববরং গতোঽসৌ তদ্গৃহান্তরম্ ॥
দৃষ্ট্বা ভীমং প্রহারার্থং দণ্ডহস্তং সমাগতম্ ।
হারকো মস্তকং তস্য ছিত্ত্বা তূর্ণং পলায়িতঃ ॥৩১

নিষ্ঠুর ভীম একদা এক ব্রাহ্মণের গৃহে গমন-পূর্ব্বক তদীয় দ্রব্য সামগ্রী হরণ করিবার বাসনায় ব্রাহ্মণের গৃহবহির্দ্বারের সন্নিকটে অবস্থান করিল এবং দৈন্যযুক্ত বাক্যে সেই তপোধন ব্রাহ্মণকে বলিল,—হে প্রভো! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আপনাকে আমি দয়ালু বলিয়াই মনে করিতেছি। ক্ষুধার্ত্ত আমি, আমায় অন্ন দান করুন, আমার প্রাণ এখনই বহির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—ওহে ক্ষুধার্ত্ত! আমার কথা শ্রবণ কর, এখানে আমার পাক করিবার লোক কেহই নাই, তুমি কিয়ৎপরিমাণ তণ্ডুল লইয়া গিয়া স্বচ্ছন্দে ভোজন কর। আমার পিতা নাই, মাতা নাই, পুত্র কিম্বা সহোদর নাই, স্ত্রী নাই, মাতৃকুলেও কেহ নাই, সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকগত হইয়াছে। হে অতিথে! ভাগ্যহীন আমি একাকী গৃহে অবস্থান করিতেছি। একমাত্র হরি আমার গৃহে আছেন। তিনি বিনা আমি কিছুই জানি না। ভীম কহিল,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমারও কেহই নাই। আমি শূদ্রজাতি, আপনার সেবা করিয়াই সর্ব্বদা ভবদীয় আলয়ে অবস্থান করিব। ১৪—২৪। সূত কহিলেন,—হে তপোধন! শূদ্র ভীমের এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সানন্দে পাককার্য্য সমাধানান্তে সত্বর তাহাকে অন্নদান করিলেন। শূদ্র ভীমও সেই হইতে সেই ব্রাহ্মণকে সস্নেহে মনোরমভাবে সেবা করিয়া সহর্ষে তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। শূদ্র ভাবিল—আজই হউক, কালই হউক, ইহার দ্রব্যাদি হরণ করিব এবং যখনই লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিব, তখনই লইতে পারিব। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সেই শূদ্র ব্রাহ্মণের পাদধাবনাদি ক্রিয়া সমাধা করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণের পাদোদক স্বীয় মস্তকে ধারণ করায় শূদ্র বিগতপাপ হইল। সে কপটভাবেই ব্রহ্মণের আচমন-পাদপ্রক্ষালনের জল যোগাইত। একদা রাত্রিকালে এক চোর সেই গৃহে দ্রব্যাদি হরণার্থ আসিল এবং গৃহভিত্তি খুঁড়িয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। চোর দেখিল,—ভীম তাহাকে প্রহারার্থ আগমন করিতেছে।

অথ তস্য তটা বিষ্ণোঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরাঃ।
সমাযাতাস্তমানেতুং ভীমং তং বীতকিল্বিষম্॥
স্যন্দনকাগতং দিব্যং রাজহংসযুতং দ্বিজ।
তত্রারূঢো যযৌ বিষ্ণোর্ভবনং দুর্লভং কিল॥ ৩৩
মাহাত্ম্যং ভূমিদেবস্য ময়া হ্যেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
শৃণুয়াদ্যো নরো ভক্ত্যা তস্য পাতকনাশনম্॥
ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।
কথয়স্ব মহাভাগ মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্।
একাদশ্যাঃ ফলং কিং বা কিল্বিষং স্যাদকুর্ব্বতঃ
সূত উবাচ।
একাদশ্যাস্ত মাহাত্ম্যং কিমহং বচ্মি সাম্প্রতম্।
জন্তা চৈকাদশীনাম যমদূতাশ্চ শঙ্কিতাঃ।
ভবন্তি নাত্র সন্দেহো সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ॥ ২

ব্রতানাং চৈব সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠাঞ্চৈকাদশীং শুভাম্
উপোষ্য জাগৃয়াদ্বিষ্ণোঃ কুর্য্যাচ্চ মণ্ডনং মহৎ
তুলসীদলৈস্ত যো মর্ত্ত্যো হরিপূজাং করোতি বৈ
দলেনৈকেন লভতে কোটিযজ্ঞফলং দ্বিজ॥ ৪
অগম্যাগমনে চৈব যৎপাপং সমুদাহৃতম্।
তৎপাপং যাতি বিলয়ঞ্চৈকাদশ্যামুপোষণাৎ॥
ঘৃতপূর্ণং প্রদীপং যো দদ্যাদ্বিষ্ণুদিনে দ্বিজ।
অন্তে বিষ্ণুপুরং যাতি তমো হত্বা স্বতেজসা॥ ৬
ধন্যা জনপদাস্তে বৈ ধন্যঃ স চ মহীপতিঃ।
হরের্দিনে যস্য রাজ্যে চৈকাদশ্যা মহোৎসবঃ॥
নারায়ণস্য শয়নে পার্শ্বস্য পরিবর্ত্তনে।
বিশেষেণ প্রবোধিন্যাং নিরাহারা ভবন্তি যে॥ ৮
মদন্তিকং নানয়ধ্বং প্রাণিনঃ পুণ্যভাগিনঃ।
অহর্নিশং পিতৃপতিঃ সমাদিশতি দূতকান্॥ ৯
একাদশী জগন্নাথবল্লভা পুণ্যবর্দ্ধিনী।

তদর্শনে সে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া পলায়ন করিল। অনন্তর শঙ্খচক্রগদাধারী বিষ্ণুদূতগণ নিষ্পাপ ভীমকে লইবার জন্য আগমন করিল। হে দ্বিজ! তখন রাজহংসযুত দিব্য রথ উপস্থিত হইল। তাহাতে আরোহণ করিয়া ভীম দুর্লভ বিষ্ণুভবনে প্রয়াণ করিল। এই আমি ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করে, তাহার পাপ নাশ হয়। ২৫—৩৪।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে মহাভাগ। একাদশীর পাপহর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর। ইহার অনুষ্ঠানে কি ফল হয় এবং উহার অকরণেই বা কীদৃশ পাপ হইয়া থাকে? সূত কহিলেন,—সম্প্রতি আমি একাদশীর মাহাত্ম্য কি বলিব? একাদশীর নাম শ্রবণে সর্ব্বপ্রাণি-ভয়ঙ্কর যমদূতগণও শঙ্কিত হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই। সর্ব্বব্রতের শ্রেষ্ঠ একাদশীব্রতে উপবাস করিয়া জাগরণ এবং বিষ্ণুর মহামণ্ডন কার্য্য সম্পাদন করিবে। যে মানব তুলসী-দল দ্বারা হরিপূজা করে, হে দ্বিজ। একটী মাত্র দলেই তাহার কোটিযজ্ঞফল লাভ হইয়া থাকে। অগম্যাগমনে যে পাপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, একাদশীতে উপবাস করিলে সেই পাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজ। যে ব্যক্তি একাদশীতে ঘৃতপূর্ণ দীপ প্রদান করে, সে স্বীয় তেজে অন্ধকার দূরীকৃত করিয়া অন্তে বিষ্ণুপুরে গমন করিয়া থাকে। হরিবাসরে যাহার রাজ্যে একাদশীমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সেই রাজার সমস্ত জনপদ ধন্য এবং সেই রাজাও ধন্যবাদার্হ। পিতৃপতি অহর্নিশ স্বীয় দূতগণকে এই উপদেশ প্রদান করেন যে, হে দূতগণ! যাহারা হরির শয়নে, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে এবং উত্থানে নিরাহারে অবস্থান করে, সেই সকল পুণ্যভাজন প্রাণীদিগকে আমার সমীপে আনয়ন করিও না।১—৯। পুণ্যবর্দ্ধিনী একাদশী জগন্নাথের প্রিয়া তিথি।

বিষ্ণোর্দেহং দহত্যেব তস্যামন্নস্য ভক্ষণে ॥১০
তেষাং ধিগ্‌জীবনং সম্পৎধিক্‌সৌন্দর্য্যঞ্চ বর্ত্তনম্
যেঽন্নমশ্নন্তি পাপিষ্ঠাশ্চৈকাদশ্যাং হি বিড়্ভুজঃ
একাদশ্যাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভুক্তিমাশ্রিত্য কেবলম্ ।
বহূনি বিবিধান্যেব তিষ্ঠন্তি দুরিতানি চ ॥ ১২
অমাবস্যাং যথা স্ত্রীণাং সঙ্গমে কলুষং মহৎ ।
একাদশ্যাং তথৈবান্নভক্ষণে বৃজিনং ভবেৎ ॥১৩
রোগিণশ্চ তথা খঞ্জকাসসোদরকুষ্ঠকাঃ ।
ভবন্তি প্রাণিনস্তে বৈ তস্যামন্নস্য ভক্ষণে ॥১৪
গ্রামশূকরতাং যান্তি দারিদ্র্যঞ্চ প্রযান্তি বৈ ।
রাজবদ্ধা দ্বিজশ্রেষ্ঠ তস্যামন্নস্য ভক্ষণে ॥ ১৫
সংসারে যানি পাপানি তানি বিপ্র হরের্দিনে ।
ভুক্তিমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি জলভক্ষণমাজ্ঞয়া ॥ ১৬
কুর্ব্বতাং সর্ব্বপাপানি নরকান্নিষ্কৃতির্ভবেৎ ।
ন নিষ্কৃতির্ভবেন্নৃণাং ভুঞ্জতাং চ হরের্দিনে ॥ ১৭
নরা যাবন্তি চান্নানি ভুঞ্জতে চ হরের্দ্দিনে ।
প্রত্যন্নঞ্চ ব্রহ্মহত্যাকোটিজং বৃজিনং ভবেৎ ॥
পুনর্বচ্মি পুনর্বচ্মি শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নরাঃ ।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং হরের্দ্দিনে ॥ ১৯
গঙ্গাদিষু চ তীর্থেষু স্নাত্বা যৎফলমাপ্যতে ।
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ চৈকাদশ্যামুপোষিতঃ ॥ ২০
অর্চ্চিত্বোৎপলমালাভিস্তস্যাঞ্চ কমলাপতিম্ ।
বিধিবৎ পারণং কৃত্বা ন মাতুর্গর্ভভাজনম্ ॥
একাদশ্যাং হরের্গেহে করোতি মণ্ডনং দ্বিজ ।
পরমাং গতিমাসাদ্য তিষ্ঠেদ্বিষ্ণুনিকেতনে ॥ ২২
একাদশীং সমাসাদ্য নিরাহারা ভবন্তি যে ।
তেষাং বিষ্ণুপুরে শশ্বন্নিবাসোঽপি ন সংশয়ঃ ॥
তুলসীভক্তিসংলীনং মনো যেষাং বিরাজতে ।
তে যান্তি পরমং বিষ্ণোঃ স্থানমেব ন সংশয়ঃ ॥
পরদ্রব্যেষ্বভিরুচির্যেষাঞ্চৈব ন বিদ্যতে ।
সন্তুষ্টমনসো যেঽপি তেষাং বিষ্ণুপুরং ধ্রুবম্ ॥
দুর্ভিক্ষকালমাসাদ্য প্রাণিভ্যো যে নরোত্তমাঃ ।

ঐ তিথিতে অন্ন ভক্ষণে বিষ্ণুর দেহ দগ্ধীভূত হয়। যে সকল পাপিষ্ঠ একাদশীতে অন্ন ভক্ষণ করে, তাহাদের জীবনে সম্পদে সৌন্দর্য্যে এবং জীবিকায় ধিক্। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! একাদশীতে কেবল ভোজন আশ্রয় করিয়াই বহু বিবিধ পাপ অবস্থান করে। যেমন অমাবস্যায় স্ত্রীসঙ্গমে মহাপাপ হয়,একাদশীতে অন্নভক্ষণেও সেইরূপ মহাপাপ হইয়া থাকে। একাদশীতে অন্নভোজনে নরগণ কাসরোগী, খঞ্জ, উদররোগী, কুষ্ঠী ও বিবিধ রোগে পীড়িত হইয়া থাকে। একাদশীতে আহার করিলে মানবেরা গ্রাম্যশূকর দরিদ্র এবং রাজ-বন্দী হইয়া থাকে। হে বিপ্র! সংসারে যত কিছু পাপ আছে, হরিবাসরে অন্ন আশ্রয় করিয়া সেই সমস্তই অবস্থিত হয়। এ নিমিত্ত অসামার্থ্য পক্ষে গুরুর আদেশ লইয়া জলমাত্র পান অবৈধ নহে। সর্ব্ববিধ পাপ করিয়াও নরক হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা যায়, কিন্তু হরিবাসরে ভোজন করিলে নরগণের নিষ্কৃতি-লাভ ঘটে না। নরগণ হরিবাসরে যাবৎ পরিমাণ অন্ন ভোজন করে, তাহাদের প্রতি অন্নে কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইয়া থাকে। হে নরগণ! আমি পুনঃপুন বলিতেছি, তোমরা বারবার শ্রবণ করিয়া রাখ, হরিবাসরে ভোজন করিতে নাই, ভোজন করিতে নাই, ভোজন করিতে নাই। চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে গঙ্গাদি তীর্থসমূহে স্নান করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, একমাত্র একা-দশীতে উপবাসেই সেই ফল হইয়া থাকে। ঐ তিথিতে উৎপলমালা দ্বারা কমলাপতির অর্চ্চনা করিয়া বিধিবৎ পারণ করিলে পুনরায় মাতৃজঠরে প্রবেশ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি একাদশীতে হরিগৃহ সুসজ্জিত করে, তাহার পরমগতি লাভ হয়, সে বিষ্ণুভবনে বাস করিয়া থাকে। যাহারা একাদশীতে আহার করে না,নিশ্চয় নিত্য তাহাদের বিষ্ণু-পুরে বাস হইয়া থাকে।১০—২১। চিত্ত যাহা-দের তুলসীভক্তিলীন তাহারা বিষ্ণুর পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরদ্রব্যে যাহাদের অভিলাষ নাই, নিত্য যাহারা সন্তুষ্টচিত্ত তাহাদের বিষ্ণুপুরীপ্রাপ্তি নিশ্চিতই। যে

দদত্যন্নং হরেঃ সদ্ম তেষামেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৬
গবাং দ্বিজানাং ত্রাণায় স্বামিনো যোষিতস্তথা
প্রাণান্ মুঞ্চন্তি যে মর্ত্ত্যাস্তেষাং বিষ্ণুপুরং
ধ্রুবম্ ॥২৭
প্রাণিভির্দশমীবিদ্ধা ন চোপোষ্যা কদাচন।
পরিহার্য্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ দুর্জ্জনস্যান্তিকং যথা ॥ ২৮
অরুণোদয়বেলায়াং দশমীসঙ্গতা যদি।
তত্রোপোষ্যা দ্বাদশী স্যাৎ ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্
দশমীশেষসংযুক্তো যদি স্যাদরুণোদয়ঃ।
বৈষ্ণবেন ন কর্ত্তব্যং তদ্দিনৈকাদশীব্রতম্ ॥ ৩০
চতস্রো ঘটিকাঃ প্রাতরুণোদয় উচ্যতে।
যতীনাং স্নানকালোঽয়ং গঙ্গাম্ভঃসদৃশঃ স্মৃতঃ ॥
অরুণোদয়কালে তু দশমী যদি দৃশ্যতে।
ন তত্রৈকাদশী কার্য্যা ধর্ম্মকামার্থনাশিনী ॥ ৩২
তস্মাচ্চ দশমীবিদ্ধাং ত্যজেদেকাদশীং বুধঃ।
সুরাবিন্দোস্তু সম্পর্কাৎ ঘৃতকুম্ভং ত্যজেদ্ যথা

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র দ্বাদশ্যাং পুনরেব সা।
উত্তরা যতিভিঃ কার্য্যা পূর্ব্বামুপবসেদ্ গৃহী ॥৩৪
একাদশীকলা যত্র দ্বাদশী পরতো ন চেৎ।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্ ॥ ৩৫
একাদশী বিলুপ্তা চেৎ পরতো দ্বাদশীযুতা।
উপোষ্যা দ্বাদশী পূর্ণা যদীচ্ছেৎ পরমাং গতিম্
সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।
সর্ব্বৈরেবোত্তরা কার্য্যা পরতো দ্বাদশী যদি ॥ ৩৭
একাদশীব্রতে যেষাং মনঃ সংলীয়তে নৃণাম্।
তেষাং স্বর্গে হি বাসোঽথ যান্তি তে সদনং
হরেঃ ॥৩৮
একাদশ্যাঃ পরং নাস্তি পরলোকস্য সাধনম্ ॥৩৯
বহুপাপসমাযুক্তঃ করোতি হরিবাসরম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি হরিমন্দিরম্ ॥ ৪০
পতিসহিতা যা যোষিৎ করোতি হরিবাসরম্।
সুপুত্রা স্বামিসুভগা যাতি প্রেত্য হরেগৃহম্।

সকল শ্রেষ্ঠ নর দুর্ভিক্ষসময়ে প্রাণিদিগকে অন্নদান করে, নিশ্চয় তাহারা হরিগৃহে বাস করিয়া থাকে। গো, দ্বিজ, প্রভু ও স্ত্রীজাতির ত্রাণের জন্য যে সকল মর্ত্ত্য প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদের বিষ্ণুপুরপ্রাপ্তি নিশ্চিতই। মানবগণ দশমীবিদ্ধা একাদশীতে কখন উপবাস করিবে না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অরুণোদয় বেলায়ও যদি দশমীস্পর্শ ঘটে, তবে দুর্জ্জনের সান্নিধ্যের ন্যায় উহা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। এক্ষেত্রে দ্বাদশীতে উপবাস এবং ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হইবে। অরুণোদয়কাল যদি দশমীর শেষযুক্ত হয়, তবে বৈষ্ণবগণ ঐ দিনে একাদশীব্রত করিবেন না। প্রাতঃকালের চারিঘটিকা অরুণোদয় কাল বলিয়া কথিত। উহাই যতিগণের গঙ্গাজল তুল্য পবিত্রতাজনক স্নানকাল। যদি অরুণোদয় কালে দশমী দৃষ্ট হয়, তবে ঐ দিনে একাদশীর উপবাস করিবে না; করিলে ধর্ম্ম কাম ও অর্থ নাশ হইয়া থাকে। পণ্ডিত জন স্বল্পদশমীবিদ্ধা একাদশীদিনও সুরাবিন্দুসম্পৃক্ত ঘৃতকুম্ভের ন্যায় ত্যাগ করিবেন। পূর্ব্বদিনে সম্পূর্ণ একাদশী থাকিয়া পরদিনেও কিছুকাল পর্য্যন্ত যদি থাকে, সেরূপ স্থলে গৃহিগণ পূর্ব্ব দিনে একাদশীতে এবং যতিগণ পরদিন দ্বাদশীতে একাদশীর উপবাস করিবেন। যে দিনে কলামাত্র একাদশী আর সমস্ত দিন দ্বাদশী, সেই দিনের পরদিন দ্বাদশী না থাকিলেও ত্রয়োদশীতেই পারণ হইবে। ইহাতে শতযজ্ঞতুল্য পুণ্য হইয়া থাকে। একাদশী নাই, পরদিন পূর্ণ দ্বাদশী আছে, যদি পরমগতি লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে ঐ দিনই উপবাস করিবে। যেদিন পূর্ণ একাদশী, পরদিন প্রভাতেও একাদশী, সেরূপ স্থলে সকলের পক্ষেই পরদিন উপবাস কর্ত্তব্য। যাঁহাদের মন একাদশীব্রতে লীন, তাহারা স্বর্গে বাস করে, এমন কি হরিভবনেই তাহাদের গতি হইয়া থাকে। একাদশীব্রত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরলোকসাধন অন্য কিছুই নাই।২২—৩৯। বহু পাপযুক্ত নরও যদি হরিবাসর করে, তবে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া হরিমন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যে নারী পতির সহিত হরি-

যো যচ্ছতি হরেরগ্রে প্রদীপং ভক্তিভাবতঃ।
হরের্দিনে দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুণ্যসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥৪২
যাঙ্গনা ভর্ত্তৃসহিতা কুরুতে জাগরং হরেঃ।
হরের্নিকেতনে তিষ্ঠেৎ চিরং পত্যা সহ দ্বিজ ॥
যৎকিঞ্চিদ্ধরয়ে বস্তু ভক্ত্যা যচ্ছতি যো দ্বিজ।
হরের্দিনে তস্য পুণ্যমক্ষয়ং চৈব সর্ব্বদা ॥ ৪৪
পুরাসীদ্ বল্লভো নাম্না নগরে কাঞ্চনাহ্বয়ে।
ধনেন পুষ্কলেনাপি রাজতে স ধনেশ্বরঃ ॥ ৪৫
তস্য প্রিয়া মহারূপা নাম্না হেমপ্রভা দ্বিজ।
গরীয়ান্ মুখরস্তত্র বাধতে চ কলেগুর্ণঃ ॥ ৪৬
সা সদা কলহং কুর্য্যাৎ পত্যা সহ তপোধন।
শশ্বদ্গুরুজনান্ কামং ভৎর্সনাং নীচভাষয়া ॥৪৭
পাকপাত্রে সদাশ্নীয়াদ্ গুপ্তা সৈকান্তিকে মলা।
উচ্ছিষ্টং গুরুজনেভ্যশ্চ দদ্যাদ্বৈ প্রতিবাসরম্ ॥
জারে সদা স্থিতং চিত্তমহং সাধ্বীতি সা বদেৎ
স্বামিনঃ কলহৈর্দ্রক্ষন্ মনোদ্বেগকরী সদা ॥ ৪৯
একদা চাগতং দৃষ্ট্বা চকার ভৎর্সনাঞ্চ তাম্।
ভর্ত্তা তস্যাঃ প্রহারঞ্চ সর্ব্বপাপযুতাং দ্বিজ ॥৫০
সৈবং রোষসমাযুক্তা গত্বা শূন্যগৃহে তু বৈ।
সুপ্তাজ্ঞাতা স্থিতা কস্মিন্ জলান্নং ন চখাদ হ ॥
দৈবাৎ তত্র দিনে বিষ্ণোঃ পার্শ্বস্য পরিবর্ত্তনম্।
একাদশীব্রতং বিপ্র সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৫২
ততঃ প্রভাতে রজন্যা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
আগতা তত্র সা নারী রোষনির্ভরমানসা ॥৫৩
নিরাহারৌ কৃতৌ দ্বৌ চ নির্ম্মলা সা বভূব হ।
রাত্রৌ চ পঞ্চতাং যাতা জয়ন্তীবাসরে দ্বিজ ॥
যমাজ্ঞয়া ততো দূতা আগতাস্তাং তথাবিধাম্।
নেতুং ভয়ঙ্করাস্তে চ পাশমুদ্গরপাণয়ঃ ॥ ৫৫
বদ্ধা নেতুং মনশ্চক্রে কৃতান্তসদনং যদা।
তদাগতা বিষ্ণুদূতাঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ ॥ ৫৬

বাসর করে, সে ইহজন্মে সুপুত্রা ও স্বামি-সুভগা হইয়া অন্তে হরিগৃহে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে হরিবাসরে হরির সম্মুখে প্রদীপ প্রদান করে, হে দ্বিজবর! তাহার পুণ্যের ইয়ত্তা হয় না। হে দ্বিজ! যে নারী ভর্ত্তার সহিত হরিবাসরে জাগরণ করে, সে পতিসহ চিরকাল হরিগৃহে বাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি হরিবাসরে ভক্তির সহিত যে কোন বস্তু হরিকে প্রদান করে, তাহার পুণ্য সর্ব্বদাই অক্ষয় হইয়া থাকে। পুরাকালে কাঞ্চন নগরে বল্লভ নামে এক ধনী ছিল। সে বিপুল ধনের অধিপতি হইয়া ধনেশ্বরের ন্যায় বিরাজ করিত। তাহার প্রিয়ার নাম হেমপ্রভা, হেম-প্রভা সমধিক রূপশালিনী ছিল! পরন্তু ঐ বল্লভের গৃহে নিত্যই অত্যন্ত কলহ হইত। হে তপোধন! হেমপ্রভা নিয়তই পতির সহিত কলহ করিত, সর্ব্বদা নীচভাষায় গুরুজনকে ভর্ৎসনা করিত, গোপনে গোপনে পাকপাত্রে ভোজন করিত; এইরূপে প্রত্যহ সে গুরু-জনকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইত। হেমপ্রভা নিজ—আমি সাধ্বী; কিন্তু তাহার চিত্ত সর্ব্বদাই উপপতিজনে আসক্ত ছিল। হে ব্রহ্মন্! হেমপ্রভা কলহ করিয়া নিয়তই স্বামীর মনে উদ্বেগ সঞ্চার করিত। ৪০—৪৯। একদা স্ত্রীকে আসিতে দেখিয়া বল্লভ তাহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল এবং সেই পাপীয়সীকে প্রহার পর্য্যন্ত করিল। ইহাতে হেমপ্রভা রোষযুক্ত হইয়া এক শূন্য গৃহে গিয়া শয়ন করিল। সে কোথায় আছে, কেহই তাহা জানিল না। হেমপ্রভা তথায় থাকিয়া ঘুমাইয়া রহিল, ঐ দিনে জল বা অন্ন কিছুই খাইল না। দৈব-ক্রমে ঐ দিন বিষ্ণুর পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশী-ব্রত উপস্থিত হয় এবং রাত্রিপ্রভাতে শ্রবণান্বিতা দ্বাদশী তিথি ঘটে। সেই নারী রোষনির্ভর মনে সেই শূন্য গৃহে আসিয়া সেই দিন ও তাহার পরদিন নিরাহারে থাকে। হে দ্বিজ! উক্ত জয়ন্তীবাসরে রাত্রিকালে সেই নারী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর যমের আজ্ঞায় পাশমুদ্গরপাণি ভয়ঙ্কর দূতগণ সেই নারীকে লইবার নিমিত্ত আগমন করিল। যৎকালে তাহারা সেই নারীকে বাঁধিয়া কৃতান্তসদনাভিমুখে লইয়া চলিল, তখন শঙ্খ-চক্র-গদাপাণি বিষ্ণু-

ছিত্ত্বা পাশং ততো দিব্যে স্যন্দনে তাং
গতৈনসম্।
তে বৈ চারোহয়ামাসুর্নির্ম্মলাং ভবনং হরেঃ।
গতা তৈর্বেষ্টিতা সাথ দুর্ল্লভং নির্জ্জরৈঃ শুভম্॥
বিষ্ণোর্দিবসমাহাত্ম্যং কথিতং তে দ্বিজর্ষভ।
অনিচ্ছয়াপি যঃ কুর্য্যাৎ স যাতি হরিমন্দিরম্॥
একাদশ্যা দিনে মর্ত্ত্যো দীপং দাতুং হরেগৃর্হে।
গচ্ছেৎ প্রতিপদং সোঽপি চাশ্বমেধফলাধিকম্
শৃণ্বন্তি চ পুরাণানি পঠন্তি চ হরের্দিনে।
প্রত্যক্ষরং লভন্তে তে কপিলাদানজং ফলম্॥৬০

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে
হরিবাসর-মাহাত্ম্যকথনং নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥১৫॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।
কর্ম্মণা কেন ভোঃ সূত চৈনসাং সঙ্ক্ষয়ো ভবেৎ
শ্রীহরেশ্চ কৃপা ভূয়াৎ তদ্বদস্বানুকম্পয়া॥ ১

সূত উবাচ।
শৃণু শৌনক বক্ষ্যামি শৃণ্বতাং পাপনাশনম্।
যেন বিষ্ণোঃ কৃপা স্যাদ্বৈ বৃজিনক্ষয়কারিণী॥ ২
পৌর্ণমাস্যান্তু যো বিপ্র ভক্তিভাবসমন্বিতঃ।
কুর্য্যান্নানাবিধানেন সপর্য্যাং শ্রীজগদ্বিভোঃ॥ ৩
কলুষং তস্য নশ্যেত কোটিজন্মার্জ্জিতং মুনে।
তস্মিন্ শ্রীরমণস্যাশু কৃপা জাতা ভবেদ্ ধ্রুবম্
দ্বাদশ্যামন্নদানং যো ভক্ত্যা কুর্য্যাদ্দ্বিজাতয়ে।
তস্য নশ্যন্তি পাপানি তমাংসীবারুণোদয়ে॥ ৫
যো নরঃ শ্রীহরেঃ কুর্য্যাৎ স্নপনং পয়সা দ্বিজ।
তৎপ্রীতিঃ শ্রীহরেঃ সদ্যো দ্বাদশ্যাং শর্করাদিভিঃ
মন্ত্রং বিনা তু যো বিপ্র দদ্যাৎ শ্রীহরয়ে কিল।
পাষাণসদৃশং পুষ্পং দাতা যাতি হ্যধোগতিম্॥
ব্রাহ্মণায় চ মূর্খায় পাষাণসদৃশং তু যৎ।
দদ্যাদ্দানং নরো যো বৈ তস্য পুণ্যং ন বিদ্যতে
বিদ্যাহীনো দ্বিজো মোহাদ্দানং গৃহ্লাতি
মূঢ়ধীঃ।

দূতগণ আসিয়া পাশচ্ছেদনপূর্ব্বক সেই নিষ্পাপা নারীকে দিব্য রথে আরোহণ করাইল। অনন্তর সেই নারী নির্জ্জরগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া দুর্লভ হরিভবনে গমন করিল। হে দ্বিজবর্য্য! এই আমি হরিবাসরমাহাত্ম্য আপনার নিকট বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি অনিচ্ছাক্রমেও এই হরিবাসর করে, সে হরিমন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যে মর্ত্ত্য একাদশী দিনে হরিগৃহে প্রদীপ প্রদান করিতে যায়, পদে পদে তাহার অশ্বমেধাধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। হরিবাসরে যাহারা পুরাণ পাঠ করে, তাহারা প্রতি অক্ষরে কপিলাদানজনিত ফল লাভ করিয়া থাকে। ৫০—৬০।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে সূত! কি কর্ম্ম করিলে পাপক্ষয় ও শ্রীহরির কৃপা হয়, তাহা দয়া করিয়া আমার নিকট বল। সূত কহিলেন,—হে শৌনক! শ্রবণ কর—বলিতেছি, ইহা শ্রবণ করিলে নরগণের পাপনাশ হয় এবং পাপক্ষয়কারিণী বিষ্ণুকৃপা হইয়া থাকে। হে মুনে! যে বিপ্র ভক্তিভাবে পূর্ণিমার দিনে বিবিধ বিধানে জগৎপতির অর্চ্চনা করে, তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে নিশ্চয়ই শ্রীপতির কৃপা হয়। যে ব্যক্তি দ্বাদশীতে ভক্তিপূর্ব্বক দ্বিজাতিকে অন্নদান করে, অরুণোদয়ে অন্ধকাররাশির ন্যায় তাঁহার পাপরাশি নষ্ট হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! যে নর দুগ্ধ ও শর্করাদি দ্বারা দ্বাদশীতে শ্রীহরিকে স্নান করায়, শ্রীহরি সদাই তাহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে অমন্ত্রক—পাষাণসদৃশ পুষ্প দান করে, তাহার অধোগতি হয়। ১—৭। মূর্খ ব্রাহ্মণকেও যে ব্যক্তি পাষাণসদৃশ পুষ্প অর্পণ করে, তাহারও কিছুই পুণ্য হয় না। বিদ্যাহীন মূঢ়বুদ্ধি দ্বিজ যদি মোহক্রমে দান গ্রহণ করে, তবে

কালানলং যথাপ্নোতি স তেন নিরয়ং ব্রজেৎ ॥৯
যথা দারুময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
বিদ্যাহীনো দ্বিজো বিপ্র ত্রয়স্তে নামধারকাঃ ॥
যথাধ্বনি স্থিতং বারি পবনার্কেণ শুধ্যতি।
তুষ্ট্যা তু পার্ষদং দৃষ্ট্বা তস্য নশ্যতি কল্মষম্ ॥১১
যো নরশ্চাশ্বিনে মাসি সঘৃতান্ পূর্ণিমাদিনে।
দদ্যাৎ শ্রীহরয়ে লাজান্ ক্রীড়ার্থঞ্চ বরাটিকাম্
তুষ্ট্যা যাতি হরেঃ স্থানং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতঃ।
ন দদ্যাদ্ যো নরো মোহাত্ন তস্মিন্
তুষ্টিদো হরিঃ ॥ ১৩
বরাটিকাং যাবতীং যো হরয়ে পূর্ণিমাদিনে।
তাবদ্দিনং হরেঃ স্থানেঞ্চাশ্বিনে সংবসেদ্ ধ্রুবম্
করবীরপুরে হ্যাসীৎ পুরা শূদ্রোঽপি নির্দ্দয়ঃ।
কালদ্বিজো দ্বিজশ্রেষ্ঠ নাম্না পাপী ভয়ঙ্করঃ ॥১৫
স্বকার্য্যনিরতঃ সোঽপি স্বামিকার্য্যপ্রণাশকঃ।
একদা পঞ্চতাং যাতো যমদূতা ভয়ঙ্করাঃ ॥১৬
আগতাস্তং সমানেতুং যমস্য তু নিকেতনম্।
বদ্ধা নিন্যুশ্চ তং দৃষ্ট্বা পৃষ্টবান্ সচিবং যমঃ ॥ ১৭

যম উবাচ।

অস্য কিং বিদ্যতেঽমাত্য কর্ম্মাপি চ শুভাশুভম্
কথয়স্ব সমূলন্তু চিত্রগুপ্ত বিচক্ষণ ॥ ১৮

চিত্রগুপ্ত উবাচ।

অসৌ পাপী দুরাচারঃ স্বামিকার্য্যপ্রণাশকঃ।
নাস্তি পুণ্যং চাণুমাত্রং নরকে পরিপচ্যতাম্ ॥১৯
শতমন্বন্তরং রাজন্ নাগযোনৌ চ নিষ্ঠুরঃ।
পাষাণে জন্ম চাসাদ্য গৃহে স্থাতুং নিরন্তরম্ ॥

সূত উবাচ।

তাবৎকালং ততো বিপ্র নিরয়ে স পপাত হ।
ততোঽপ্যশ্মগৃহে নাগযোনৌ জাতঃ সুদুঃখিতঃ
একদা চাশ্বিনে মাসি পৌর্ণমাসীদিনে দ্বিজ।
লাজান্ বরাটিকা নাগো বিলাৎ প্রাক্ষেপয়দ্বহিঃ
পতিতা সা হরেরগ্রে পাপমস্য স্বয়ং হরিঃ।
তূর্ণন্তু নাশয়ামাস দয়ালুর্দুঃখনাশকঃ ॥ ২৩

সেই দানের ফলে সে কালানলতুল্য নরকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। দারুময় হস্তী, চিত্রময় মৃগ এবং বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ, এই তিনটীই নামধারী মাত্র। যেমন পথস্থিত জল বায়ু ও সূর্য্যকরে শুদ্ধ হইয়া থাকে, তেমনি যিনি তুষ্ট হইয়া স্বীয় সান্নিধ্য প্রদান করেন, সেই হরিকে ভক্তিভরে দর্শন করিলেও দর্শনকারীর পাপনাশ হয়। যে নর আশ্বিন মাসে ভক্তির সহিত শ্রীহরিকে সঘৃত লাজ ও ক্রীড়া নিমিত্ত বরাটিকা অর্পণ করে, সে পুনরাবৃত্তিরহিত হইয়া হরিসদনে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মোহক্রমে উহা দান করে না, হরি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমার দিনে হরিকে যত পরিমাণ বরাটিকা দান করা হয়, নর ততদিন হরিগৃহে বাস করিয়া থাকে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে করবীরপুরে এক নির্দ্দয় ভয়ঙ্কর শূদ্র ছিল। তাহার নাম কালদ্বিজ। শূদ্র সর্ব্বদাই স্বীয় কার্য্যে নিরত থাকিত এবং প্রভুর কার্য্য নষ্ট করিত। এক সময় তাহার মৃত্যু হইলে ভয়ঙ্কর যমদূতগণ তাহাকে যমপুরে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিল এবং ঐ শূদ্রকে বন্ধন করিয়া যমের নিকট লইয়া গেল। যম তাহাকে দেখিয়া চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিচক্ষণ অমাত্য চিত্রগুপ্ত! এই ব্যক্তির শুভাশুভ কর্ম্ম কি আছে? তাহা আমার নিকট আমূল বর্ণন কর। চিত্রগুপ্ত কহিলেন,—এই দুরাচার পাপী ব্যক্তি প্রভুর কার্য্য নষ্ট করিত। ইহার অণুমাত্র পুণ্যসঞ্চয় নাই। সুতরাং এ নরকেই পচিতে থাকুক। অনন্তর শতমন্বন্তর কাল পাষাণগৃহে নাগযোনিতে জন্মলাভ করিয়া নিষ্ঠুরভাবে নিরন্তর অবস্থান করাই ইহার পক্ষে উচিত শাস্তি। সূত কহিলেন,—শূদ্র তৎক্ষণাৎ নিরয়ে পাতিত হইল। অনন্তর পাষাণগৃহে নাগযোনিতে জন্ম লইয়া অতিদুঃখে কাল কাটাইতে লাগিল। হে দ্বিজ! একদা আশ্বিন মাসে পূর্ণিমার দিনে ঐ নাগরূপী শূদ্র গর্ত্ত হইতে বাহিরে লাজ ও বরাটিকা সকল নিক্ষেপ করিলে তাহা গিয়া হরির অগ্রে পতিত হইল। এই ঘটনায় দুঃখহারী হরি দয়াপরবশ হইয়া

কদাচিৎ প্রাপ্তকালস্তু পঞ্চত্বং স জগাম হ।
যমদূতাস্তমানেতুং চাগতা বহুশো দ্বিজ॥ ২৪
বদ্ধা নেতুং যদা চক্রুর্যমস্য সদনং প্রতি।
তদাগতা বিষ্ণুদূতাঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ॥ ২৫
পাশং ছিত্বা রথে দিব্যে তমাশু গতকিল্বিষম্।
তত্র চারোপয়ামাসুর্যমদূতাঃ পলায়িতাঃ॥ ২৬
ততো নিকেতনং বিষ্ণোর্নাগস্তৈর্বেষ্টিতো যযৌ
তত্র তস্থৌ হরেরগ্রে পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতঃ॥ ২৭
ভক্ত্যা যো হরয়ে দদ্যাল্লাজাংশ্চ সম্বতান্ দ্বিজ
বরাটিকাং তস্য পুণ্যং ন জানে কিং ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ ২৮
য ইমং শৃণুয়াদ্বিপ্র চাধ্যায়ং পাপনাশনম্।
তস্য নশ্যন্তি পাপানি শ্রীহরেঃ কৃপয়াপি চ॥ ২৯

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে
হরিসপর্য্যামাহাত্ম্যকথনং নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥১৬॥

সত্বর তাহার পাপ প্রশমন করিলেন। অনন্তর একদা কালপ্রাপ্ত হইয়া ঐ নাগ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। হে দ্বিজ! তৎকালে বহু যমদূত তাহাকে লইতে আসিল এবং বন্ধনপূর্ব্বক যেমন তাহারা যমালয়াভিমুখে লইয়া চলিল, অমনি শঙ্খচক্রগদাপাণি বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া পাশচ্ছেদনপূর্ব্বক সত্বর তাহাকে দিব্যরথে আরোহণ করাইল। ইহা দেখিয়া যমদূতগণ পলায়ন করিল। অনন্তর বিষ্ণুদূতবেষ্টিত নাগ বিষ্ণুভবনে গমনপূর্ব্বক পুনরাবৃত্তিরহিত হইয়া হরিসন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিল। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি ভক্তিভরে হরিকে লাজসমূহ ও বরাটিকা দান করে তাহার যে কত পুণ্য হয় তাহা আমি জানি না। হে বিপ্র! যে ব্যক্তি এই পাপহর অধ্যায় শ্রবণ করে, শ্রীহরির কৃপায় তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। ৮—২৯।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।
বিষ্ণুপাদোদকস্যাপি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্।
কথয়স্ব মহাপ্রাজ্ঞ সমূলং মে কৃপার্ণব॥ ১
সূত উবাচ।
সমস্তপাতকধ্বংসি বিষ্ণুপাদোদকং শুভম্।
কণমাত্রং বহেদ্যস্তু সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ॥ ২
বিষ্ণুপাদোদকং ব্রহ্মন্ স্পর্শতঃ পাপনাশনম্।
অকালমরণং নাস্তি গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ॥ ৩
বিষ্ণুপাদোদকং পাপী যঃ পিবেত্তস্য কিল্বিষম্।
শরীরস্থং ক্ষয়ং যাতি কৃতং ব্রহ্মন্ ন সংশয়ঃ॥৪
তুলসীপর্ণসংযুক্তং বিষ্ণুপাদোদকং দ্বিজ।
যো বহেচ্ছিরসা ভক্ত্যা চান্তে যাতি হরের্গৃহম্
মেরুতুল্যসুবর্ণানি দত্ত্বা যৎফলমাপ্যতে।
হরিপাদোদকং স্পৃষ্ট্বা প্রাপ্যতে তৎফলং নরৈঃ
ধেনুকোটিসহস্রাণি যৎফলং লভতে নরৈঃ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ কৃপা-সাগর! তুমি বিষ্ণুপাদোদকের পাপনাশন মাহাত্ম্য আমার নিকট আমূল বর্ণন কর। সূত কহিলেন,—শুভ বিষ্ণুপাদোদক সকল পাতকহর। যে ব্যক্তি কণামাত্র উহা বহন করে সে সর্ব্বতীর্থফল প্রাপ্ত হয়। হে ব্রহ্মন্! বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শ করিলেও পাপনাশ হয়। উহাতে অকালমরণ ঘটে না। উহার স্পর্শে গঙ্গাস্নানসম ফললাভ হইয়া থাকে। যে পাপী বিষ্ণুপাদোদক পান করে তাহার দেহস্থ সমস্ত পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি তুলসীপত্রযুক্ত বিষ্ণু-পাদোদক ভক্তির সহিত মস্তকে বহন করে তাহার হরিভবনে গতি হইয়া থাকে। সুবর্ণ দান করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, নরগণ হরিপাদোদক স্পর্শ করিয়াই সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১—৬। নরগণ কোটি ধেনু দান করিয়া যে ফল লাভ করে বিষ্ণু-পাদোদক স্পর্শ করিয়াই সেই ফল প্রাপ্ত

দত্ত্বা পাদোদকং স্পৃষ্ট্বা তৎফলং প্রাপ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ৭
যজ্ঞকোটিসহস্রাণি কৃত্বা যৎফলমাপ্যতে।
হরিপাদোদকং স্পৃষ্ট্বা তস্মাৎ কোটিগুণং নরৈঃ
কোটিকন্যাপ্রদানেন যৎফলং লভ্যতে জনৈঃ
বিষ্ণুপাদোদকং স্পৃষ্ট্বা ফলং তস্মাদ্দ্বিজাধিকম্
দন্তিকোটিপ্রদানেন সপ্তিকোটিপ্রদানতঃ।
যৎফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ স্পৃষ্ট্বা পাদোদকং হরেঃ
দত্ত্বা মর্ত্ত্যঃ সপ্তদ্বীপাং সশস্যাং যৎফলং লভেৎ
বিষ্ণুপাদোদকং স্পৃষ্ট্বা তস্মাদ্বিপ্রাধিকং লভেৎ
শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি সঙ্ক্ষেপেণাধিকং কিমু।
বিষ্ণুপাদোদকং স্পৃষ্ট্বা পাপী যাতি হরেগৃর্হম্ ॥

শৌনক উবাচ।

স্পৃষ্ট্বা পীত্বা পুরা কেন প্রাণিনাপ্রাপি বৈ গৃহম্
কথয়স্ব হরেঃ সূত মম ত্বং চানুকম্পয়া ॥ ১৩

সূত উবাচ।

পুরা ত্রেতাযুগে পাপী নাম্না বিপ্রঃ সুদর্শনঃ।
জনার্দ্দনদিনে নিত্যমশ্নীয়াৎ স দ্বিজোত্তম ॥ ১৪
শাস্ত্রনিন্দাকরো নিত্যং ব্রতনিন্দাকরঃ সদা।
অন্যাবস্তুঃ ন জানাতি কেবলং স্বোদরং বিনা ॥
একদা প্রাপ্তকালস্তু নিধনং প্রাপ্তবান্ দ্বিজ।
যমদূতাঃ সমায়াতা বদ্ধা নীতো যমালয়ম্ ॥ ১৬
তং দৃষ্ট্বা যমুনাভ্রাতা পপ্রচ্ছ সচিবং রুষা।
ভোঽমাত্য চাস্য যৎপুণ্যং পাপং বদ সমূলতঃ ॥
অসৌ বিপ্রো মহাপাপী ক্রূরকর্ম্মেব দৃশ্যতে ॥ ১৮

চিত্রগুপ্ত উবাচ।

আকর্ণয়াস্য পাপঞ্চ পুণ্যং নাস্ত্যণুমাত্রকম্।
বাসরেঽপি হরের্নিত্যমকরোদ্ভোজনং বিভো ॥
বাসরে কমলাভর্ত্তুশ্চাশ্নীয়াদ্ যো নরাধমঃ।
পুরীষং সোঽশ্নীয়াদ্রাজন্ নিরয়ং যাতি দারুণম্
মন্বন্তরশতং দেহি স্থানস্তু নিরয়েঽপ্যমুম্।
গ্রামক্রোড়স্য যোনৌ হি ততো জন্ম ভবিষ্যতি

সূত উবাচ।

যমাজ্ঞয়া ততো বিপ্র তস্য দূতৈর্ভয়ঙ্করৈঃ।

হইয়া থাকে। সহস্র কোটি যজ্ঞ করিয়া নরগণ যে ফল প্রাপ্ত হয় হরিপাদোদক স্পর্শে তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক ফল পাইয়া থাকে। জনগণ কোটিকন্যা দানে যে ফল পায় বিষ্ণুপাদোদকস্পর্শে তাহা অপেক্ষাও অধিক ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোটি অশ্ব ও কোটি গজ দানে যে ফল হরিপাদোদক স্পর্শ করিয়াই নরগণ সেই ফল লাভ করে। মনুষ্য শস্যশালিনী সপ্তদ্বীপা ধরণী দান করিয়া যে ফল লাভ করে, বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শ করিয়া তাহা অপেক্ষাও অধিক ফল লাভ করিয়া থাকে। হে বিপ্র! বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শ করিয়া পাপী হরিগৃহে গমন করে। এ বিষয়ে সঙ্ক্ষেপে আপনার নিকট এক বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। শৌনক কহিলেন,—হে সূত! পূর্ব্বকালে হরিপাদোদক স্পর্শ বা পান করিয়া কে হরিগৃহ প্রাপ্ত হইয়াছিল, দয়া করিয়া তাহা আমার নিকট বল। সূত কহিলেন,—পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে সুদর্শন নামে এক পাপী ব্রাহ্মণ ছিল। হে দ্বিজবর! ঐ ব্রাহ্মণ হরিবাসরে ভক্ষণ করিত এবং নিত্য শাস্ত্র ও ব্রত নিন্দা করিত। ঐ ব্যক্তি নিজের উদর ভিন্ন অন্য কিছুই জানিত না। হে দ্বিজ! একদিন কাল প্রাপ্ত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। যমদূতেরা আসিয়া তাহাকে বন্ধনপূর্ব্বক যমালয়ে লইয়া গেল। যম তাহাকে দেখিয়া অমাত্য চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভো অমাত্য! ইহার যে কিছু পাপ বা পুণ্য আছে তাহা আমার নিকট আমূল বর্ণন কর। এই বিপ্রকে ক্রূরকর্ম্মা মহাপাপীর ন্যায় দেখা যাইতেছে। ৭—১৮। চিত্রগুপ্ত কহিলেন,—যমরাজ! ইহার পাপকথা শ্রবণ করুন। এই ব্যক্তির অণুমাত্র পুণ্যসঞ্চয় নাই। হে বিভো! এই ব্যক্তি হরিবাসরে নিত্য ভোজন করিত। হে রাজন্! যে নরাধম হরিবাসরে ভোজন করে তাহার পুরীষভক্ষণ করা হয়, সে দারুণ নরকে গমন করিয়া থাকে। অতএব ইহাকে শতমন্বন্তরকাল নরকবাসের আদেশ প্রদান করুন। পরে নরকভোগের পর গ্রামশূকর-

পাতিতস্ত পুরীষে বৈ মন্বন্তরশতাধিকম্ ॥ ২২
ততো মুক্তোঽভবচ্চাসৌ পৃথিব্যাং গ্রামশূকরঃ
চিরং নরকমগ্নীয়াদ্ধরিবাসরভোজনাৎ ॥ ২৩
ততো বিপ্র প্রাপ্তকালঃ পঞ্চত্বং স জগাম হ।
কাকযোনৌ পুনর্জন্ম লেভেঽসৌ বিড়্ভুক্ সদা
একস্মিন্ দিবসে বিপ্র শ্রীহরেশ্চরণোদকম্।
দ্বারদেশে স্থিতং পীত্বা সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ ॥২৫
তস্মিন্নেব দিনে কাকঃ পতিতঃ শবরস্ত চ।
কালে মৃত্যুদশাং প্রাপ্তো ব্যাধেন
বায়সোঽপি চ ॥ ২৬
আগতে স্যন্দনে দিব্যে রাজহংসযুতে শুভে।
আরুহ্য বলিভুগ্ বিপ্র যযৌ স হরিমন্দিরম্ ॥২৭
পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং কথিতং পাপনাশনম্।
যঃ শৃণোতি নরঃ পাপী তস্য পাপং বিনশ্যতি ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে
হরি-চরণোদকমাহাত্ম্যং নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭॥

যোনিতে ইহার জন্ম হইবে। সূত কহিলেন,—অতঃপর ভয়ঙ্কর যমদূতগণ যমের আদেশে শতমন্বন্তর কালের জন্য পুরীষ মধ্যে তাহাকে ফেলিয়া দিল। পরে যথাকালে নরকমুক্ত হইয়া ঐ ব্যক্তি গ্রামশূকররূপে জন্ম গ্রহণ করিল। হরিবাসরে ভোজন করার অপরাধেই তাহার দীর্ঘকাল নরক ভোগ হইয়াছিল। অনন্তর সে কালপ্রাপ্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। পরে সে বিড়্ভোজী বায়সযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিল। এই জন্মে এক দিন সে দ্বারদেশস্থিত হরিচরণোদক পান করিয়া সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইল! এবং ঐ দিনই কালপ্রাপ্ত হওয়ায় ব্যাধের হস্তে তাহার মৃত্যু ঘটিল। অতঃপর দিব্য রাজহংসযুক্ত শুভ রথ আগমন করিল। বায়স তাহাতে আরোহণ করিয়া হরিমন্দিরে প্রস্থান করিল। হরিপাদোদকের পাপহর মাহাত্ম্য কথিত হইল। যে পাপী নর ইহা শ্রবণ করে তাহার পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। ৭—২৮।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

অগম্যাগমনং সূত কুর্য্যাদ্ যো বৈ বিমোহিতঃ
তস্য শুদ্ধির্ভবেৎ কেন কথয়স্ব সমূলতঃ ॥ ১

সূত উবাচ।

অভিগচ্ছতি চাণ্ডালীং শ্বপাকীং যো
দ্বিজোত্তম
উপবাসত্রয়ং কুর্য্যাৎ প্রাজাপত্যঞ্চরেত্ততঃ ॥ ২
সশিখং বপনঞ্চৈব দদ্যাদ্গোদ্বয়মেব চ।
যথার্হং দক্ষিণাং দত্ত্বা শুদ্ধিমাপ্নোতি স দ্বিজঃ ॥
ক্ষত্রিয়ো বাপি চাণ্ডালীং বৈশ্যো বা যদি গচ্ছতি
প্রাজাপত্যং সকৃচ্ছ্রঞ্চ দদ্যাদ্গোমিথুনদ্বয়ম্ ॥ ৪
অনুগচ্ছতি শূদ্রো হি শ্বপাকীঞ্চ তপোধন।
চতুর্গোমিথুনং দদ্যাৎ প্রাজাপত্যং ব্রতং চরেৎ
মাতরং যদি বা গচ্ছেদ্ভগিনীং স্বসুতামপি।
বধূঞ্চ মোহিতো গচ্ছংস্ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণ্যথাচরেৎ ॥
চান্দ্রায়ণত্রয়ং কৃত্বা দদ্যাদ্গোমিথুনত্রয়ম্।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে সূত! যে ব্যক্তি বিমোহিত হইয়া অগম্যাগমন করে, কিরূপে তাহার শুদ্ধি হয়? তাহা আমার নিকট আমূল ব্যক্ত কর। সূত কহিলেন,—যে দ্বিজোত্তম চণ্ডালপত্নীতে উপগত হন, তাহাকে তিনটি উপবাস করিয়া পরে প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিতে হয়। এই ব্রতে সশিখ বপন করিবে, গোযুগল দান করিবে পরে যথাযথ দক্ষিণা দিয়া ব্রাহ্মণ শুদ্ধি লাভ করিবে। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যদি চাণ্ডালীগমন করে তাহা হইলে প্রাজাপত্য কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে এবং গোমিথুনযুগল দান করিবে। হে তপোধন! শূদ্র যদি চাণ্ডালীগমন করে তবে চারিটি গোমিথুন দান ও প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে।১—৫। যদি মোহক্রমে মাতা, ভগ্নী, স্বসুতা ও পুত্রবধূতে উপগত হয় তবে তিনটী কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে, তিনটি চান্দ্রায়ণ করিয়া গোমিথুনত্রয়

সশিখং বপনং কৃত্বা পঞ্চগব্যং পিবেত্ততঃ ॥ ৭
হুতে হুতাগ্নৌ তথাপ্যত্র শুধ্যত্যেবং তপোধন ॥৮
পিতৃদারান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ মাতৃশ্চ ভগিনীং তথা।
গুরুপত্নীং মাতুলানীং ভ্রাতুর্ভার্য্যাং স্বগোত্রজাম্
যদি গচ্ছতি মোহেন প্রাজাপত্যদ্বয়ং চরেৎ ॥৯
চান্দ্রায়ণত্রয়ং ব্রহ্মন্ পঞ্চগোমিথুনানি চ।
বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দদ্যাচ্ছুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ
গাঞ্চ গচ্ছতি যো মূঢ় উপবাসত্রয়ং চরেৎ।
ধেনুং দত্ত্বা তথা চান্নং শুধ্যত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥১১
অশ্বীং খরীং শূকরীঞ্চ কপিন্তু মহিষীং দ্বিজ।
আকণ্ঠতঃ সমাক্ষিপ্য গোময়োদককর্দ্দমে।
তত্র তিষ্ঠেন্নিরাহারো ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥১২
সশিখং বপনং কৃত্বা ত্রিরাত্রমুপবাসয়েৎ ॥ ১৩
একরাত্রং জলে স্থিত্বা শুধ্যত্যেব ন সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণীন্তু যদা গচ্ছেদ্ যো নরঃ কামমোহিতঃ ॥
প্রাজাপত্যত্রয়ং কুর্য্যাৎ চান্দ্রায়ণত্রয়ং তথা।
গোত্রয়ন্তু তথা দদ্যাৎ শুধ্যত্যেব তপোধন ॥ ১৫
ব্রাহ্মণী পঞ্চগব্যন্তু পঞ্চরাত্রং পিবেদ্দ্বিজ।
গোদ্বয়ং দক্ষিণাং দদ্যাৎ শুধ্যত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥
পরাঙ্গনাং যদা গচ্ছেৎ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ।
যথার্গলা তথা যোষিত্তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৭
বর্ণবাহ্যাং তথা নীচামনুগচ্ছেৎ সকৃন্নরঃ।
প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রং শুধ্যত্যেব ন সংশয়ঃ
অঙ্গারসদৃশী যোষিৎ সর্পিঃকুম্ভসমঃ পুমান্।
তস্যাঃ পরিসরে ব্রহ্মন্ ন স্থাতব্যং কদাচন ॥ ১৯
জারেণ জনয়েদ্গর্ভং যা চ নারী কুলান্তকা।
ত্যাজ্যা সা সর্ব্বথা ব্রহ্মংস্তত্র দোষো ন বিদ্যতে
যা চ নারী গৃহাদ্ গচ্ছেৎ ত্যক্ত্বা বন্ধূন্ স্বকানপি
নষ্টা সা চ কুলভ্রষ্টা ন তস্যাঃ সঙ্গমঃ পুনঃ ॥ ২১
যা চ নারী যদা গচ্ছেন্মোহিতা পরপূরুষম্।
প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রং পঞ্চগব্যং পিবেত্ততঃ

দান করিবে, সশিখ বপন করিবে, পরে পঞ্চগব্য পান করিবে। অনন্তর অগ্নিতে আহুতি দিয়া নর শুদ্ধি লাভ করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বিমাতা, মাতৃস্বসা, গুরুপত্নী, মাতুলানী, ভ্রাতৃবধূ ও সগোত্রজা নারীতে গমন করিয়া নর দুইটি প্রাজাপত্য আচরণ করিবে, তিনটি চান্দ্রায়ণ করিবে এবং ব্রাহ্মণদিগকে পঞ্চগোমিথুন দক্ষিণা দিবে। এইরূপ করিলে নিশ্চয় শুদ্ধি লাভ হয়। যে মূঢ় গো-গমন করে তাহাকে তিনটি উপবাস করিয়া ধেনু ও অন্নদানপূর্ব্বক শুদ্ধিলাভ করিতে হয়। যে ব্যক্তি অশ্বী, গর্দ্দভী, শূকরী, বানরী ও মহিষীতে উপগত হয় সে গোময়োদককর্দ্দমে আকণ্ঠমগ্ন হইয়া নিরাহারে ত্রিরাত্র অবস্থান করিলেই শুদ্ধিলাভ করে। এই কার্য্যে সশিখ বপন করিবে, ত্রিরাত্র উপবাস করিবে এবং একরাত্র জলে অবস্থান করিয়া নিশ্চয় শুদ্ধিলাভ করিবে। যে নর কামমোহিত হইয়া ব্রাহ্মণীগমন করে তাহাকে তিনটি প্রাজাপত্য ও তিনটি চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। হে তপোধন! এই ব্যাপারে তিনটি গোদান করিয়া পরে শুদ্ধিলাভ করিবে। ৬—১৫। হে দ্বিজ! ব্রাহ্মণী তাদৃশ ব্যভিচার করিলে পঞ্চরাত্র পঞ্চগব্য পান করিবে, গোযুগল দক্ষিণা দিবে, এইরূপ করিলেই নিশ্চয় শুদ্ধিলাভ করিবে। নর পরনারী গমন করিয়া কৃচ্ছ্রসান্তপন আচরণ করিবে। নারী মুক্তির পক্ষে অর্গলস্বরূপ, সুতরাং তাহাকে বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। নর যদি বর্ণবাহ্য নীচনারীতে একবারও উপগত হয় তবে কৃচ্ছ্রপ্রাজাপত্য করিলেই তাহার শুদ্ধিলাভ হয়। নারী জ্বলন্ত অঙ্গার সদৃশ, পুরুষ ঘৃতকুম্ভসম, সুতরাং ইহাদিগের একত্র অবস্থান কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে কুলনাশিনী নারী উপপতিদ্বারা গর্ভ উৎপাদন করে, হে ব্রহ্মন্! তাহাকে ত্যাগ করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এরূপ ত্যাগে কোনই দোষ নাই। যে নারী স্বীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে গমন করে, সেই নষ্টা কুলভ্রষ্টা নারীর সহিত সঙ্গম পুনরায় আর কর্ত্তব্য নহে। যে নারী মোহিত হইয়া পরপুরুষ গমন করে, সে কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য করিয়া

গোদ্বয়ঞ্চ ততো দদ্যাৎ শুধ্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥
ব্রাহ্মণী বালিশা ব্রহ্মন্ মোহিতা পরপুরুষম্।
যদা গচ্ছেৎ তদা ত্যাজ্যা জনৈর্দোষো ন বিদ্যতে ॥২৩
যো গচ্ছেদ্ ব্রাহ্মণীং বিপ্র ভূসুরঃ কামমোহিতঃ
গোতিলাংশ্চ তদা দদ্যাৎ শুধ্যত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে-হগম্যাগমননিষ্কৃতিকথনং নামা-ষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ।

স্থত উবাচ।

অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরাং সংস্পৃশ্য বা পুন
যথা শুদ্ধির্ভবেত্তেষাং কথয়ামি শৃণু দ্বিজ ॥ ১
প্রাজাপত্যদ্বয়ং কুর্য্যাৎ তীর্থাভিগমনং মুনে।
বৃষৈকাদশগোদানং সশিখং বপনং ততঃ ॥ ২
গত্বা চতুষ্পথং সর্ব্বং প্রাজাপত্যব্রতং তথা।
গোদ্বয়ঞ্চ ততো দদ্যাৎ পঞ্চগব্যং পিবেত্ততঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু শুধ্যত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥
চাণ্ডালান্নং জলঞ্চৈব জ্ঞানতোহপি বিপত্তিষু।
যদি ভুঙ্‌ক্তে নরঃ কশ্চিৎ কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং চরেৎ
সশিখং বপনং কৃত্বা পঞ্চগব্যং ততঃ পিবেৎ।
একদ্বিত্রিচতুর্গাবো দেয়া বিপ্রেষ্বনুক্রমাৎ ॥৫
বৃষলান্নং সূতকান্নমভোজ্যান্নং জলঞ্চ বৈ।
শূদ্রোচ্ছিষ্টং যদা ভুঙ্‌ক্তে জ্ঞানতো বা বিপত্তিষু
প্রাজাপত্যদ্বয়ং কুর্য্যাৎ চান্দ্রায়ণত্রয়ং তথা।
গোদ্বয়ঞ্চ ততো দদ্যাৎ পঞ্চগব্যং পিবেদ্দ্বিজ ॥
হুত্বা হুতৌ বহূন্ বিপ্রান্ ভোজ্যশুদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৮
আখুনকুলমার্জ্জারৈরন্নং চেদ্ভক্ষিতং দ্বিজ।
তিলদর্ভোদকৈঃ প্রোক্ষ্য শুধ্যত্যেব ন সংশয়ঃ
পলাণ্ডুং লশুনং শিগ্রুমলাবুং গৃঞ্জনং পলম্।

পরে পঞ্চগব্য পান এবং গোযুগল দান করিবে। এইরূপ করিলেই তাহার শুদ্ধি হইবে। হে ব্রহ্মন্! যে মূর্খ ব্রাহ্মণী মোহিত হইয়া পরপুরুষ গমন করে, তাহাকে সেই দণ্ডেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এরূপ ত্যাগে দোষ কিছুই নাই। যে ব্রাহ্মণ কামমোহিত হইয়া ব্রাহ্মণীসঙ্গম করে সেই কালেই তাহাকে গো ও তিল দান করিতে হয়। এইরূপ করিলেই তাহার শুদ্ধি হইয়া থাকে। ১৬—২৪।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজ! অজ্ঞানত, বিষ্ঠামূত্র ভক্ষণ বা সুরা স্পর্শ করিয়া যেরূপে শুদ্ধি হয়, তাহা তোমার নিকট কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে মুনে! ঐরূপ পাপে দুইটী প্রাজাপত্য, তীর্থপর্য্যটন, একাদশ বৃষ ও কপিলা গোদান, এবং সশিখ বপন করিবে, চতুষ্পথে গিয়া প্রাজাপত্য ব্রত ও গোযুগল দান করিবে, পরে পঞ্চগব্য পান করিবে; অনন্তর ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া নিশ্চয় শুদ্ধিলাভ করিবে। যদি কেহ বিপদে পড়িয়া জ্ঞানপূর্ব্বক চাণ্ডালের অন্ন-জল ভক্ষণ করে, তবে তাহাকে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। ঐ ব্যক্তি সশিখ বপন করিয়া পরে পঞ্চগব্য পান করিবে। এই কার্য্যে যথাক্রমে বিপ্রগণকে একটী, দুইটী, তিনটী, এবং চারিটি গো দান করিয়া পরে পঞ্চগব্য পান করিবে। বিপৎকালে জ্ঞানপূর্ব্বক শূদ্রোচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলে দুইটী প্রাজাপত্য করিতে হয়। হে দ্বিজ! ইহাতে দুইটী গো দান করিয়া পরে পঞ্চগব্য পান করিবে। পরে অগ্নিতে হোম ও বহু বিপ্র ভোজন করাইয়া নিশ্চয় শুদ্ধি লাভ করিবে। মূষিক, মার্জ্জার ও নকুল কর্ত্তৃক যদি অন্ন ভক্ষিত হয়, তবে তিল ও দর্ভোদকে প্রোক্ষণ করিলে নিশ্চয় শুদ্ধ হইবে।১—৯। হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি পলাণ্ডু,

ভুঙ্ক্তে যো বৈ নরো ব্রহ্মন্ ব্রতং চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ১০
মদ্যমাংসপ্রিয়ং শূদ্রং নীচকর্ম্মানুবর্ত্তিনঃ।
তং শূদ্রং বর্জ্জয়েদ্বিপ্র শ্বপাকমিব দূরতঃ ॥ ১১
দ্বিজসেবানুরক্তা যে মদ্যমাংসবিবর্জ্জিতাঃ।
দানস্বকর্ম্মনিরতাস্তে জ্ঞেয়া বৃষলোত্তমাঃ ॥ ১২
অজ্ঞানাদ্ ভুঞ্জতে বিপ্র সূতকে মৃতকে যদি।
গায়ত্র্যা দশভির্বিপ্রঃ শতৈর্বাপি শুচির্ভবেৎ ॥ ১৩
সহস্রৈঃ ক্ষত্রিয়শ্চৈব বৈশ্যঃ পঞ্চসহস্রকৈঃ।
পঞ্চগব্যৈর্ভবেচ্ছুদ্ধো বৃষলোঽপি তপোধন ॥ ১৪
আজ্যন্তু তোয়ং নীচস্য ভাণ্ডস্থং দধি যঃ পিবেৎ
অজ্ঞানতোঽপি যো বর্ণঃ প্রাজাপত্যব্রতং চরেৎ ॥ ১৫
দানং বহুতরং দদ্যাচ্ছুদ্ধো হ্যগ্নৌ যথাবিধি।
শূদ্রাণাং নোপবাসোঽপি দানেনৈব বিশুধ্যতি
সশিখং বপনং কুর্য্যাদহোরাত্রোপবাসতঃ ॥ ১৬
নীচৈর্দণ্ডাদিভিশ্চৈব তাড়িতো যো নরো দ্বিজ
প্রাজাপত্যব্রতং কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণব্রতন্তু বা ॥ ১৭
সশিখং বপনঞ্চৈব পঞ্চগব্যং পিবেত্ততঃ।
গোদ্বয়ন্তু ততো দদ্যাদগ্নৌ চান্নাদিকং হুতম্ ॥ ১৮
মদ্যপানং গৃহে বিপ্র জ্ঞানতোঽপি যদৃচ্ছয়া।
যদি ভুঙ্ক্তে নরঃ কশ্চিৎ পাত্যঃ সোঽপি কুলার্ণবঃ ॥ ১৯
গোবীজহন্তা যো বিপ্রশ্ছেদকশ্চ দলস্য চ।
স্বর্ণস্তেয়ী ভবেৎ কৃচ্ছ্রং প্রাজাপত্যত্রয়ং চরেৎ ॥
সশিখং বপনং কৃত্বা পঞ্চগব্যং তথা পিবেৎ।
যথাবিধি হুতং চাগ্নৌ দদ্যাদ্ধেনুত্রয়ং তথা ॥ ২১
তস্য ভুক্তং জলঞ্চৈব গ্রাহ্যং স্যাদ্বৈ তপোধন ॥
প্রাতস্ত্র্যহন্তু চাশ্নীয়াত্র্যহং সায়মযাচিতম্।
ত্র্যহঞ্চৈব তু নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যমিদং ব্রতম্
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্
দিনদ্বয়ং পিবেদ্বিপ্র চৈকরাত্রমুপোষিতঃ।
সর্ব্বপাপহরং কৃচ্ছ্রং মুনে সান্তপনং স্মৃতম্ ॥ ২৪

লশুন, শিগ্রু, অলাবু, গৃঞ্জন ও মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হয়। হে বিপ্র! যে শূদ্র মদ্যমাংসপ্রিয়, তাহাকে চণ্ডালবৎ দূর হইতে বর্জ্জন করিবে। যাহারা দ্বিজসেবায় অনুরক্ত, মদ্যমাংসবর্জ্জিত, এবং দান ও অন্যান্য স্বকর্ম্মে নিরত, জানিবে—তাহারাই উত্তম শূদ্র। হে বিপ্র! যে বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ জনন বা মরণাশৌচযুক্ত জনের অন্ন ভক্ষণ করে, সে দশ বা শত সংখ্যক গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে, ক্ষত্রিয় সহস্র এবং বৈশ্য পঞ্চসহস্র জপে শুদ্ধি লাভ করিবে। হে তপোধন! শূদ্র ঐরূপ করিলে পঞ্চগব্য পানেই শুদ্ধ হইবে। লোক নীচজনের ভাণ্ডস্থ আজ্য, জল বা দধি অজ্ঞানবশেও পান করিলে প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে, বহুতর দান করিবে এবং অগ্নিতে যথাবিধি হোম করিয়া শুদ্ধ হইবে। শূদ্র জাতির উপবাস নাই, তাহারা দান করিয়াই শুদ্ধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নীচগণ কর্ত্তৃক দণ্ডাদি দ্বারা তাড়িত হয়, সে অহোরাত্র উপবাস করিয়া সশিখ বপন করিবে, অথবা প্রাজাপত্য ব্রত কিম্বা চান্দ্রায়ণ করিবে, সশিখ বপন করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে, পরে গোযুগল দান ও অগ্নিতে অন্নাদি হোম করিবে। হে বিপ্র! যাহার গৃহে জ্ঞানত যদৃচ্ছাক্রমে মদ্যপান চলিতে থাকে, যদি কোন নর তাহার গৃহে ভোজন করে, তবে তাহাকে কুল হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। ১০—১৯। যে ব্যক্তি গো ও বীজহন্তা, দলচ্ছেদক বা স্বর্ণস্তেয়ী তাহার শুদ্ধির জন্য তিনটী প্রাজাপত্য করিতে হয়। অনন্তর সশিখ বপন করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে এবং অগ্নিতে যথাবিধি হোম করিয়া ধেনুত্রয় দান করিবে। এইরূপ করিলে তবে তাহার অন্ন-জল গ্রাহ্য হইবে। ত্র্যহ প্রাতঃকালে, ত্র্যহ সায়ংকালে, এবং ত্র্যহ অযাচিত ভক্ষণ করিবে, ইহা ছাড়া তিন দিন উপবাস করিয়া থাকিবে, ইহাই হইল প্রাজাপত্য ব্রত। হে মুনে! এক রাত্র উপবাস করিয়া দুই দিন যাবৎ গোমূত্র, গোময়, ক্ষীর, দধি, ঘৃত ও কুশোদক পান করিতে হয়। ইহার নাম সর্ব্বপাপহর কৃচ্ছ্র সান্তপন।

গ্রাসং ত্র্যহন্ত চৈকৈকং প্রাতঃ সায়মযাচিতম্।
অদ্যাত্র্যহং চোপবসেদতিকৃচ্ছ্রমিদং ব্রতম্ ॥ ২৫
প্রতিত্র্যহং পিবেদুষ্ণং জলং ক্ষীরং ঘৃতং দ্বিজ
সকৃৎনারী তপ্তকৃচ্ছ্রং স্মৃতং পাপহরং মুনে ॥ ২৬
অভোজনং দ্বাদশাহং কৃচ্ছ্রোঽয়ং পাপনাশনঃ।
পরাকো নাম বিজ্ঞেয়ঃ প্রসিদ্ধশ্চ তপোধন ॥২৭
একৈকং বর্দ্ধয়েৎ পিণ্ডং শুক্লে কৃষ্ণে চ হ্রাসয়েৎ
ইন্দুক্ষয়ে ন ভুঞ্জীত চান্দ্রায়ণব্রতং স্মৃতম্ ॥২৮
অশ্নীয়াচ্চতুরঃ প্রাতঃ পিণ্ডান বিপ্র সমাহিতঃ।
চতুরোঽস্তমিতে চার্কে শিশুচান্দ্রায়ণং স্মৃতম্ ॥
কুষ্মাণ্ডঘাতিনী নারী পঞ্চগব্যং পিবেত্র্যহম্।
কুষ্মাণ্ডপঞ্চকং দদ্যাৎ সসুবর্ণং সবস্ত্রকম্।
তস্যা বারি তথা ভক্তং গ্রাহ্যং স্যাদ্ধি তপোধন

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে বিবিধ-
পাপনিষ্কৃতিকথনং নামৈকোন-
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

প্রাতে এবং সায়ংকালে তিন তিন দিন এক এক গ্রাস ভক্ষণ, এবং তিন দিন অযাচিত ভোজন ও তিন দিন উপবাস এইরূপ আচরণই অতিকৃচ্ছ্র ব্রত। প্রত্যেক তিন তিন দিনে উষ্ণ জল, ক্ষীর ও ঘৃত এক একবার মাত্র পান করিতে হয়। হে মুনে! ইহার নাম পাপহর তপ্তকৃচ্ছ্র। দ্বাদশাহ উপবাসাত্মক পাপহর কৃচ্ছ্র ব্রতের নাম প্রসিদ্ধ পরাক ব্রত। শুক্ল পক্ষে এক এক পিণ্ড বৃদ্ধি করিয়া কৃষ্ণপক্ষে এক একটী কমাইয়া আনিবে এবং অমাবস্যায় উপবাসী থাকিবে, এইরূপ আচরণের নাম চান্দ্রায়ণ ব্রত। সমাহিত হইয়া উদয়ে চারি পিণ্ড এবং অস্তকালে চারি পিণ্ড ভোজন করিতে হয়, এইরূপ আচরণের নাম শিশুচান্দ্রায়ণ। যে নারী কুষ্মাণ্ড ছেদন করে, তিন দিন তাহাকে পঞ্চগব্য পান করিতে হয়। পরে পাঁচটী কুষ্মাণ্ড ও সবস্ত্র সুবর্ণ দান কর্ত্তব্য। এইরূপ [illegible] তবে সেই নারীর জল ও [illegible] হইবে। ২০—৩০।

উনবিংশ অধ্যায় [illegible]। ১৯।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

সুকৃতং কিং তথা ব্রূহি কৃত্বা সংসারসাগরাৎ।
তরিষ্যন্তি কলৌ সূত তমোঽন্ধকূপমণ্ডুকাঃ ॥১

সূত উবাচ।

রাধাকৃষ্ণপ্রিয়ে চোর্জ্জে প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ
রাধাদামোদরং ভক্ত্যা কুর্য্যাৎ পূজাং সমাহিতা
ত্যক্তামিষাদিকং ব্রহ্মন পতিসেবাপরায়ণা।
সা যাতি শ্রীহরেঃ স্থানং গোলোকাখ্যং
সুদুর্ল্লভম্ ॥ ৩
রাধাদামোদরাভ্যাং যা ধূপং দীপন্তু কার্ত্তিকে।
দদ্যাৎ সা ভবনং বিষ্ণোর্যাতি বৈ ত্যক্ত-
পাতকা ॥ ৪
যোষিদ্যা কার্ত্তিকে বিপ্র দদ্যাদ্ বস্ত্রং নিকেতনে
রাধাদামোদরাভ্যান্ত বসেৎ সা শ্রীহরেশ্চিরম ॥
রাধাদামোদরাভ্যাং যা পুষ্পং মাল্যং
সুবাসিতম্।

বিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে সূত। কলিকালে কিরূপ সুকৃত আচরণ করিয়া অন্ধকূপের মণ্ডূকপ্রায় নারীগণ সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার লাভ করে? সূত কহিলেন,—রাধাকৃষ্ণের প্রিয় কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃস্নান করিয়া সমাহিতভাবে রাধা ও দামোদরের পূজা করিবে। হে ব্রহ্মন্! পতিসেবাপরায়ণা যে নারী আমিষাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক এইরূপ কার্য্য করে, সে গোলোক নামক সুদুর্লভ শ্রীহরিস্থানে গমন করিয়া থাকে। যে নারী কার্ত্তিকে রাধা ও দামোদরকে ভক্তিভরে ধূপ দীপ দান করে, সে বীতপাপ হইয়া বিষ্ণুভবনে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যে নারী কার্ত্তিকে বিষ্ণুকে বস্ত্র দান করে, সে রাধাদামোদর সহ শ্রীহরিভবনে চিরকাল বাস করিয়া থাকে। ১—৫। যে নারী কার্ত্তিকে রাধাদামোদরকে সুবাসিত পুষ্পমাল্য প্রদান

কার্ত্তিকে মাসি সা দদ্যাদ্ যাতি বৈকুণ্ঠমন্দিরম্
গন্ধং যা চাপি নৈবেদ্যং দদ্যাদ্বৈ শর্করাদিকম্
রাধাদামোদরাভ্যাং সা গচ্ছেদ্বৈ বিষ্ণুমন্দিরম্ ॥
যৎকিঞ্চিদ্যচ্ছতি ব্রহ্মন্ কার্ত্তিকে চ দ্বিজাতয়ে
রাধাদামোদরপ্রীত্যৈ তস্যাঃ পুণ্যাক্ষয়ং ভবেৎ
যা নারী কার্ত্তিকে ভক্ত্যা রাধাদামোদরং দ্বিজ
প্রাতঃ সপর্য্যাং সা যাতি ন কুর্য্যান্নিরয়ং চিরম্
কদাচিজ্জন্ম ভূমৌ সা বিধবা প্রতিজন্মনি।
ভবেচ্ছান্নাদ্য পূর্ব্বং বৈ চাপ্রিয়া স্বামিনোঽপি চ
পুরা ত্রেতাযুগে বিপ্র বৃষলো নাম শঙ্করঃ।
সৌরাষ্ট্রদেশবাসী চ তস্য জায়া কলিপ্রিয়া ॥১১
জারাকাঙ্ক্ষী সদা নাম্না তৃণবন্মন্যতে পতিম্।
অসৌ পতির্ন মে যোগ্যো মে স্বামী পরপূরুষঃ
ইতি মত্বা সদা তস্মৈ চোচ্ছিষ্টন্তু দদাতি বৈ ॥
নীচসঙ্গান্মহামূঢ়া মদ্যং মাংসং চখাদ হ।
স্বামিনো ভৎর্সনাং নিত্যং কুর্য্যাৎ কামন্তু
নিষ্ঠুরা ॥১৩

পাদরজ্জুর্ভবেচ্চাসৌ কস্মাদ্বৈ ন মৃতোঽপি চ।
মৃতে তস্মিন্নহং ভোগং করিষ্যামি যদৃচ্ছয়া ॥
বিচার্য্যেতি হৃদা মূঢ়া জারেণৈকেন সা তদা।
অন্যদেশং গমিষ্যাবঃ সঙ্কেতমকরোদ্দ্বিজ ॥ ১৫
সুপ্তস্য স্বামিনো রাত্রৌ চাসিনা তদ্গলং দ্বিজ।
ছিত্বা জারকৃতে সাপি সঙ্কেতস্য স্থলং গতা ॥১৬
আগতং জারপুরুষং দ্বীপিনা ভক্ষিতং দ্বিজ।
দৃষ্ট্বা সা রোদনং কৃত্বা মূর্চ্ছিতা নিপপাত হ ॥ ১৭
চিরাদাশ্বস্য সা মূঢ়া করুণং বিললাপ হ ॥ ১৮

কলিপ্রিয়োবাচ।

স্বকীয়ং স্বামিনং হত্বা চাগতা পরপুরুষম্।
তং জারং স্বামিনং দৈবাৎ শার্দ্দুলোঽভক্ষয়ন্মম
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি বিধাত্রা বঞ্চিতাস্ম্যহম্

সূত উবাচ।

ততঃ কলিপ্রিয়া ব্রহ্মন্নাগতা স্বগৃহং প্রতি।

করে, সে বিষ্ণুমন্দির—বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যে নারী কার্ত্তিকে রাধা-দামোদরকে গন্ধ ও শর্করাদি নৈবেদ্য দান করে, সে বিষ্ণু-মন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকে। কার্ত্তিকে রাধা-দামোদরের প্রীতির জন্য নারী যৎকিঞ্চিৎ বস্তু প্রদান করিলেও তাহার অক্ষয় পুণ্য হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! যে নারী ভক্তিপূর্ব্বক রাধাদামোদরকে কার্ত্তিকের প্রতি প্রাতে পূজা করে, সে নারী কখন নিরয়ে গমন করে না, বা সে কখন কোন জন্মেই বিধবা হয় না। হে বিপ্র! পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে শঙ্কর নামে এক বৃষল ছিল। শঙ্কর সৌরাষ্ট্রদেশে বাস করিত। তাহার পত্নীর নাম ছিল কলিপ্রিয়া। কলিপ্রিয়া সর্ব্বদাই উপপতি প্রার্থনা করিত, নিজের পতিকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিত, ভাবিত—এই পতি আমার যোগ্য নয়, পরপুরুষই আমার যোগ্য পতি। এইরূপ মনে করিয়া বৃষলী সর্ব্বদাই নিজ পতিকে উচ্ছিষ্ট দান করিত। নীচজনের সংস্পর্শবশে ঐ মহামূঢ়া শূদ্রপত্নী মদ্য-মাংস ভক্ষণ করিত। তাহার নির্ম্মম স্বভাবগুণে সে সর্ব্বদাই স্বামীকে ভৎর্সনা করিত, ঐ নারী মনে মনে ভাবিত—এই স্বামী আমার শৃঙ্খল স্বরূপ, ইহার মৃত্যু হইতেছে না, এই স্বামী মরিলে আমি যথেচ্ছ ভোগ করিতে পারিব। এইরূপ স্থির করিয়া সে একজন জারের সহিত দেশান্তরে যাইবার সঙ্কেত করিল। কলিপ্রিয়ার স্বামী রাত্রিতে নিদ্রিত ছিল। কলিপ্রিয়া অসি দ্বারা তাহার কণ্ঠ ছেদন করিয়া উপপতির নিমিত্ত সঙ্কেতস্থলে গমন করিল। হে দ্বিজ! কলিপ্রিয়ার উপপতি তথায় উপস্থিত হইলে একটা ব্যাঘ্র তাহাকে ভক্ষণ করে! কলিপ্রিয়া এই ঘটনা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অচৈতন্য হইয়া পতিত হয়। বহুক্ষণ পরে আশ্বস্ত হইয়া কলিপ্রিয়া করুণ-কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিল। ৬—১৮। সে কহিল—আহা! আমি নিজ স্বামীকে হত্যা করিয়া পরপুরুষের নিকট আসিলাম, কিন্তু দৈব-ক্রমে একটা ব্যাঘ্র তাহাকে খাইয়া ফেলিল! ... ব! কোথায় যাইব! বিধাতাই ... করিলেন। সূত কহিলেন,— ... প্রিয়া স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন

লপনে স্বামিনো দত্বা মুখঞ্চ বিললাপ সা ॥ ২০

কলিপ্রিয়োবাচ।

হা নাথ কিং কৃতং কর্ম্ম ময়া হন্তাতিদারুণম্।
কং লোকং বা গমিষ্যামি বদ স্বামিন্ মনাগ্
গিরম্ ॥ ২১
ভর্ৎসনান্তু যথাকামং কুর্য্যাঞ্চাহং সুনিন্দিতা।
কিঞ্চিন্ন বদসি স্বামিন্নেনো যন্মে ন বিদ্যতে ॥২২

সূত উবাচ।

ননাম চরণৌ তস্য গতান্যনগরং প্রতি।
তত্র প্রবিষ্টা সা যোষিদ্দৃষ্ট্বা পুণ্যজনান বহূন॥
উর্জ্জে স্নানপরান প্রাতর্নর্ম্মদায়াঞ্চ বৈষ্ণবান।
তত্র নদ্যাং স্ত্রিয়শ্চাপি রাধাদামোদরং দ্বিজ ॥২৪
সপর্য্যাঞ্চ কৃতাং চৈব শঙ্খনাদৈর্ম্মহোৎসবৈঃ।
গন্ধপুষ্পৈ ধূপদীপৈ-র্বস্ত্রৈর্নানাবিধৈঃ ফলৈঃ ॥২৫
মুখবাসৈর্ভক্তিযুক্তা দৃষ্ট্বা সা বিনয়ান্বিতা।
পপ্রচ্ছ ব্রত যুয়ং মে কিমেতৎ ক্রিয়তে স্ত্রিয়ঃ ॥

স্ত্রিয় উচুঃ।

সর্ব্বমাসোত্তমে চোর্জ্জে রাধাদামোদরৌ শুভৌ
পূজাং কৃত্বা বয়ং মাতঃ সর্ব্বপাপহরাং শুভাম্।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং নষ্টং প্রাপ্তং
নিকেতনম্ ॥ ২৭
সপর্য্যামামিষং ত্যক্ত্বা কৃত্বা সা চ হরের্দ্দিনে।
নিধনং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ গতা সা নির্ম্মলা দ্বিজ ॥২৮
কিঙ্করাশ্চাগতাস্তূর্ণং যমস্য নিলয়ং প্রতি।
নেতুং তাং ক্রোধসংযুক্তা ববন্ধুশ্চর্ম্মরজ্জুভিঃ॥
তদাগতা বিষ্ণুদূতা বিমানং স্বর্ণনির্ম্মিতম্।
শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারিণো বনমালিনঃ ॥ ৩০
নিজঘ্নুশ্চক্রধারাভির্যমদূতাঃ পলায়িতাঃ।
রাজহংসযুতে বিপ্র বিমানে স্বর্ণনির্ম্মিতে ॥ ৩১
আরূঢা সা গতা তৈস্তু বেষ্টিতা বিষ্ণুমন্দিরম্।
তত্র তস্থৌ চিরং ভোগং কৃত্বা সা বৈ
যথেপ্সিতম্ ॥ ৩২
যা কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে বিপ্র রাধাদামোদরার্চ্চনম্

করিল এবং স্বামীর বদনে স্বীয় বদন স্থাপন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। কলিপ্রিয়া কহিল,—হা নাথ। আমি কি দারুণ কর্ম্ম করিলাম। হে স্বামিন! আমি এই দারুণ কর্ম্ম করিয়া কোন লোকে গমন করিব, তাহা তুমি বলিয়া দাও। আমি অতি সুনিন্দিতা, তাই তোমাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনাই করিয়াছি,—কিন্তু তুমি তাহাতে আমাকে কিছুই বল নাই। সূত কহিলেন,—কলিপ্রিয়া এই বলিয়া বৃষলের চরণযুগলে প্রণাম করিয়া অন্য নগরে প্রয়াণ করিল। সে তথায় প্রবেশ করিয়া কার্ত্তিক মাসের প্রাতে বহু বৈষ্ণবজনকে নর্ম্মদায় স্নান করিতে দেখিল। হে দ্বিজ! কলিপ্রিয়া সেই নদীতে বহু স্ত্রীলোককেও স্নান করিতে দেখিল। দেখিল—তাহারা চন্দন পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র ও নানাবিধ ফল দ্বারা রাধা-দামোদরের অর্চ্চনা করিতেছে [illegible] মহোৎ-সবের সহিত শঙ্খনাদ করিতেছে। [illegible] ভক্তিযুক্তভাবে ইহা দেখিয়া [illegible] কহিল,—হে স্ত্রীগণ! [illegible]

কোন্ ব্রত করিতেছ? স্ত্রীগণ কহিল,—হে মাতঃ। সর্ব্বমাসের শ্রেষ্ঠ মাস কার্ত্তিক মাসে শুভ রাধা-দামোদরকে আমরা পূজা করিতেছি। এই পূজায় কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। এই ঘটনার পর কলিপ্রিয়া আমিষ বর্জ্জনপূর্ব্বক হরিবাসরে হরিপূজা করিয়া নিষ্পাপ দেহে পূর্ণিমার দিন নিধন প্রাপ্ত হইল। যমকিঙ্করেরা আসিয়া তাহাকে যমালয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সক্রোধে চর্ম্মরজ্জু দ্বারা বন্ধন করিল। তখন শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী বিষ্ণুদূতগণ স্বর্ণনির্ম্মিত বিমান লইয়া আগমন করিল এবং চক্রধারা দ্বারা যমদূতগণকে আহত করিল। যমদূতেরা পলাইল। হে বিপ্র! তখন রাজহংসযুত স্বর্ণনির্ম্মিত বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুদূত-গণবেষ্টিতা সেই নারী বিষ্ণুমন্দিরে প্রয়াণ করিল এবং চিরকাল তথায় যথেপ্সিত ভোগ উপভোগ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। হে বিপ্র! যে নারী কার্ত্তিকে রাধাদামো-

যাতি পূতা ত্যক্তপাপা গোলোকাখ্যং মনোহরম্‌।
য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা যা চ নারী সমাহিতা।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তস্য তস্যা বিনশ্যতি॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে রাধা-দামোদরপূজা-মাহাত্ম্যকথনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।
কথয়স্ব মুনে সূত সর্ব্বমাসোত্তমস্য চ।
কার্ত্তিকস্য বিধিং সম্যঙ্‌নিয়মান বক্তুমর্হসি॥ ১
সূত উবাচ।
আশ্বিনস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ পৌর্ণমাস্যাং সমাহিতঃ।
কার্ত্তিকস্য ব্রতং কুর্য্যাদযাবদুত্থোধিনী ভবেৎ॥২
দিবা বিপ্র নরঃ কুর্য্যান্মলমূত্রমুদঙ্মুখঃ।
ভবেন্মৌনী চ সর্ব্বত্র রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ॥ ৩
পথ্যম্ভসি চ গোষ্ঠেষু শ্মশানে বল্মিকে দ্বিজ।
কুর্য্যান্নুৎসর্জ্জনং নৈব ব্রতী মূত্রপুরীষয়োঃ॥ ৪
অত্যুত্তমেষু স্থানেষু মলমূত্রং ন কারয়েৎ॥ ৫
শুদ্ধাং মৃদং গৃহীত্বাথ বামং প্রক্ষালয়েৎকরম্‌।
অদ্ভির্মৃদাপি শুদ্ধ্যর্থং পূর্ব্বং বিংশতিসংখ্যয়া॥ ৬
একা লিঙ্গে গুদে পঞ্চ তথা বামকরে দশ।
উভয়োর্দ্দশ দাতব্যা পাদয়োশ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিঃ॥৭
মুখশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যাৎ সঙ্কল্পং স্নপনস্য চ।
হৃদি দামোদরং ধ্যাত্বা ইমং মন্ত্রং ততো বদেৎ
কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
দামোদরস্য প্রীত্যর্থং রাধয়া পাপনাশনম্‌॥ ৯
নমঃ পদ্মনাভায় শ্রীকৃষ্ণ জলশায়িনে।
নমস্তে রাধয়া সার্দ্ধং গৃহাণার্ঘ্যং প্রসীদ মে॥ ১০
স্নানং কুর্য্যাত্ততো বিপ্র তিলকঞ্চ যথাবিধি।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্তু কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
নিষ্ফলং কর্ম্ম তৎসর্ব্বং সত্যমেতন্ময়োচ্যতে॥১১
যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রবিনাকৃতম।
তদ্দর্শনং ন কর্ত্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ॥১২

দরের অর্চ্চনা করে, সে অর্চ্চনাপ্রভাবে নিষ্পাপ হইয়া মনোহর গোলোকে গমন করে। যে নারী সমাহিত হইয়া ভক্তিভরে ইহা শ্রবণ করে, তাহারও কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। ১৯—৩৪।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে মুনে! সর্ব্বমাসোত্তম কার্ত্তিক মাসের বিধি ও নিয়ম সকল সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজবর! আশ্বিনের পূর্ণিমায় সমাহিত হইয়া ব্রতারম্ভ করিবে, যাবৎ উদ্‌বোধিনী তিথি তাবৎ ব্রত করিবে। নর দিবায় উদঙ্মুখ হইয়া এবং রাত্রিতে দক্ষিণামুখ হইয়া মৌনভাবে মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে। ব্রতী ব্যক্তি জলে পথে গোষ্ঠে শ্মশানে বা বল্মীকে মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে না। যে সকল অতি উত্তম স্থান, সে সমুদায় স্থানেও মলমূত্র পরিত্যাগ কর্ত্তব্য নহে। শুদ্ধ মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া বাম কর প্রক্ষালন করিবে। জল ও মৃত্তিকা দ্বারা শুদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্বে বিংশতিবার করপ্রক্ষালন করিবে। লিঙ্গে একবার, গুহ্যে পঞ্চবার, বামকরে দশবার, উভয় হস্তে দশবার এবং উভয় পদে তিন তিনবার মৃত্তিকাশৌচ করিবে। অনন্তর মুখশুদ্ধি করিবে, সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিবে। পরে দামোদরকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—হে জনার্দ্দন! রাধা-দামোদরের প্রীতির জন্য কার্ত্তিকে আমি পাপ-হর প্রাতঃস্নান করিব। পদ্মনাভকে নমস্কার, জলশায়ীকে নমস্কার। হে কৃষ্ণ! রাধার সহিত এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর, মৎপ্রতি প্রসন্ন হও।১—১০। হে বিপ্র! এই বলিয়া যথাবিধি স্নান ও তিলক করিবে। যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীন হইয়া কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করে, আমি সত্যই বলিতেছি, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হইয়া থাকে। যে মনুষ্যগণের দেহে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নাই,

উর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা শুভ্রং ললাটে যস্য দৃশ্যতে ।
চাণ্ডালোঽপি বিশুদ্ধাত্মা পূজ্য এব ন সংশয়ঃ ॥
অচ্ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রং তু যে কুর্ব্বন্তি নরাধমাঃ ।
তেষাং ললাটে সততং শুনঃ পাদো ন সংশয়ঃ ॥
প্রাতঃকালোদিতং কর্ম্ম সমাপ্য হরিবল্লভাম্ ।
পূজয়েদ্ভক্তিতো বিপ্র তুলসীং পাপনাশিনীম্ ॥
পৌরাণীং তু কথাং শ্রুত্বা শ্রীহরেঃ স্থিরমানসঃ ।
ততো বিপ্রং ব্রতী ভক্ত্যা পূজয়েত্তং যথাবিধি
পরাসনং পরান্নঞ্চ পরশয্যাং পরাঙ্গনাম্ ।
সর্ব্বদা বর্জ্জয়েদ্বিপ্র কার্ত্তিকে চ বিশেষতঃ ॥ ১৭
সৌবীরকং তথা মাষানামিষং চ তথা মধু ।
রাজমাষাদিকং নিত্যং বর্জ্জয়েৎকার্ত্তিকে ব্রতী
জম্বীরমামিষং চূর্ণমন্নং পর্য্যুষিতং দ্বিজ ।
ধান্যে মসূরিকা প্রোক্তা গবাং দুগ্ধমনামিষম্ ॥
লবণং ভূমিজং বিপ্র প্রাণ্যঙ্গমামিষং খলু ।
দ্বিজক্রীতা রসাঃ সর্ব্বে জলঞ্চাল্পসরঃস্থিতম্ ॥২০
ব্রহ্মচর্য্যং তুর্য্যকালে পত্রাবল্যাঞ্চ ভোজনম্ ।

তুর্য্যাংশৈব দ্বিজশার্দ্দুল তৈলাভ্যঙ্গঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ।
ছত্রাকং নালিকং হিঙ্গুং পলাণ্ডুং পূতিকাফলম্ ।
লশুনং মূলকং শিগ্রুং তথৈব তুম্বিকাফলম্ ॥ ২২
কপিত্থং চৈব বৃন্তাকং কুষ্মাণ্ডং কাংস্যভোজনম্
দ্বিপাচিতং সূতিকান্নং মৎস্যং শয্যাং রজস্বলাম্
দ্বিত্রিশ্চান্নং স্ত্রিয়ঃ সঙ্গং বর্জ্জয়েৎ কার্ত্তিকব্রতী ।
ধাত্রীফলং গৃহী বিপ্র রবৌ তৎ সর্ব্বদা ত্যজেৎ
কুষ্মাণ্ডে ধনহানিঃ স্যাৎ বৃহত্যাং ন স্মরেদ্ধরিম্
পটোলে তু ন বৃদ্ধিঃ স্যাদ্ বলহানিশ্চ মূলকে ॥
কলঙ্কী জায়তে বিম্বে তির্য্যগ্‌যোনিশ্চ নিম্বকে
তালে শরীরনাশঃ স্যান্নারিকেলে চ মূর্খতা ॥২৫
তুম্বী গোমাংসতুল্যা স্যাদ্গোবধঃ স্যাৎ
কলিঙ্গকে ।
শিম্বী পাপকরী প্রোক্তা পূতিকা ব্রহ্মঘাতিকা ॥
বার্ত্তাক্যাং সুতনাশঃ স্যাচ্চিররোগী চ মাষকে ।

তাহাদের দর্শন করিবে না, হঠাৎ দর্শন ঘটিলে সূর্য্য-নিরীক্ষণ করিবে। মৃত্তিকানির্ম্মিত শুভ্র উর্দ্ধপুণ্ড্র যাহার ললাটে দৃষ্ট হয় নিশ্চিতই সে চণ্ডাল হইলেও সর্ব্বপূজ্য বিশুদ্ধাত্মা পুরুষ। যে সকল নরাধম ললাটে অচ্ছিদ্র উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করে, তাহাদের ললাটে নিশ্চয়ই সর্ব্বদা কুক্কুরপদচিহ্ন বিরাজমান। হে বিপ্র! প্রাতঃকালবিহিত কর্ম্ম সমাপন করিয়া হরি-প্রিয়া পাপনাশিনী তুলসীকে ভক্তিভাবে পূজা করিবে। অনন্তর স্থিরচিত্তে শ্রীহরির পৌরাণিক কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তিভাবে যথাবিধি ব্রাহ্মণপূজা করিবে। হে বিপ্র! ব্রতী ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে পরাসন, পরান্ন, পরশয্যা ও পরাঙ্গনা বিশেষরূপেই বর্জ্জন করিবে। কার্ত্তিক-ব্রতী সৌবীরক, মাষ, আমিষ, মধু ও রাজমাষাদি নিত্যই বর্জ্জন করিবেন। জম্বীর, চূর্ণ, পর্য্যুষিতান্ন, ধান্য মধ্যে মসূরিকা, ভূমিজ লবণ, প্রাণ্যঙ্গ, দ্বিজ-ক্রীত সমস্ত রস, এবং অল্পসরোবরস্থিত জল, এই সকল আমিষমধ্যে গণনীয়। গোদুগ্ধ আমিষ নহে। ব্রতী ব্রহ্মচর্য্য করিবে, চতুর্থ-কালে পত্রাবলীতে ভোজন করিবে, তৈলা-ভ্যঙ্গ বর্জ্জন করিবে। ছত্রাক, নালিক, হিঙ্গু, পলাণ্ডু, পূতিকা, লশুন, মূলক, শিগ্রু, তুম্বিকা-ফল, কপিত্থ, বৃন্তাক, কুষ্মাণ্ড, কাংস্যপাত্রে ভোজন, দ্বিপাচিত, সূতিকান্ন, মৎস্য, শয্যা, রজস্বলা, দুই তিনবার অন্নভক্ষণ এবং স্ত্রী-জনসঙ্গ,—কার্ত্তিকব্রতী এই সকল বর্জ্জন করিবে। হে বিপ্র! গৃহী ব্যক্তি রবিবারে ধাত্রীফল সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। প্রতি-পদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণে ধনহানি, দ্বিতীয়ায় বৃহতী ভক্ষণে হরিস্মরণশক্তি লোপ, তৃতীয়ায় পটোল ভক্ষণে বৃদ্ধিহানি, চতুর্থীতে মূলক ভোজনে বলহানি, পঞ্চমীতে বিম্বভক্ষণে কলঙ্ক, ষষ্ঠীতে নিম্বভোজনে তির্য্যগ্‌যোনি-লাভ, সপ্তমীতে তালভক্ষণে দেহনাশ, অষ্ট-মীতে নারিকেল ভক্ষণে মূর্খতা, নবমীতে অলাবু ভক্ষণে গোমাংস ভোজনের পাপ, দশমীতে কলমী ভক্ষণে গোবধপাপ, একা-দশীতে শিম ভক্ষণে পাপ, দ্বাদশীতে পূতিকা-ভোজনে ব্রহ্মহত্যা পাপ, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু ভক্ষণে সুতনাশ, চতুর্দ্দশীতে মাষভোজনে

মাংসে চ বহুপাপং স্যাদ্বর্জয়েৎ প্রতিপদাদিষু।
যৎকিঞ্চিদ্বর্জয়েদন্নং শ্রীহরেঃ প্রীতয়ে দ্বিজ
তৎপুনর্ভূসুরে দত্বা ব্রতান্তে তস্য ভোজনম্।
কার্ত্তিকব্রতিনং বিপ্র যথোক্তকারিণং নরম্।
যমদূত্যঃ পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা যথা গজাঃ। ২৯
শ্রেষ্ঠং বিষ্ণুব্রতং বিপ্র তত্তুল্যা ন শতং মখাঃ
কৃত্বা ক্রতুং ব্রজেৎ স্বর্গং বৈকুণ্ঠং কার্ত্তিকব্রতী
যৎকিঞ্চিদ্ দুষ্কৃতং বিপ্র মনোবাক্কায়কর্ম্মজম্
দৃষ্ট্বা তু বিলয়ং যাতি কার্ত্তিকব্রতিনং ক্ষণাৎ।
কার্ত্তিকব্রতিনঃ পুণ্যং ব্রহ্মা চৈব চতুর্ম্মুখঃ।
ন সমর্থো ভবেদ্বক্তুং যথোক্তব্রতকারিণঃ। ৩২
যৎ কৃত্বা কলুষং সর্ব্বং ব্রজেদ্বিপ্র দিশো দশ।
ক্ক গচ্ছামি ক্ক তিষ্ঠামি কার্ত্তিকব্রতিনো ভয়াৎ
পৌর্ণমাস্যাং যথাশক্তি চান্নবস্ত্রাদিকং দ্বিজ।
দদ্যাচ্চৈব শ্রীহরেঃ প্রীত্যৈ ব্রাহ্মণা-
নপি ভোজয়েৎ। ৩৪

রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যান্নৃত্যগীতাদিভির্ব্রতী।
য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা তস্য পাপং প্রণশ্যতি। ৩৫

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে
কার্ত্তিকমাসকৃত্যকথনং নামৈক-
বিংশোঽধ্যায়ঃ। ২১।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।
মাহাত্ম্যং ক্রহি সর্ব্বজ্ঞ শৃণ্বতাং পাপনাশনম্।
সর্ব্বপ্রাণিহিতার্থায় তুলস্যা অনুকম্পয়া। ১
সূত উবাচ।
তুলস্যাঃ পরিসরে যস্য কাননং তিষ্ঠতি দ্বিজ।
গৃহস্য তীর্থরূপত্বান্নায়ান্তি যমকিঙ্করাঃ। ২
তুলস্যাঃ কাননং বিপ্র সর্ব্বপাপহরং শুভম্।
রোপয়ন্তি নরাঃ শ্রেষ্ঠাস্তে ন পশ্যন্তি ভাস্করিম্
রোপণং পালনং সেবাং দর্শনং স্পর্শনঞ্চ যঃ।

চিররোগ এবং অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় মাংস-ভোজনে বহু পাপ হয়। সুতরাং যথাক্রমে প্রতিপদাদি তিথিতে কুষ্মাণ্ডাদি বর্জ্জন করিবে। হে দ্বিজ! শ্রীহরির প্রীতির জন্য যে কিছু অন্ন বর্জ্জন করিবে, ব্রতান্তে তাহাই পুনরায় ব্রাহ্মণকে দান করিয়া ভোজন করিবে। হে বিপ্র! সিংহ দর্শনে গজগণ যেমন পলায়ন করে, তেমনি যথোক্ত কার্য্যকারী কার্ত্তিকব্রতীকে দর্শন করিয়া যমদূতগণ পলায়ন করিয়া থাকে। বিষ্ণুব্রতই শ্রেষ্ঠ ব্রত, শত শত যজ্ঞও তাহার তুল্য নহে। যজ্ঞ করিয়া লোকে স্বর্গে গমন করে, আর কার্ত্তিকব্রতী বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। হে বিপ্র! মন, বাক্য, কায় ও কর্ম্মজনিত যে কিছু দুষ্কৃত আছে, তৎসমস্তই কার্ত্তিকব্রতীকে দেখিয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়। কার্ত্তিকব্রতীর পুণ্য চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। এই ব্রত করিলে, কলুষরাশি দশদিকে পলায়ন করে। আমরা কোথায় যাইব? কোথায় থাকিব? কার্ত্তিকব্রতীর ভয়ে পাপরাশি এইরূপই করিতে থাকে। হে দ্বিজ! পূর্ণিমায় শ্রীহরির প্রীতির নিমিত্ত যথাশক্তি অন্নবস্ত্রাদি দান করিবে, এবং ব্রাহ্মণদিগকেও ভোজন করাইবে। ব্রতী ব্যক্তি নৃত্য-গীতাদি করিয়া রাত্রিতে জাগরণ করিবে। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে ইহা শুনিবে তাহার পাপ সমস্ত নষ্ট হইবে। ১১—৩৫।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞ সূত! তুমি দয়া করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর হিতের নিমিত্ত পাপহর তুলসীমাহাত্ম্য বর্ণন কর। সূত কহিলেন,—যাহার গৃহপরিসরে তুলসী-কানন বিরাজ করে, সেই স্থান তীর্থস্বরূপ বলিয়া যমকিঙ্করেরা তথায় আগমন করে না। হে বিপ্র! তুলসীকানন শুভ ও সর্ব্ব-পাপহর। যে সকল শ্রেষ্ঠনর উহা রোপণ করে, তাহারা কখন যমদর্শন করে না। ১—৩। হে দ্বিজোত্তম! যে ব্যক্তি তুলসী রোপণ, পালন,

সুর্যায়ুক্ত ভৰ্তা বৈ ত্রাহং গুর্দ্দশানঃ দ্বিজোত্তম।
যে বহন্তি তুলসীবৃক্ষকাষ্ঠানি কণ্ঠে তু যে।
কালস্য সদনং বিপ্র তে ন যান্তি মহাশয়াঃ ॥৫
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ শ্রেষ্ঠা বিষ্ণুব্রহ্মমহেশ্বরাঃ।
দেবৈস্তীর্থৈঃ পুষ্করাদ্যৈস্তিষ্ঠন্তি তুলসীদলে॥ ৬
যো যুক্তস্তুলসীপত্রৈঃ পাপী প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
বিষ্ণোর্নিকেতনং যাতি সত্যমেতন্ময়োদিতম্॥
তুলসীমৃত্তিকালিপ্তো যুক্তঃ পাপশতৈরপি।
বিমুঞ্চতি নরঃ প্রাণান্ স যাতি হরিমন্দিরম্ ॥৮
যো নরো ধারয়েদ্বিপ্র তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্।
তস্যাঙ্গং ন স্পৃশেৎ পাপং স যাতি পরমম্পদম্
তুলসীকাষ্ঠমালান্তু কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ।
অপ্যশৌচোঽপ্যনাচারো ভক্ত্যা যাতি
হরেগৃহম্॥ ১০
ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা।
দৃশ্যতে যস্য দেহে তু স বৈ ভাগবতো নরঃ॥
তুলসীদলজাং মালাং কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ।

বিষ্ণুর্বিশেষ বিশেষেণ স দেবানাং বিশেষতঃ
কণ্ঠে পুনস্তুলসীমালাং কণ্ঠে কৃত্বা জনার্দ্দনম্।
পূজয়েৎ পুণ্যমাপ্নোতি প্রতিপুষ্পং গবাযুতম্॥
ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ॥ ১৪
ন জহ্যাৎ তুলসীমালাং ধাত্রীমালাং বিশেষতঃ
মহাপাতকসংহর্ত্রীং ধর্ম্মকামার্থদায়িনীম্॥ ১৫
স্পৃশেচ্চ যানি লোমানি ধাত্রীমালা কলৌ
নৃণাম্।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বসতে কেশবালয়ে॥ ১৬
নিবেদ্য কেশবে মালাং তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাম্।
বহতে যো নরো ভক্ত্যা তস্য বৈ নাস্তি
পাতকম্॥ ১৭
তুলসীকাষ্ঠমালান্তু প্রেতরাজস্য দূতকাঃ।
দৃষ্ট্বা নশ্যন্তি দূরেণ বাতোদ্ধূতং যথা দলম্॥ ১৮
তুলস্যা বিপিনে ধাত্র্যাশ্ছায়াসু যো নরোত্তমঃ।
পিণ্ডং দদাতি পিতরো মুক্তিং যান্তি দ্বিজোত্তম

সেবন, দর্শন, ও স্পর্শন করে, তাহার সর্ব্ব পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যাহারা কোমল তুলসী-পত্র দ্বারা হরির অর্চ্চনা করে, সেই সকল মহাশয় ব্যক্তি কালভবনে গমন করেন না। গঙ্গাদি সর্ব্বসরিৎ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেব—পুষ্করাদি সমস্ত তীর্থ ও অন্যান্য দেবগণসহ সর্ব্বদাই তুলসীদলে বিরাজ করিয়া থাকেন। শত পাপযুক্ত লোকও যদি তুলসীমৃত্তিকায় লিপ্ত হইয়া প্রাণ পরি-ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে হরিমন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকে। হে বিপ্র! যে নর তুলসী-কাষ্ঠের চন্দন ধারণ করে, তাহার অঙ্গে পাপস্পর্শ হয় না, সে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে তুলসী-কাষ্ঠমালা কণ্ঠে বহন করে, সে অশুচিই হউক, আর আচারহীনই হউক, তাহার হরিগৃহে গতি হইয়া থাকে। ধাত্রীফলকৃত বা তুলসী-কাষ্ঠ কৃত মালা যাহার দেহে দৃষ্ট হয়, সেই নরই শ্রেষ্ঠ ভাগবত। যে ব্যক্তি তুলসীদল-জাত মালা বিষ্ণুকে নিবেদনান্তে কণ্ঠে ধারণ করেন, তিনি বিশেষরূপেই দেবগণের নমস্য হইয়া থাকেন। যিনি ঐ তুলসীমালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করেন, প্রতি পুষ্পে তাঁহার অযুত গোদানের পুণ্য হইয়া থাকে। যে সকল হেতুবাদী পাপবুদ্ধি নর মালা ধারণ করে না, তাহারা হরিকোপানলে দগ্ধ হইয়া নরক হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। তুলসী-মালা বিশেষতঃ ধাত্রী-মালা পরিত্যাগ করিবে না, ইহা মহাপাতক-নাশিনী এবং ধর্ম্মকামার্থদায়িনী। কলিতে ধাত্রীমালা নরগণের যত লোম স্পর্শ করে, তাবৎ সহস্র বর্ষ তাহারা কেশবালয়ে বাস করিয়া থাকে। যে নর তুলসী-কাষ্ঠজাত মালা ভক্তিপূর্ব্বক কেশবকে নিবেদন করিয়া ধারণ করে, তাহার কোনই পাতক থাকে না। প্রেতরাজের দূতগণ তুলসীকাষ্ঠজাত মালা দেখিয়া বাতচালিত পত্রের ন্যায় দূরে পলায়ন করে। যে নরোত্তম তুলসীবনে এবং ধাত্রীছায়ায় পিণ্ডদান করে, তাহার পিতৃগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ৫—১৯

পাণৌ মূর্দ্ধ্নি গলে চৈব কর্ণয়োশ্চ মুখে দ্বিজ ।
ধাত্রীফলং যস্তু ধত্তে স বিজ্ঞেয়ো হরিঃ স্বয়ম্ ॥
ধাত্রীপত্রৈঃ ফলৈর্বিপ্র শ্রীহরিং চার্চ্চয়েদ্দ্বিজ ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং পূজয়া নশ্যতে সকৃৎ ॥
যজ্ঞা দেবাশ্চ মুনয়স্তীর্থানি কার্ত্তিকে দ্বিজ ।
ধাত্রীবৃক্ষং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি কার্ত্তিকে সদা ॥২২
ধাত্রীপত্রং কার্ত্তিকে চ দ্বাদশ্যাং তুলসীদলম্ ।
চিনোতি যো নরো গচ্ছেন্নিরয়ং যাতনাময়ম্
ধাত্রীচ্ছায়াসু যো বিপ্র চান্নং ভুনক্তি কার্ত্তিকে
অন্নসংসর্গজং পাপমাবর্ষং তস্য নশ্যতি ॥ ২৪
তুলসীবনমধ্যে চ ধাত্রীমূলে চ কার্ত্তিকে ।
কুর্য্যাদ্ধর্য্যর্চ্চনং বিপ্র বৈকুণ্ঠং যাতি স ধ্রুবম্ ॥
তুলসীমূলদেশেঽপি স্থিতং বারি দ্বিজোত্তম ।
গৃহ্লাতি মস্তকে ভক্ত্যা পাপী যাতি হরের্গৃহম্ ॥
তুলসীপত্রগলিতং যস্তোয়ং শিরসা বহেৎ ।
সর্ব্বতীর্থেষু স স্নাতস্চান্তে যাতি হরের্গৃহম্ ॥২৭

যে ব্যক্তি হস্তে, মস্তকে, গলে, কর্ণে এবং মুখে ধাত্রীফল ধারণ করেন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ হরি বলিয়াই জানিবে। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি ধাত্রীপত্র ও ধাত্রীফল দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করে, একবার মাত্র অর্চ্চনার ফলেই তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সমস্ত যজ্ঞ, দেব, মুনি ও তীর্থসমূহই কার্ত্তিক মাসে ধাত্রীবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। যে নর কার্ত্তিকে ধাত্রীপত্র ও দ্বাদশীতে তুলসী-দল; চয়ন করে, তাহার যাতনাময় নিরয়ে গতি হইয়া থাকে। হে বিপ্র! যে ব্যক্তি কার্ত্তিকে ধাত্রীচ্ছায়ায় অন্ন ভক্ষণ করে, তাহার এক বৎসরের অন্নসংসর্গ-জন্য পাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়। কার্ত্তিকে যে ব্যক্তি তুলসীবনমধ্যে কিম্বা ধাত্রীমূলে হরির অর্চ্চনা করে নিশ্চয় উহার বৈকুণ্ঠে গতি হয়। হে দ্বিজোত্তম! যে পাপী তুলসীমূলদেশস্থ বারি ভক্তিভরে মস্তকে গ্রহণ করে, সে হরিগৃহে উপনীত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তুলসীপত্রগলিত জল মস্তকে বহন করে, সে সর্ব্বতীর্থে স্নাত হয় এবং অন্তে হরিগৃহে প্রয়াণ করিয়া থাকে।

পুরা কশ্চিদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠো দ্বাপরেঽভূন্মহামুনে ।
স্নাত্বৈকদা তুলস্যৈ স বনং দত্ত্বা গৃহং গতঃ ।
আদিত্যো বর্চ্চসা নাম্না মার্ত্তণ্ড ইব পুণ্যতঃ ॥
তৃষার্ত্তো ভষকঃ কশ্চিদাগতো বহুকল্মষঃ ।
তুলস্যা মূলতস্তোয়ং পীত্বা গসৌ হতাংহসঃ ॥২৯
ত্বরয়াপ্যাগতো ব্যাধো নাম্না যশ্চাসিমর্দ্দনঃ ।
উবাচ ভুক্তং চান্নঞ্চ ভঙ্ক্ত্বা ভাণ্ডং গতঃ কিমু ।
কৃত্বা মে পাকভাণ্ডস্থং চাগতো হিংসকস্তু তে ॥
বিব্যাধ তং গতপ্রাণং নেতুং বৈ শমনাজ্ঞয়া ।
আগতাঃ কিঙ্করাঃ ক্রুদ্ধাঃ পাশমুদ্গরপাণয়ঃ ॥ ৩২
বদ্ধা নেতুং মনশ্চক্রুরাগতা বিষ্ণুকিঙ্করাঃ ।
তদা ছিত্ত্বা চর্ম্মপাশং স্যন্দনে তং মনোহরে ॥
তূর্ণমারোপয়ামাসুঃ পপ্রচ্ছুর্বিনয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি পুণ্যেন ভোঃ সন্তঃ কেন বৈ
নীয়তেঽপ্যসৌ ॥৩৪

২০—২৭। হে মহামুনে! পুরাকালে দ্বাপর যুগে একদা এক দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্নান করিয়া তুলসীবৃক্ষে জলদানপূর্ব্বক স্বীয় গৃহে গমন করেন। ঐ ব্রাহ্মণের নাম ছিল আদিত্য। তিনি পুণ্য-প্রভাবে মার্ত্তণ্ডের ন্যায় বিরাজ করিতেন। কোন এক বহুপাপযুক্ত তৃষ্ণার্ত্ত কুক্কুর আসিয়া ঐ তুলসীমূলের জলপান করে, তাহাতে তাহার সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়া যায়। তখন অসিমর্দ্দন নামে এক ব্যাধ সত্বর আসিয়া বলিল,—রে কুক্কুর! তুই আমার পাকভাণ্ডস্থ অন্ন খাইয়াছিস্ কিন্তু ভাণ্ডটা ভাঙ্গিয়া আসিলি কেন? হিংসক তুই, তোর এই শাস্তি! এই বলিয়া ব্যাধ তাহাকে বাণবিদ্ধ করিল। কুক্কুর প্রাণহীন হইল। তখন যমাজ্ঞায় পাশমুদ্গরপাণি ক্রুদ্ধ যমকিঙ্করগণ তাহাকে লইতে আসিল এবং বান্ধিয়া লইয়া যাইবার মনন করিল! ইতিমধ্যে বিষ্ণু-কিঙ্করেরা আগমন করিয়া তাহার চর্ম্মপাশ ছেদনপূর্ব্বক সত্বর মনোরম রথে তাহাকে আরোহণ করাইল। তখন যমদূতগণ সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—হে সাধুগণ! তোমরা কোন্ পুণ্যবলে ইহাকে লইয়া

উচুস্তেহসৌ পুরা রাজা পুণ্যং বহুতরং কৃতম্।
অকরোদ্ধরণং কাঞ্চিৎ সুন্দরীঞ্চাঙ্গনামযম্ ॥৩৫
অনেন চাংহসা রাজা গতো বৈ শমনক্ষয়ম্।
তত্র ক্লেশস্তু যুষ্মাভির্দত্তং বৈ শমনাজ্ঞয়া ॥ ৩৬
তাম্রময্যা স্ত্রিয়া সার্দ্ধং ক্রীড়াং সুপ্ত্বা চকার সঃ
তপ্তায়াং লোহশয্যায়াং বৈরুবাং কর্ম্মণা নৃপ ॥
তপ্তায়োভীষণং তপ্তং লোহস্তম্ভং যমাজ্ঞয়া।
ততঃ স্থিতঃ সমালিঙ্গ্য ভুক্ত্বা দুঃখং চিরং নৃপঃ
সিক্তঃ ক্ষারাম্বুধারাভিরন্যৈর্বৈ শমনালয়ে।
ততো নরকশেষে চ পাপযোনৌ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩৯
জন্মাসাদ্য চিরং দুঃখমনুভূতং স্বকর্ম্মণা।
তুলসীমূলকং বারি পীত্বা যাতি হরের্গৃহম্ ॥৪০
ইদানীং তদ্বচঃ শ্রুত্বা গতা দূতা যথাগতাঃ।
তেন সার্দ্ধং বিষ্ণুদূতা গতা বৈকুণ্ঠমন্দিরম্ ॥৪১
মাহাত্ম্যং কথিতং ব্রহ্মন্ তুলস্যাঃ পাপনাশনম্।
কুর্ব্বন্তি সেবাং যে ভক্ত্যা ন জানে কিং ভবেন্মুনে ॥ ৪২

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে তুলসীমাহাত্ম্যকথনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২২॥

যাইতেছ? বিষ্ণুদূতগণ কহিলেন,—এই কুক্কুর পূর্ব্বে এক রাজা ছিল, বহু পুণ্য করিয়াছিল, কিন্তু এক সুন্দরী অঙ্গনা হরণ করায় সেই পাপে তাঁহাকে যমালয়ে গমন করিতে হয়। সেখানে যমের আজ্ঞায় তোমরা ইহাকে বহু ক্লেশ দিয়াছিলে। তৎকালে তপ্ত লোহ-শয্যায় তাম্রময়ী নারীর সহিত শয়ন করিয়া এই রাজা ক্রীড়া করিতে থাকে। পরে যমের আজ্ঞায় ইহাকে তপ্ত লোহস্তম্ভ আলিঙ্গন করিয়া অবস্থানপূর্ব্বক বহুকাল বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তখন যমালয়ে অন্য অনেকে ইহাকে ক্ষারাম্বুধারায় সেক করিতে থাকে। অনন্তর নরকাবসানে মুহুর্মুহু পাপযোনিতে জন্ম লইয়া স্বীয় কর্ম্মফলে বহুদুঃখ অনুভব করিতে থাকে। এই জন্মে এ কুক্কুর হইয়াছিল, পরে তুলসীমূলস্থ বারি পান করিয়া এক্ষণে হরিগৃহে গমন করিতেছে। বিষ্ণুদূতগণের এই বাক্য শুনিয়া যমদূতগণ যথাস্থানে গমন করিল। বিষ্ণুদূতগণও সেই কুক্কুরসহ বৈকুণ্ঠমন্দিরে প্রয়াণ করিল। হে ব্রহ্মন্! তুলসীর এই পাপহর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যাহারা ভক্তির সহিত তুলসীর সেবা করে, না জানি তাহাদের কতই পুণ্য হয়। ২৮—৪২।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

কথযস্ব মুনে সূত মাহাত্ম্যং কলুষক্ষয়ম্।
শেষপঞ্চদিনস্যাপি কার্ত্তিকস্যানুকম্পয়া ॥ ১

সূত উবাচ।

শৃণু শৌনক যৎপৃষ্টং মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্
বক্ষ্যামহং বৈ চোর্জ্জস্য শেষপঞ্চদিনস্য চ ॥ ২
ব্রতানাং মুনিশার্দ্দূল প্রবরং বিষ্ণুপঞ্চকম্ ॥ ৩
তস্মিন্ যঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা শ্রীহরিং রাধয়া সহ।
গন্ধপুষ্পৈর্ধূপদীপৈর্বস্ত্রৈর্নানাবিধৈঃ ফলৈঃ।
স যাতি বিষ্ণুসদনং সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে মুনে সূত। দয়া করিয়া কার্ত্তিকের শেষ পঞ্চদিনের পাপহর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন,—হে শৌনক। আপনার জিজ্ঞাসানুসারে কার্ত্তিকের শেষ পঞ্চদিনের পাপহরমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। হে মুনিবর। ব্রতসমূহের মধ্যে বিষ্ণুপঞ্চকই শ্রেষ্ঠ ব্রত।১—৩। তৎকালে যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র ও নানাবিধ ফল দ্বারা রাধাসহ শ্রীহরির পূজা করে, সে সর্ব্বপাপবর্জ্জিত হইয়া বিষ্ণুসদনে প্রয়াণ

ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ ।
ন প্রাপ্নোতি পরং স্থানমকৃত্বা বিষ্ণুপঞ্চকম্ ॥ ৫
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং বিখ্যাতং বিষ্ণুপঞ্চকম্ ।
তত্র স্নানন্তু যঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ ॥ ৬
শ্রীহরেঃ পুরতো বিপ্র তুলস্যাশ্চ সমীপতঃ ।
প্রদীপং সর্পিষা পূর্ণং দদ্যাদ্ যো ভক্তিভাবতঃ
নভসি শ্রীহরেঃ প্রীত্যৈ স যাতি বিষ্ণুমন্দিরম্ ।
পাপী যাতি হরেধাম সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৮
স্নাপয়েচ্চাচ্যুতং ভক্ত্যা মধুক্ষীর-ঘৃতাদিভিঃ ।
দদ্যাৎ কিং নো হরিঃ প্রীতস্তস্মৈ সাধুজনায় বৈ
নৈবেদ্যং দেবদেবেশং পরমান্নং নিবেদয়েৎ ।
তস্য পুণ্যং প্রসংখ্যাতুং ন শক্তো বৈ চতুর্ম্মুখঃ
অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশমেকাদশ্যাং সমাহিতঃ ।
নিষ্প্রাশ্য গোময়ং সম্যঙ্মন্ত্রবৎ সমুপাসতে ॥১১
গোমূত্রং মন্ত্রবত্তুয়ো দ্বাদশ্যাং প্রাশয়েদ্‌ব্রতী ।
ক্ষীরং তথা ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং তথা দধি ॥

সম্প্রাপ্য পাপশুদ্ধ্যর্থং লঙ্ঘয়িত্বা চতুর্দ্দিনম্ ।
পঞ্চমে তু দিনে স্নাত্বা বিধিবৎ পূজ্য কেশবম্
ভোজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা তেভ্যো দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্ ।
ততো নক্তং সমশ্নীয়াৎ পঞ্চগব্যং সুমন্ত্রিতম্ ॥১৪
এবং কর্ত্তুমশক্তো যঃ ফলমূলঞ্চ ভোজনম্ ।
কুর্য্যাদ্ধবিষ্যং বা বিপ্র যথোক্তবিধিনা হ বৈ ॥
শ্রীহরেঃ পঞ্চকং বিপ্র কুর্য্যাদ্‌যস্তুলসীদলৈঃ ।
পূজয়েত্তং স বিজ্ঞেয়ঃ স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ১৬
পুরা ত্রেতাযুগে শূদ্রো দস্যুবৃত্তিপরায়ণঃ ।
নাম্না দণ্ডকরো নিত্যং ধর্ম্মনিন্দাং করোতি যঃ
অসত্যভাষী মিত্রঘ্নো বেশ্যাবিভ্রমলোলুপঃ ।
ব্রহ্মস্বহারী ক্রূরশ্চ পরস্ত্রীগমনেরতঃ ॥ ১৮
শরণাগতহন্তা চ পাষণ্ডজনসঙ্গভাক্ ।
গোমাংসাশী সুরাপশ্চ পরনিন্দাকরঃ সদা ।
বিশ্বাসঘাতী জ্ঞাতীনাং বৃত্তিচ্ছেদী দ্বিজোত্তম
দৃষ্টং সর্ব্বে সমালোক্য তাদৃশং তদ্‌গৃহে দ্বিজ ।

করিয়া থাকে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা যতি কেহই বিষ্ণুপঞ্চক না করিয়া পরম স্থান প্রাপ্ত হইতে পারেন না। বিখ্যাত বিষ্ণুপঞ্চক সর্ব্বপাপহর ও পবিত্র। ঐ সময় যাহারা স্নান করে, তাহারা সর্ব্বতীর্থফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বিপ্র! শ্রীহরির ও তুলসীর সম্মুখে যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে ঘৃতপূর্ণ প্রদীপ এবং শ্রীহরিপ্রীত্যর্থ আকাশপ্রদীপ প্রদান করেন, তিনি বিষ্ণুমন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। যদি পাপী ব্যক্তিও ঐরূপ কার্য্য করে, তবে তাহারও হরিধামে গতি হয়, ইহা আমি সত্যই বলিলাম। যে ব্যক্তি মধু ক্ষীর ও ঘৃতাদি দ্বারা ভক্তিভাবে অচ্যুতকে স্নান করায়, হরি প্রীত হইয়া সেই সাধু পুরুষকে কি না প্রদান করিয়া থাকেন? দেবদেবকে এই সময় নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিবে, এইরূপ নৈবেদ্যদাতার পুণ্য সংখ্যা করিতে চতুর্ম্মুখও সমর্থ নহেন। একাদশীতে সমাহিত হইয়া হৃষীকেশের অর্চ্চনা ও যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া গোময় নিষ্প্রাশন, দ্বাদশীতে সমন্ত্রক গোমূত্র প্রাশন, এবং ত্রয়োদশী ও চতুর্দ্দশীতে পাপশুদ্ধির নিমিত্ত যথাক্রমে ক্ষীর ও দধি প্রাশন করিয়া চারি দিন লঙ্ঘনপূর্ব্বক পঞ্চম দিনে স্নানান্তে যথাবিধি কেশবকে অর্চ্চনা করিবে এবং ভক্তিভাবে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিবে। অনন্তর রাত্রিতে সুমন্ত্রিত পঞ্চ গব্য ভক্ষণ করিবে। হে বিপ্র! যে ব্যক্তি এইরূপ করিতে অশক্ত হইবে, তাহার পক্ষে ফলমূল ভোজন অথবা যথাবিধি হবিষ্য করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই শ্রীহরিপঞ্চক অনুষ্ঠান করেন এবং তুলসীদলে শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়াই জানিবে। ৪—১৬। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে দস্যুবৃত্তিনিরত এক শূদ্র ছিল। উহার নাম দণ্ডকর। দণ্ডকর সর্ব্বদাই ধর্ম্মনিন্দা করিত। সে মিথ্যাবাদী, মিত্রঘাতী, বেশ্যাবিভ্রমলোলুপ, ব্রহ্মস্বহারী, ক্রূর, পরস্ত্রীগামী, শরণাগতঘাতী, পাষণ্ডজনসঙ্গী, গোমাংসভোজী, সুরাপায়ী, সর্ব্বদা পরনিন্দাকারী, বিশ্বাসঘাতী ও জ্ঞাতিগণের বৃত্তিচ্ছেদী ছিল। হে দ্বিজ! ঐ

আগতা জ্ঞাতয়ঃ ক্রুদ্ধাস্তস্য পাপপরায়ণম্ ॥ ২০
জ্ঞাতয় ঊচুঃ।
রে রে মূঢ় দুরাচার বিনাশং প্রতি নীয়তে।
যা প্রতিষ্ঠার্জ্জিতা পূর্ব্বৈরস্মাকং নির্ম্মলেঽন্বয়ে ॥
ইতি ক্রুদ্ধা দ্বিজশ্রেষ্ঠ অপকীর্ত্তিভয়াদপি।
পাপিনাং প্রবরং সর্ব্বে তত্যজুস্তং কুলাধমম্ ॥
ততো গতো মহারণ্যং বিনষ্টাখিলবৈভবঃ।
কুর্য্যাৎ স দস্যুভিঃ সার্দ্ধং দস্যুকর্ম্ম নিরন্তরম্ ॥
পথি প্রগচ্ছতাং তেষাং ভয়াদ্বিপ্র ন খাদিতুম্
প্রাপ্তং কিঞ্চিৎক্ষুধার্ত্তাস্তে গতাশ্চাশ্বত্থলং
প্রতি ॥ ২৪
তত্র প্রবিষ্টাস্তে সর্ব্বে দৃষ্ট্বা পুণ্যজনান্ বহূন্।
ধাত্রীমূলে স্থিতান্ ব্রহ্মন বৈষ্ণবান্ দ্বিজসত্তমান্
সর্ব্বে তে দস্যবো বিপ্র গতা দণ্ডকরোঽপি সঃ
তেষাং পরিসরং গত্বা প্রণামং বৈ চকার হ ॥ ২৬
দণ্ডকর উবাচ।
ক্ষুধার্ত্তোঽহং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাণা যাস্যন্তি মে
ধ্রুবম্।
দদধ্বং খাদিতুং কিঞ্চিদ্যুষ্মাকং শরণং গতঃ ॥২
আকর্ণ্য বচনং তস্য চোচুস্তে ধর্ম্মতৎপরাঃ।
সর্ব্বপাপহরে স্বস্ব বিখ্যাতে বিষ্ণুপঞ্চকে ॥২৮
কথমন্নং খাদিতুং তে বাঞ্ছা স্বদ্য হরের্দ্দিনে।
বিশেষতো ব্রূহি সংজ্ঞা কা তে ভবতি সাম্প্রত
স উবাচ মুদা বিপ্রা নাম্না দণ্ডকরোঽপ্যহম্।
সর্ব্বপাপসমাযুক্তশ্চোদ্ধারো মে কথং ভবেৎ ॥
ঊচুস্তে বৈ ব্রতং শ্রেষ্ঠং কুরুষ্ব বিষ্ণুপঞ্চকম্।
বিপ্রাণামাজ্ঞয়া বিপ্র চকার বিষ্ণুপঞ্চকম্ ॥ ৩১
স প্রেত্য চ হরেঃ স্থানমারুহ্য স্যন্দনে বরে।
আসাদ্য শ্রীহরে রূপং তস্থৌ জন্মাববর্জ্জিতঃ ॥
য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা চাখ্যানং পাপনাশনম্।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তস্য নশ্যতি তৎক্ষণাৎ
ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে বিষ্ণুপঞ্চক-
মাহাত্ম্যং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৩॥

শূদ্রকে তাদৃশ দুষ্টপ্রকৃতি দেখিয়া তাহার জ্ঞাতিগণ তাহার গৃহে আগমনপূর্ব্বক সক্রোধে বলিল,—রে রে মূঢ়, দুরাচার। আমাদের নির্ম্মল কুলে পূর্ব্বপুরুষগণ যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা তুই নষ্ট করিলি। এই বলিয়া ক্রুদ্ধ জ্ঞাতিগণ অপকীর্ত্তিভয়ে সেই পাপিশ্রেষ্ঠ কুলাধম দণ্ডকরকে পরিত্যাগ করিল। দণ্ডকরের সব বৈভব নষ্ট হইল। সে মহারণ্যে প্রবেশ করিল, সেখানে গিয়া সে অন্যান্য দস্যুর সহিত নিরন্তর দস্যুকর্ম্ম করিতে লাগিল। একদা তাহারা পথে যাইতে যাইতে ভয়ে কোথায় কিছু ভোজ্য সামগ্রী পাইল না, অবশেষে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অশ্বত্থ নে গমন করিল। সেখানে গিয়া তাহারা দেখিল, বহু বৈষ্ণব জন ধাত্রীমূলে অবস্থান করিতেছে। তখন দস্যুগণ এবং দণ্ডকর সকলেই তাহাদের সমীপে গিয়া প্রণাম করিল। দণ্ডকর কহিল,—হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমার প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমি আপনাদের শরণাপন্ন, আমাকে কিছু ভোজ্য প্রদান করুন। তাহার বাক্য শুনিয়া ধর্ম্মনিরত বৈষ্ণবগণ কহিলেন,—বিখ্যাত বিষ্ণুপঞ্চক সর্ব্বপাপহর। এই হরিবাসরে তোমার অন্ন ভোজনের বাসনা কেন হইয়াছে? তাহা বিশেষরূপে বল, আর তোমার নামই বা কি তাহাও প্রকাশ কর। দণ্ডকর কহিল,—আমি অত্যন্ত পাপী, আমার নাম দণ্ডকর। আমার কিরূপে উদ্ধার হইতে পারে? বৈষ্ণবগণ কহিলেন,—বিষ্ণুপঞ্চক শ্রেষ্ঠব্রত, তুমি এই ব্রত আচরণ কর। তখন সেই বৈষ্ণব বিপ্রগণের আজ্ঞায় দণ্ডকর বিষ্ণুপঞ্চক ব্রতের অনুষ্ঠান করিল এবং মরণের পর সে উত্তম স্যন্দনে আরোহণ করিয়া শ্রীহরিস্থানে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরির আকারে অবস্থান করিতে লাগিল। তাহার পুনর্জ্জন্ম ঘুচিয়া গেল। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত এই পাপহর আখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহার কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৭—৩৩।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

বিষ্ণুবাং বর তত্ত্বজ্ঞ কথয়স্ব মহামতে।
ইদানীং মম দানানাং মাহাত্ম্যং ক্রমতো মুনে
সূত উবাচ।
ক্ষিতিদানং মুনিশ্রেষ্ঠ দানানামুত্তমং মতম্।
যেন কৃতং বৈ তদ্দানং সর্ব্বদানফলং লভেৎ ॥২
ক্ষিতিং সশস্যাং যো দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণায় দ্বিজোত্তম
বিষ্ণুলোকে সুখং ভুঙ্‌ক্তে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥৩
পৃথিব্যাং জন্ম চাসাদ্য সার্ব্বভৌমস্ততো নৃপঃ।
মহীং সর্ব্বাং চিরং ভুক্ত্বা ব্রজেদ্বৈ শ্রীহরের্গৃহম্
গোচর্ম্মমাত্রাং ভূমিং যঃ প্রযচ্ছতি দ্বিজাতয়ে।
স গচ্ছতি হরের্গেহং সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫
শতং গাবো বৃষশ্চৈকো যত্র তিষ্ঠন্ত্যযন্ত্রিতাঃ।
গোচর্ম্মমাত্রাং তাং ভূমিং প্রবদন্তি মহর্ষয়ঃ ॥৬
ভূমিনেতা ভূমিদাতা দ্বৌ চাপি স্বর্গগামিণৌ।
গ্রাহ্যা ভূমির্দ্বিজৈঃ প্রাজ্ঞৈস্ত্যক্ত্বা দানশতান্যপি
অজ্ঞানী ভূসুরো যস্তু ত্যজেদ্ভূমিং বিমোহিতঃ
প্রতিজন্মন্তসৌ বিপ্রো ভবেচ্চাত্যন্তদুঃখভাক্
অন্যতো যঃ সমাসাদ্য দদ্যাদ্ভূমিং দ্বিজাতয়ে।
তস্মৈ বিপ্র জগন্নাথো দদাতি পরমং পদম্ ॥৯
স্বদত্তাং পরদত্তাঞ্চ মেদিনীং যো হরেদ্দ্বিজ।
যুক্তঃ কোটিকুলৈর্যাতি নরকং চাতিদারুণম্ ॥১০
হরেদ্যো বৈ মহীং বিপ্র দেবব্রাহ্মণয়োরপি।
ন দৃষ্টা নিষ্কৃতিস্তস্য কোটিকল্পশতৈর্ম্মুনে ॥ ১১
ভূমিং যো পরদত্তাঞ্চ রক্ষতি ক্ষ্মাপতির্দ্বিজ।
পুণ্যং কোটিগুণং স্যাদ্বৈ তস্য দানং জনাদপি
সপ্তদ্বীপাং মহীং দত্ত্বা যৎপুণ্যং প্রাপ্যতে দ্বিজ
তৎপুণ্যং প্রাপ্নুয়ান্মর্ত্ত্যো ধেনুং যচ্ছন্ দ্বিজাতয়ে
দদাতি বৃষভং যস্তু দরিদ্রায় কুটুম্বিনে।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৪
তিলপ্রমাণং স্বর্ণং যো ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছতি।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে তত্ত্বজ্ঞ, মহামতে, বিদ্বদ্বর! একণে আমার নিকট দান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন,—হে মুনিবর! দানসমূহের মধ্যে ক্ষিতিদানই উত্তম দান। যিনি ক্ষিতি দান করেন, তাঁহার সর্ব্বদানফলই লাভ হইয়া থাকে। হে দ্বিজবর! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে শস্যশালিনী ক্ষিতি দান করেন, চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত তাঁহার বিষ্ণুলোকে সুখভোগ হইয়া থাকে। পরে পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়া তিনি সার্ব্বভৌম নরপতিরূপে দীর্ঘকাল সর্ব্বমহী ভোগ করত শ্রীহরিগৃহে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দ্বিজাতিকে গোচর্ম্মপরিমিত ভূমিও দান করে, সে সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিত হইয়া হরিগৃহে গমন করিয়া থাকে। শত গো এবং একটী বৃষ যেখানে অযন্ত্রিতভাবে অবস্থান করিতে পারে, মহর্ষিগণ তাহাকে গোচর্ম্মপরিমিত ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভূমিনেতা এবং ভূমিদাতা উভয়েই স্বর্গগামী হয়। প্রাজ্ঞ দ্বিজগণ শত দান পরিত্যাগ করিয়াও ভূমিদান গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে অজ্ঞান ব্রাহ্মণ মোহিত হইয়া ভূমিদান পরিত্যাগ করে, সে প্রতিজন্মেই অত্যন্ত দুঃখভাগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্যের নিকট ভূমিপ্রাপ্ত হইয়া দ্বিজাতিতে তাহা দান করে, জগন্নাথ তাঁহাকে পরমপদ প্রদান করিয়া থাকেন। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি স্বদত্তা কিম্বা পরদত্তা ভূমি হরণ করে, সে কোটিকুলযুক্ত হইয়া অতি দারুণ নরকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। হে বিপ্র! যে ব্যক্তি দেবদ্বিজের ভূমি হরণ করে, হে মুনে! কোটিশত কল্পেও তাহার নিষ্কৃতি দেখা যায় না।১—১১। যে ভূপতি পরদত্তা ভূমি রক্ষা করেন, তাঁহার কোটিগুণ পুণ্য হইয়া থাকে। সপ্তদ্বীপা মহী দান করিয়া যে পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, দ্বিজাতিকে ধেনু দান করিয়া মানব সেই পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দরিদ্র কুটুম্বী জনকে যে ব্যক্তি বৃষদান করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে তিলপ্রমাণ স্বর্ণও প্রদান

হরের্নিকেতনং যাতি যুক্তঃ কোটিকুলৈরপি ॥১৮
যো দদ্যাদ্রজতং বিপ্র সাধবে ভূসুরায় বৈ।
প্রাপ্নোতি চন্দ্রলোকঞ্চ পিবেত্তত্রামৃতং সদা ॥১৬
প্রবালং মৌক্তিকং চৈব হীরকঞ্চ মণিং তথা।
যো দদাতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥১৭
তুলাপুরুষদানেন যৎপুণ্যং লভতে জনঃ।
শালগ্রামশিলাং দত্বা তস্মাৎকোটিগুণং লভেৎ
সপ্তদ্বীপাং ক্ষিতিং দত্বা সশৈলবনকাননাম্।
যৎপুণ্যং লভতে তদ্বৈ শালগ্রামশিলাপ্রদঃ ॥১৯
শালগ্রামশিলাং যো বৈ দদ্যাদ্ভূমিসুরায় চ।
তেন বিপ্র প্রদত্তানি ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ২০
তুলাপুরুষদানং যঃ করোতি দ্বিজপুঙ্গব।
জনন্যাশ্চোদরে তস্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥২১
সালঙ্কারাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ কন্যাং যচ্ছতি যো নরঃ।
স গচ্ছেদ্‌ব্রহ্মসদনং পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ২২
কন্যাবিক্রয়িণো নাস্তি নরকান্নিষ্কৃতিঃ পুনঃ।
কন্যাদানকৃতো নাস্তি স্বর্গাদাগমনং পুনঃ ॥ ২৩

উপানহৌ বাতপত্রং যো দদাতি দ্বিজাতয়ে।
প্রেত্য চেন্দ্রপুরং গত্বা বসেৎ কল্পচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৪
বস্ত্রং যচ্ছতি যো দিব্যং সাধবে বৈ দ্বিজাতয়ে
স্বর্গে দিব্যাম্বরধরশ্চিরং তিষ্ঠেদ্দ্বিজোত্তম ॥ ২৫
ধেনুং পুরাতনীং যচ্ছেদ্বস্ত্রঞ্চ জরিতং দ্বিজ।
নূত্নাং রজোবতীং কন্যাং সগচ্ছেন্নিরয়ং তথা ॥
কন্যাবিক্রয়িণো ব্রহ্মন্ পশ্যেন্নাননং বুধঃ।
দৃষ্টা চাজ্ঞানতো বাপি কুর্য্যান্মার্ত্তণ্ডদর্শনম্ ॥ ২৭
ফলদাতা নরো গচ্ছেত্ত্রিদিবঞ্চ দ্বিজোত্তম।
ভুঙ্‌ক্তে কল্পসহস্রাণি ফলং তত্রামৃতোপমম্ ॥ ২৮
শাকং যচ্ছতি যো মর্ত্ত্যো শিবস্য ভবনং দ্বিজ
যাতি কল্পদ্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে দুর্ল্লভং পায়সং সুরৈঃ।
ঘৃতদো দধিদশ্চৈব তক্রদো দুগ্ধদস্তথা।
বিষ্ণোর্নিকেতনং গত্বা সুধাপানং করোতি সঃ
গন্ধদঃ পুষ্পদশ্চৈব মর্ত্ত্যো যাতি সুরালয়ম্।
তিষ্ঠেদ্‌ যুগসহস্রাণি গন্ধপুষ্পবিভূষিতঃ ॥ ৩১

করে, সে কোটিকুলযুক্ত হইয়া হরিনিকেতনে প্রয়াণ করে। সাধু ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি রজত দান করে, সে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় এবং তথায় অমৃতপান করিতে থাকে। হে দ্বিজবর! যে ব্যক্তি প্রবাল, মৌক্তিক, হীরক ও মণি দান করে, তাহার স্বর্গলোকে গতি হইয়া থাকে। লোক তুলাপুরুষদানে যে পুণ্য লাভ করে, শালগ্রাম-শিলাদান করিয়া তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। সশৈলবনকাননা সপ্তদ্বীপা মহী দান করিয়া যে পুণ্য লাভ করা যায়, শালগ্রাম-শিলাপ্রদানকর্ত্তা সেই পুণ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে শালগ্রাম শিলা দান করে, তৎকর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ ভুবন প্রদত্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজপুঙ্গব! যে ব্যক্তি তুলা-পুরুষ দান করে, জননীর উদরে তাহার পুনর্জ্জন্ম ঘটে না। যে নর সালঙ্কারা কন্যা দান করে, সে ব্রহ্মসদনে উপনীত হয়। তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। কন্যাবিক্রয়ী ব্যক্তির নরক হইতে নিষ্কৃতি নাই। কন্যা-দাতারও স্বর্গ হইতে বিচ্যুতি ঘটে না। যে ব্যক্তি দ্বিজাতিকে উপানহ্‌যুগল বা আত-পত্র প্রদান করে, সে মরণান্তে ইন্দ্রালয়ে গিয়া চারিকল্প বাস করিয়া থাকে। সাধু দ্বিজাতিকে যে ব্যক্তি বস্ত্র দান করে, সে দিব্যঅম্বর ধারণপূর্ব্বক চিরকাল স্বর্গে অবস্থান করিয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি অধিকবয়স্কা ধেনু, জীর্ণবস্ত্র এবং নূতন রজস্বলা কন্যা দান করে, তাহার নরকে গতি হইয়া থাকে। বুধ জন কন্যা-বিক্রয়ী ব্যক্তির মুখাবলোকন করিবেন না; যদি অজ্ঞানত দর্শন করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে সূর্য্য দর্শন করিবেন। ১২- -২৭। হে দ্বিজবর! ফলদাতা নর স্বর্গে গমন করে এবং তথায় গিয়া সহস্র কল্পকাল অমৃতোপম ফল-ভোগ করিয়া থাকে। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি শাক প্রদান করে, সে শিবভবনে যায় এবং তথায় গিয়া কল্পদ্বয়কাল সুরদুর্লভ পায়স ভোজন করিয়া থাকে। ঘৃত, দধি, তক্র বা দুগ্ধদাতা নর বিষ্ণুসদনে গিয়া সুধাপান করে। গন্ধ বা পুষ্পদাতা নর সুরালয়ে গমন করে এবং তথায় গন্ধপুষ্পে ভূষিত হইয়া সহস্র যুগ অব-

শয্যাদানং দানসারং ব্রাহ্মণায় দদাতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পর্য্যঙ্কে শেরতে চিরম্॥ ৩২
পীঠদাতা দীপদাতা সর্ব্বদুষ্কৃতবর্জ্জিতঃ।
স্বর্গে সিংহাসনে তিষ্ঠেজ্জ্বলদ্দীপাবলীবৃতঃ॥ ৩৩
তাম্বূলং যো নরো দদ্যাদ্ভূমিং ভুঙ্‌ক্তেঽখিলাং সুখম্।
স্বর্গে দেবাঙ্গনাক্রোড়ে শুপ্তস্তাম্বূলমত্তি বৈ॥৩৪
বিদ্যাদানং দানবরং করোতি যো নরোত্তমঃ।
স প্রেত্য সন্নিধিং বিষ্ণোস্তিষ্ঠেদ্ যুগশতত্রয়ম্॥
প্রাপ্য জ্ঞানং ততস্তত্র দুর্ল্লভং বৈ দ্বিজর্ষভ।
দুর্ল্লভং মোক্ষমাপ্নোতি শ্রীহরেঃ কৃপয়া দ্বিজ॥
অনাথং দুঃখিতং বিপ্রং পাঠয়েদ্বৈ নরোত্তমঃ।
শ্রীহরের্ভবনং যাতি পুনর্জ্জন্মবিবর্জ্জিতঃ॥ ৩৭
যো নরঃ পুস্তকং দদ্যাদ্ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
প্রতিবর্ণং লভেৎ পুণ্যং কপিলাকোটিদানজম্
মধুদো গুড়দশ্চৈব মর্ত্ত্যো যাতীক্ষুসাগরম্।
লবণপ্রদো নরো যাতি বারুণং লোকমেব চ॥
সর্ব্বেষামেব দানানামন্নং বারি দ্বিজোত্তম।
তত্ত্বজ্ঞৈর্মুনিভিঃ সর্ব্বৈঃ প্রবরং বৈ প্রকীর্ত্তিতম্॥
অন্নং বারি দ্বিজশ্রেষ্ঠ যেন দত্তং মহীতলে।
তেন দত্তানি দানানি সর্ব্বাণি চ দ্বিজর্ষভ॥ ৪১
অন্নদো যো নরো বিপ্র প্রাণদশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সমস্তদানানামন্নদো লভতে ফলম্॥ ৪২
যথা চান্নং তথা বারি দ্বে তুল্যে চ প্রকীর্ত্তিতে
বারিণা চ বিনা চান্নং সিদ্ধং ন স্যাদ্দ্বিজোত্তম॥
ক্ষুধা তৃষা দ্বিজব্যাঘ্র দ্বে চ তুল্যে প্রকীর্ত্তিতে।
অতশ্চান্নঞ্চ তোয়ঞ্চ শ্রেষ্ঠং প্রোক্তং বুধৈরপি॥
অন্নদানং ক্ষিতৌ ব্রহ্মন্ যে কুর্ব্বন্তি নরোত্তমাঃ
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা গচ্ছন্তি হরিমন্দিরম্॥ ৪৫
যাবন্ত্যন্নানি ভো বিপ্র যচ্ছতি ক্ষিতিমণ্ডলে।
ব্রহ্মহত্যাশ্চ তাবন্তো নশ্যন্ত্যেব তপোধন॥৪৬
যচ্ছতাং চান্নদানানি শরীরাণি চ পাতকম্।

স্থান করিয়া থাকে। দানের সার শয্যাদান, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে উহা দান করে সে ব্রহ্মসদনে যায় এবং সেখানে পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া থাকে। পীঠদাতা এবং দীপদাতা ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে সিংহাসনে অবস্থান করে এবং তাহার চারিপার্শ্বে দীপাবলী প্রজ্বলিত হইতে থাকে। যে নর তাম্বূল দান করে, সে সুখে অখিল ভূমি ভোগ করিয়া থাকে এবং স্বর্গে দেবাঙ্গনার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করে। দানশ্রেষ্ঠ—বিদ্যাদান; যে নরোত্তম ঐরূপ দান করে, সে মরণান্তে তিনশত যুগপরিমিত কাল বিষ্ণুসন্নিধানে বিরাজ করিয়া থাকে এবং সেখানে শ্রীহরির কৃপায় দুর্লভ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া দুর্লভ মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। নরশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি দুঃখিত অনাথ বিপ্রকে অধ্যয়ন করাইলে পুনর্জ্জন্মবর্জ্জিত হইয়া শ্রীহরিভবনে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাভক্তি-যুক্ত হইয়া পুস্তক দান করেন, তিনি প্রতি-বর্ণে কোটিকপিলা-দানজনিত পুণ্যলাভ করিয়া থাকেন। মধুদ এবং গুড়দ ব্যক্তি ইক্ষুসাগরে প্রয়াণ করেন। লবণপ্রদ নর বারুণ লোকে গমন করে। ২৮—৩৯। হে দ্বিজোত্তম! তত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ বলিয়া থাকেন, সমস্ত দানের মধ্যে অন্ন এবং জলদানই শ্রেষ্ঠ দান। যে ব্যক্তি মর্ত্ত্যলোকে অন্ন-জল প্রদান করে, তৎকর্ত্তৃক সর্ব্বদানই প্রদত্ত হইয়া থাকে। হে বিপ্র! যিনি অন্নপ্রদ, তিনিই প্রাণপ্রদ বলিয়া কীর্ত্তিত। অতএব সমস্ত দানের মধ্যে অন্নদান করিলেই দাতা সর্ব্বফল লাভ করিয়া থাকেন। যেমন অন্ন, তেমনি জল, উভয়ই তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত। বারি বিনা অন্ন সিদ্ধ হয় না। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা উভয়ই তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত। অত-এব অন্ন এবং জল উভয়কেই বুধজন শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! যে নরশ্রেষ্ঠগণ ক্ষিতিতলে অন্নদান করেন, তাঁহারা সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হইয়া হরিমন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। হে বিপ্র! ক্ষিতিতলে যাবৎ পরিমিত অন্ন দান করা হয়, তত পরিমাণ ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে।৪০—৪৬। যাঁহারা অন্ন দান করেন, এবং যাঁহারা তাহা গ্রহণ

গাত্রাণি গৃহ্নতাং ত্যক্ত্বা সহসা যান্তি শৌনক।
অতশ্চ পাপিষ্ঠান্নানি ন গৃহ্নন্তি মনীষিণঃ।
গৃহ্নন্তি মোহাদ্ যে মূঢ়া ভবন্তি পাপভাগিনঃ ॥৪৮
কুর্য্যাত্মিষ্টমুদকং চৈকং ভো দ্বিজসত্তম।
সর্ব্বপাপৈর্বিনির্মুক্তো ব্রজেৎ স হরিমন্দিরম্॥
প্রযত্নেন দ্বিজশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
সঞ্চিতঞ্চ ধনং ব্রহ্মন্ দানকর্ম্মণি বিক্ষিপেৎ॥৫০
রক্ষন্তি যে চ কার্পণ্যাদ্ধনং তে চাতিদুঃখিনঃ।
অন্তে সর্ব্বধনং ত্যক্ত্বা নিঃস্বা গচ্ছন্তি ভো মুনে
মানবা যে সদা দানং দত্ত্বা দত্ত্বা দরিদ্রতি।
দরিদ্রাস্তে ন বিজ্ঞেয়া নরলোকে মহেশ্বরাঃ॥৫২
পরলোকে দ্বিজব্যাঘ্র সাধুসংযমবর্জ্জিতে।
নির্দ্দয়ে বন্ধুহীনে চ ন দত্তং নোপতিষ্ঠতে॥৫৩
স্থিতে ধনে নরো যো বৈ নাশ্নাতি ন দদাতি সঃ
দরিদ্র ইব বিজ্ঞেয়ঃ প্রেত্য নিশ্বাসমুৎসৃজেৎ॥
তপসোঽপি বরং দানং প্রোক্তঞ্চ তত্ত্বদর্শিভিঃ
অতো যত্নাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ দানকর্ম্ম সমাচরেৎ॥৫৫
দাতা দানং ন দদ্যাচ্চে সমুৎসৃজ্য দ্বিজাতয়ে।
স যাতি নিরয়ং ঘোরং সর্ব্বজন্তুভয়াবহম্॥৫৬
দানং দাতা প্রতিগ্রাহী ন স্মরেচ্চ ন যাচতে।
নিরয়ে চোভয়োর্বাসো যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥৫৭
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি যানি বৈ দ্বিজসত্তম।
তানি দানেন হন্যন্তে তস্মাদ্দানং সমাচরেৎ॥৫৮

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে বিবিধ-দানমাহাত্ম্যং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৪॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

শ্রীপ্রদং বিষ্ণুচরিতং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
সর্ব্বপাপক্ষয়করং দুষ্টগ্রহনিবারণম্॥১
বিষ্ণুসান্নিধ্যদঞ্চৈব চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্।
যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা চান্তে যাতি হরের্গৃহম্
নামোচ্চারণমাহাত্ম্যং শ্রূয়তে মহদদ্ভুতম্।

করেন, তাঁহাদের দেহ সহসা পাতকমুক্ত হইয়া যায়। অতএব পাপিষ্ঠের অন্ন গ্রহণীয় নহে। যাঁহারা মোহক্রমে উহা গ্রহণ করেন, তাঁহারা পাপভাগী হইয়া থাকেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সযত্নে ধনসঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। হে ব্রহ্মন্! সঞ্চিত ধন দানকর্ম্মে নিয়োগ করিবে। যাহারা কার্পণ্যবশতঃ ধন রক্ষা করে, তাহারা অতি দুঃখভাগী হইয়া থাকে। হে মুনে! তাহারা তো অন্তে সর্ব্বধন পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্ব অবস্থায়ই চলিয়া যায়। যে সকল মানব সর্ব্বদা দান করিয়া দরিদ্র হইয়া যায়, বাস্তবিক তাহারা দরিদ্র নহে, তাহারাই জগতে মহেশ্বর। পূর্ব্বে দান না করিয়া গেলে সাধুসঙ্গহীন, বন্ধুহীন, নির্দ্দয় পরলোকে কিছুই উপস্থিত হয় না! ধন থাকিতে যে নর ভোজন এবং দান করে না, সে দরিদ্রের ন্যায় মরণান্তে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। তত্ত্বদর্শীরা বলিয়াছেন, তপস্যা অপেক্ষাও দান শ্রেষ্ঠ। অতএব সযত্নে দানকর্ম্ম করিবে। দাতা ব্যক্তি দ্বিজাতিকে যদি উৎসর্গ করিয়া দান না করেন, তবে তিনি সর্ব্বজীবভয়াবহ ঘোর নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। যোগ্য দেশ কালাদির যোগ ঘটিলে, দাতা যদি দান করিতে বিস্মৃত হন, আর প্রতিগ্রাহীও যদি প্রার্থনা না করেন, তবে দাতা এবং প্রতিগ্রহীতা উভয়েরই আচন্দ্রদিবাকর নরকে বাস হইয়া থাকে। ব্রহ্মহত্যাদিজনিত যে কিছু পাপ আছে, তৎসমস্তই দান দ্বারা নিরাকৃত হয়, অতএব দানাচরণ করিবে। ৪৭—৫৮।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—বিষ্ণুচরিত শ্রীপ্রদ, সর্ব্বউপদ্রবনাশন, সর্ব্বপাপক্ষয়কর, দুষ্টগ্রহ-নিবারক, বিষ্ণুসান্নিধ্যপ্রদ, এবং চতুর্ব্বর্গ-ফলদায়ক। যে নর ভক্তিভাবে উহা শ্রবণ করে, সে অন্তে হরিগৃহে উপনীত হইয়া থাকে। শুনা যায়, নামোচ্চারণের মাহাত্ম্য

যদুচ্চারণমাত্রেণ নরো যায়াৎ পরং পদম্॥ ৩
তত্বদস্বাধুনা সূত বিধানং নামকীর্ত্তনে॥ ৪
সূত উবাচ।
শৃণু শৌনক বক্ষ্যামি সংবাদং মোক্ষসাধনম্।
নারদঃ পৃষ্টবান্ পূর্ব্বং কুমারং তদ্বদামি তে॥৫
একদা যমুনাতীরে নিবিষ্টং শান্তমানসম্।
সনৎকুমারং পপ্রচ্ছ নারদো রচিতাঞ্জলিঃ॥ ৬
শ্রুত্বা নানাবিধান্ ধর্ম্মান্ ধর্ম্মব্যতিকরাংস্তথা॥ ৭
শ্রীনারদ উবাচ।
যোঽসৌ ভগবতা প্রোক্তো ধর্ম্মব্যতিকরো নৃণাম্।
কথং তস্য বিনাশঃ স্যাত্তদুচ্যতাং ভগবৎপ্রিয়॥৮
শ্রীসনৎকুমার উবাচ।
শৃণু নারদ গোবিন্দপ্রিয় গোবিন্দধর্ম্মবিৎ।
যৎপৃষ্টং লোকনির্ম্মুক্তিকারণং তমসঃ পরম্॥ ৯
সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতাঃ শঠধিয়ো
ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকা
দম্ভাহঙ্কৃতিপানপৈশুনপরাঃ
পাপান্ত্যা যে নিষ্ঠুরাঃ।
যে চান্যে ধনদারপুত্রনিরতাঃ
সর্ব্বেঽধমাস্তেঽপি হি,
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দশরণাঃ
শুদ্ধা ভবন্তি দ্বিজ॥১০
তমপি দেবকরং করুণাকরং
স্থবিরজঙ্গমমুক্তিকরং পরম্।
অতিচরন্ত্যপরাধপরা জনা
য ইহ তান্ পবতি প্রবনাম হি॥ ১১
সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংসনঃ॥ ১২
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নো হি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥ ১৩
শ্রীনারদ উবাচ।
কে তেঽপরাধা বিপ্রেন্দ্র নাম্নো ভগবতঃ কৃতাঃ
বিনিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যং প্রাকৃতং হ্যানয়ন্তি চ॥১৪
শ্রীসনৎকুমার উবাচ।
সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরহাম্।

অতি অপূর্ব্ব; উহার উচ্চারণ মাত্রে নর পরমপদে উপনীত হইয়া থাকে। অতএব হে সূত! এক্ষণে নামকীর্ত্তনের বিধান তুমি বল। সূত কহিলেন,—হে শৌনক! শ্রবণ করুন, মোক্ষসাধন সংবাদ বলিতেছি। পূর্ব্বে নারদ সনৎকুমারের নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি আপনার নিকটও তাহাই কীর্ত্তন করিব। একদা নারদ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিবিধ ধর্ম্মসাঙ্কর্য্য ও ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণপূর্ব্বক যমুনাতীরবাসী শান্তচেতা সনৎকুমারকে কহিলেন,—হে ভগবৎপ্রিয় ভগবান্ যে ধর্ম্মসাঙ্কর্য্যের কথা কহিয়াছেন, কিরূপে তাহা নাশ হয়, আমার নিকট বলুন। সনৎকুমার কহিলেন,—হে গোবিন্দধর্ম্মজ্ঞ, গোবিন্দপ্রিয় নারদ! তুমি যে লোকমুক্তির হেতুভূত তমোতীত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা শ্রবণ কর। যাহারা সর্ব্বাচারবর্জ্জিত, শঠবুদ্ধি, জগদ্বঞ্চক; দম্ভ অহঙ্কার পান ও পৈশুন্যপরায়ণ, পাপিষ্ঠ ও নিষ্ঠুর, এবং যাহারা ধন দার ও পুত্রনিরত, তাহারা সকলেই অধম, তবে যদি শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে শরণ গ্রহণ করে, তবেই তাহারা শুদ্ধ হইতে পারে। সেই দেববিধাতা চরাচরমুক্তিদাতা করুণাকর দেবকে যে সকল অপরাধী জন অতিক্রম করে, সনাতন হরিনাম তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া থাকে।১—১১। হরিসংশ্রয়ী ব্যক্তি সর্ব্ব অপরাধ করিয়াও মুক্তি লাভ করে। যদি কোন মনুষ্যাধম হরির প্রতি অপরাধ করে, আর সে যদি কখন হরিনাম আশ্রয় করে, তবে সেই নাম অবলম্বনেই তাহার উদ্ধার হইয়া থাকে। হরিনামই সকলের সুহৃৎ; যদি সেই নামবিষয়ে অপরাধী হয়, তবে লোক অধঃপতিত হইয়া থাকে। শ্রীনারদ কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! ভগবৎনামের সেই সেই অপরাধ কি?—যাহারা নারায়ণের কৃত্য নাশ করে এবং দুষ্কৃতি জন্মাইয়া দেয়? সনৎকুমার কহি-

শুভস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নামাপরাধস্য হি পাপবুদ্ধে-
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥ ১৬
ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্ব-
শুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানো বিমুখোঽপ্যশৃণ্বন্
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥ ১৭
শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ
অহংমমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥১৮
এবং নারদশঙ্করেণ কৃপয়া
মহ্যং মুনীনাং পরং,
প্রোক্তং নামসুখাবহং ভগবতো
বর্জ্জ্যং সদা যত্নতঃ।
যে জ্ঞাত্বাপি ন বর্জ্জয়ন্তি সহসা
নাম্নোঽপরাধান্ দশ,
ক্রুদ্ধা মাতরমপ্যভোজনপরাঃ
খিদ্যন্তি তে বালবৎ ॥ ১৯
অপরাধবিমুক্তো হি নাম্নি জপং সদাচর।
নাম্নৈব তব দেবর্ষে সর্ব্বং সেৎস্যতি নান্যতঃ ॥
শ্রীনারদ উবাচ।
সনৎকুমার প্রিয়সাহসানাং
বিবেকবৈরাগ্যবিবর্জ্জিতানাম্।
দেহপ্রিয়ার্থাত্মপরায়ণানাং
মুক্তাপরাধাঃ প্রভবন্তি নঃ কথম্ ॥ ২১
শ্রীসনৎকুমার উবাচ।
জাতে নামাপরাধে তু প্রমাদে তু কথঞ্চন।
সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ ॥ ২২
নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি যৎ ॥২৩

লেন,—যে সাধু হইতে ভগবানের নাম খ্যাতি প্রাপ্ত হয়, সেই সাধুর নিন্দা ভগবান্ কিরূপে সহিবেন? সুতরাং সাধুনিন্দাই প্রধান নামাপরাধ। যে ব্যক্তি শুভকর শ্রীবিষ্ণুর গুণ-নামাদি সকল বুদ্ধি দ্বারা ভিন্ন রূপ আলোচনা করে, জানিবে—সেও এক জন হরিনামের শত্রু। গুরুকে অবজ্ঞা, শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা, এবং হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা—এ সকলও নামাপরাধ, এরূপ অপরাধী পাপবুদ্ধি ব্যক্তির শুদ্ধি যম নিয়মাদি দ্বারাও হয় না। যাহার শ্রদ্ধা নাই, অভিমুখ্য নাই বা অবধান নাই, এরূপ ব্যক্তিকে যে ধর্ম্ম ব্রত দান ও হোমাদি নিখিল শুভ ক্রিয়া কিম্বা ব্রহ্মজ্ঞানও চিত্তপ্রসন্নতা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা শিবনামাপরাধ মধ্যে গণনীয়। যে অধম ব্যক্তি নামমাহাত্ম্য শুনিয়াও প্রীতি-বিরহিত এবং অহঙ্কার ও মমত্বাদিনিরত হয়, সেও নামাপরাধকর্ত্তা নিশ্চিতই। হে নারদ! ভগবান্ শঙ্কর কৃপা করিয়া এইরূপে আমার নিকট মুনিগণের পরম সুখাবহ ভগবানের নামাপরাধ কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই ভগবৎনামাপরাধ সর্ব্বদা সযত্নে বর্জ্জনীয়। যাহারা জানিয়া শুনিয়াও এই দশটী নামাপরাধ বর্জ্জন না করে, ক্রুদ্ধ বালক যেমন মাতার প্রতি ক্রোধ করিয়া না খাইয়া কষ্ট পায়, তেমনি তাহারা খিন্ন হইয়া থাকে। হে দেবর্ষে! নামাপরাধ হইতে মুক্ত থাকিয়া সর্ব্বদা নাম জপ কর, নামেই তোমার সমস্ত সিদ্ধ হইবে, অন্য কিছুতেই সেরূপ হইবে না। ১২—২০। নারদ কহিলেন,—হে সনৎকুমার! আমাদের বিবেক-বৈরাগ্য নাই, আমরা সাহসিক এবং দেহপ্রিয় ও আত্মস্বার্থপরায়ণ; আমাদের ঐরূপ অপরাধ হইতে মুক্তি কিরূপে হইতে পারে? সনৎকুমার কহিলেন,—যদি কোনরূপে নামাপরাধ বা প্রমাদ ঘটে, তবে সদা নাম কীর্ত্তন করিবে এবং তাহারই একমাত্র শরণাপন্ন হইবে। যাহারা নামাপরাধ-যুক্ত, নামসকলই তাহাদের পাপহরণ করে। অবিশ্রান্ত উচ্চারিত হইলে ঐ সকল নামই তাহাদের অভীষ্টার্থ সাধন করিয়া থাকে।

নামৈকং যস্য জিহ্বং স্মরণপথগতং
শ্রোত্রমূলংগতং বা,
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং
তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণবনিতালোভপাষণ্ডমধ্যে,
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥
ইদং রহস্যং পরমং পুরা নারদ শঙ্করাৎ।
শ্রুতং সর্ব্বাশুভহরমপরাধনিবারকম্ ॥ ২৫
বিষ্ণুর্বিষ্ণুভিধানং যে হ্যপরাধপরা নরাঃ।
তেষামপি ভবেন্মুক্তিঃ পঠনাদেব নারদ ॥ ২৬
নাম্নো মাহাত্ম্যমখিলং পুরাণে পরিগীয়তে।
তত্ত্বৈ পুরাণমখিলং শ্রোতুমর্হসি মানদ ॥ ২৭
পুরাণশ্রবণে শ্রদ্ধা যস্য স্যাদ্ ভ্রাতরন্বহম্।
তস্য সাক্ষাৎ প্রসন্নঃ স্যাচ্ছিবো বিষ্ণুশ্চ সানুগঃ
যৎ স্নাত্বা পুষ্করে তীর্থে প্রয়াগে সিন্ধুসঙ্গমে।
তৎফলং দ্বিগুণং তস্য শ্রদ্ধয়া বৈ শৃণোতি যঃ ॥

যে পঠন্তি পুরাণানি শৃণ্বন্তি চ সমাহিতাঃ।
প্রত্যক্ষরং লভন্তে তে কপিলাদানজং ফলম্ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং মোক্ষার্থী
মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১
যে শৃণ্বন্তি পুরাণানি কোটিজন্মার্জ্জিতং খলু।
পাপজালন্তু তে হত্বা গচ্ছন্তি হরিমন্দিরম্ ॥ ৩২
পুরাণবাচকং বিপ্রং পূজয়েদ্ভক্তিভাবতঃ।
গোভূহিরণ্যবস্ত্রৈশ্চ গন্ধপুষ্পাদিভির্মুনে ॥ ৩৩
কাংস্যৈর্বিনির্ম্মিতং পাত্রং জলপাত্রং মুদান্বিতঃ।
কর্ণকুণ্ডলকং চৈব মুদ্রিকাং স্বর্ণনির্ম্মিতাম্ ॥ ৩৪
আসনন্তু তথা দদ্যাৎ পুষ্পং মাল্যং তপোধন।
বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত দানং হীনফলং যত ॥
পুরাণং বাচয়েদ্বিপ্র সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৩৬
সুবর্ণং রজতং বস্ত্রং পুষ্পমাল্যন্তু চন্দনম্।
দদ্যাদ্ যো পুস্তকে ভক্ত্যা সগচ্ছেদ্ধরিমন্দিরম্

ভগবানের যে কোন নাম ভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইলেও শুদ্ধ বা অশুদ্ধভাবে অব্যবধানে যাহারই স্মরণপথে বা শ্রোত্রমূলে উপগত হউক, নিশ্চয় তাহাকে উদ্ধার করিয়া থাকে। কিন্তু হে বিপ্র! উক্ত নাম যদি দেহসুখ, অর্থ অথবা বনিতালোভে পাষণ্ডজনমধ্যে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা শীঘ্রফলজনক হয় না। হে নারদ! পুরাকালে শঙ্করের মুখে এই নামাপরাধনিবারক সর্ব্ব অশুভহর পরম রহস্য শ্রবণ করিয়াছিলাম। যে অপরাধনিরত নরগণ বিষ্ণুনামে অভিজ্ঞ, ইহা পাঠে তাঁহাদেরও মুক্তি হইয়া থাকে। অখিল নামমাহাত্ম্য পুরাণে পরিগীত হইয়াছে! অতএব হে মানদ! আপনি সমস্ত পুরাণ শ্রবণ করুন। হে ভ্রাতঃ! নিত্য হরিনাম শ্রবণে যাহার শ্রদ্ধা আছে, তাহার প্রতি সানুচর শিব ও বিষ্ণু উভয়েই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত ইহা শ্রবণ করে, পুষ্করতীর্থে প্রয়াগে এবং সিন্ধুসঙ্গমে স্নান করিলে যে ফল হয়, তাহা অপেক্ষা তাহার দ্বিগুণ ফল হইয়া থাকে। ২২—২৯। যাহারা সমাহিত হইয়া পুরাণ পাঠ বা পুরাণ শ্রবণ করে, তাহারা প্রতি অক্ষরে কপিলাদানজনিত ফল লাভ করিয়া থাকে। এই পুরাণ শ্রবণে অপুত্র ব্যক্তি পুত্র, ধনার্থী ধন, বিদ্যার্থী বিদ্যা এবং মোক্ষার্থী মোক্ষ লাভ করে। যাহারা পুরাণ শ্রবণ করে, তাহারা কোটীজন্মার্জ্জিত পাপজাল ছেদন করিয়া হরিমন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকে। হে তপোধন! পুরাণবাচক ব্রাহ্মণকে গো, ভূ, হিরণ্য, বস্ত্র ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ভক্তিভাবে পূজা করিবে। কাংস্যনির্ম্মিত জলপাত্র, কর্ণকুণ্ডল, স্বর্ণনির্ম্মিত মুদ্রিকা, আসন ও পুষ্পমাল্য দান করিবে। দানে বিত্তশাঠ্য করিবে না, বিত্তশাঠ্যযুক্ত দান ফলহীন হইয়া থাকে। হে বিপ্র! সমস্ত কামার্থসিদ্ধির জন্য পুরাণবাচন করিবে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পুস্তকে সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র, পুষ্পমাল্য, চন্দন দান করে, সে হরিমন্দিরে

কুর্ব্বন্তি বিধিনানেন সম্পূর্ণং পুস্তকঞ্চ যে।
তেষাং নামানি লিম্পেত চিত্রগুপ্তোহর্চ্চনাদ্বিজ

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে
নামকীর্ত্তনবিধানং নাম পঞ্চ-
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ।

শ্রোতুমিচ্ছামি তে প্রাজ্ঞ কথয়স্ব সমূলকম্।
প্রতিজ্ঞাপালনে পুণ্যং খণ্ডনে কিঞ্চ কিল্বিষম্ ॥১
অনৃতে শপথে কিংবা সত্যে কিঞ্চিদ্ভবেন্মুনে।
দক্ষিণং কিং করং দত্বা কৃপাং কৃত্বা কৃপার্ণব ॥ ২

সূত উবাচ।

শৃণুষ্ব মুনিশার্দ্দূল কথয়ামি সমূলতঃ।
বৈষ্ণবানাং ত্বমগ্র্যোঽসি সর্ব্বলোকহিতে রতঃ ॥
ধেনূনাং তু শতং দত্বা যৎফলং লভতে নরঃ।
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং প্রতিজ্ঞাপালনে দ্বিজ
প্রতিজ্ঞাখণ্ডনান্মূঢ়ো নিরয়ং যাতি দারুণম্।
শতমন্বন্তরং যাবৎ পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
ততোঽত্র জন্ম চাসাদ্য নির্দ্ধনস্য নিকেতনে।
অন্নবস্ত্রৈর্বিহীনঃ স্যাৎ ক্লেশী চাপি স্বকর্ম্মণা ॥৬
সত্যেন শপথং কুর্য্যাদ্দেবাগ্নিগুরুসন্নিধৌ।
তাবদ্দহতি বৈ গাত্রং বিষ্ণোর্বংশো ন লুপ্যতে
মিথ্যায়াং শপথে বিপ্র কিমহং বচ্মি সাম্প্রতম্।
শতমন্বন্তরং বিপ্র নিরয়ং মিথ্যয়া কিমু ॥ ৮
নির্ম্মাল্যং শ্রীহরেঃ স্পৃষ্ট্বা সত্যেন মুনিপুঙ্গব।
গৃহীত্বা পুরুষান্ সপ্ত পচ্যতে নিরয়ে চিরম্ ॥ ৯
কদাচিজ্জন্ম সম্প্রাপ্য কুষ্ঠী চ প্রতিজন্মনি।
সত্যেনৈবং ভবেদ্বিপ্র অনৃতে বৈ কিমুচ্যতে ॥
যো মর্ত্ত্যো দক্ষিণং দত্বা করং তৎপ্রতিপালয়েৎ
তস্য প্রাপ্যো ভবেৎ কৃষ্ণঃ সত্যং সত্যং
বদাম্যহম্ ॥

উপনীত হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! এইরূপ বিধানে যাহারা পুস্তক সম্পূর্ণ করে, চিত্রগুপ্ত তাহাদের নাম সকল মুছিয়া ফেলিয়া থাকেন। ৩০—৩৮।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে প্রাজ্ঞ! আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা-পালনে বা অপালনে কি কিরূপ পুণ্য-পাপ এবং অসত্য শপথে বা সত্য শপথে কি কি ফল হইয়া থাকে? তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি,হে কৃপার্ণব! আপনি কৃপা করিয়া বলুন। সূত কহিলেন,—হে মুনিশার্দ্দূল! আপনি সর্ব্বলোকহিতরত এবং বৈষ্ণবগণের অগ্রণী। আপনার নিকট আমূলতঃ কীর্ত্তন করিতেছি। নর শত ধেনু দান করিয়া যে ফল লাভ করে প্রতিজ্ঞা পালনে তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক পুণ্য হইয়া থাকে। প্রতিজ্ঞার অপালনে মূঢ় নর দারুণ নরকে গমন করে এবং শত-মন্বন্তর যাবৎ সেখানে পচিতে থাকে। অনন্তর দরিদ্র-গৃহে জন্মলাভ করিয়া স্বীয় কর্ম্মানুসারে অন্ন-বস্ত্রহীন ও ক্লেশভাগী হয়। দেব অগ্নি ও গুরুসন্নিধানে সত্য শপথ করিলেও বংশ-লোপ না হওয়া পর্য্যন্ত বিষ্ণুর গাত্রদাহ হইয়া থাকে। কিন্তু মিথ্যা শপথে যে কি হয়, তাহা আর তোমার নিকট আমি কি বলিব? হে বিপ্র! এ ব্যাপারে শত মন্বন্তর-যাবৎ নিরয় ভোগ করিতে হয়। মিথ্যা শপথে যে কি হয়, তাহা আর বক্তব্য নয়। শ্রীহরির নির্ম্মাল্য স্পর্শ করিয়া যে ব্যক্তি সত্য শপথ করে, তাহার সপ্ত পুরুষ নরকে পচিতে থাকে। অনন্তর সে জন্মলাভ করিয়া প্রতি জন্মে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়। হে বিপ্র! সত্য শপথেই এইরূপ হয়, অসত্য শপথে যে কি হয়, তাহা আর বলিব কি? ১—১০। যে মানব দক্ষিণ কর দিয়া শপথ পালন করে, তাহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, ইহা আমি সত্য সত্যই বলি-

করং দত্ত্বা তু যো মর্ত্ত্যো বচনস্ত চ পালনম্।
তাবন্ন কুর্য্যাৎ পিতরঃ প্রাপ্নুবন্তি চ যাতনাম্॥
স্বয়ং তু মুনিশার্দ্দূল নিরয়ং চাতিদারুণম্।
উদ্গারং কোটিপুরুষৈর্য্যুতো যাতি ন সংশয়ঃ॥

শৌনক উবাচ।

কৃষ্ণপ্রাপ্তিঃ পুরা কস্ত করস্ত প্রতিপালনাৎ।
দক্ষিণস্ত মুনে ব্রূহি শ্রোতুমিচ্ছামি সাদরাৎ॥১৪

সূত উবাচ।

পুরা কাঞ্চীপুরে শূদ্রো নাম্নাসিদ্বীরবিক্রমঃ।
বহ্বাশী পৃথুলাঙ্গশ্চ বহুবক্তাতিসুন্দরঃ॥ ১৫
ধনবান্ পুত্রবান্ সভ্যো বিদ্বান্ সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ।
বিপ্রাণামতিথীনাঞ্চ পূজকঃ সর্ব্বদৈব তু॥ ১৬
পিতৃভক্তো দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞাপালকঃ সদা।
বাচাং গুরুজনানাঞ্চ পালকো হরিসেবকঃ॥ ১৭
একদা সুন্দরো গেহং শ্বপচস্তস্য ছদ্মনা।
প্রাপ্তো ধৃত্বা ব্রাহ্মণস্য রূপং বৈ তরুণঃ সুধীঃ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শৃণু মে বচনং ধীর মম জায়া মৃতা শুভা।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথয়াদ্যানুকম্পয়া॥১৯
বিবাহং যো জনঃ কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
কিঞ্চ দানৈঃ কিঞ্চ তীর্থৈঃ কিং যজ্ঞৈ-
ব্রতকোটিভিঃ॥ ২০
ইতি শ্রুত্বা বচো বিপ্রং চোক্তবান্ বীরবিক্রমঃ
শৃণু মে বচনং ব্রহ্মন্ বালাস্তি মম কন্যকা॥ ২১
যদিচ্ছা তে ভবেদ্বিপ্র দাস্যামি বিধিপূর্ব্বকম্।
নয় মে দক্ষিণং হস্তং দাস্যামি চান্যথা নহি॥ ২২
তস্যৈতদ্বচনং শ্রুত্বা জগ্রাহ দক্ষিণং করম্।
শ্বপচো হর্ষযুক্তো বৈ প্রোবাচ বচনং দ্বিতি॥২৩

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কৃত্বা শুভক্ষণং মহ্যং দেহি কন্যাং শুভান্বিতাম্।
বিলম্বে বহুবিঘ্নং স্যাদিতি শাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্॥২৪

বীরবিক্রম উবাচ।

তুভ্যং শ্বঃ কন্যকাং ব্রহ্মন্ দাস্যামি নাস্তি
চান্যথা।

নাম। মানব কর দান করিয়া যাবৎ বচন পালন না করে, তাবৎ তাহার পিতৃগণ যাতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সে নিজেও মরণান্তে কোটি পুরুষ সহ উদ্গারখ্য দারুণ নরকে গমন করে। ইহাতে সংশয় নাই। শৌনক কহিলেন,—হে মুনে! দক্ষিণ করস্পর্শে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া পূর্ব্বকালে কাহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহা আমি সাগ্রহে শুনিতে ইচ্ছা করি। সূত কহিলেন,—পূর্ব্বকালে কাঞ্চীপুরে বীরবিক্রম নামে এক শূদ্র ছিল। ঐ শূদ্র বহুভোজী, বিপুলাঙ্গ, বহুভাষী, অতিসুন্দর, ধনবান্, পুত্রবান্, সভ্য, বিদ্বান্, সর্ব্বজনপ্রিয়, সর্ব্বদা বিপ্র ও অতিথিবর্গের পূজক, পিতৃভক্ত, প্রতিজ্ঞাপালক, বাক্য ও গুরুজনের পালক ও হরিসেবক। একদিন এক সুন্দর শ্বপচ ছলক্রমে বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ যুবকের রূপ ধারণ করিয়া ঐ শূদ্রের নিকট আগমনপূর্ব্বক বলিল,—হে ধীর! আমার কথা শ্রবণ করুন। আমার সুন্দরী জায়া মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে, আমি কি করিব, কোথায় যাইব! এক্ষণে দয়া করিয়া বলুন। যে ব্যক্তি লোককে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকে বিবাহ করাইয়া দেয়, দান তীর্থ যজ্ঞ বা কোটি কোটি ব্রতাচরণে তাহার আর প্রয়োজন কি?১১—২০। বীরবিক্রম এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণকে বলিল,—হে ব্রহ্মন্! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আমার এক কন্যা আছে, যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে আমি তাহাকে আপনার করে বিধিপূর্ব্বক দান করিতে পারি। এই আমার দক্ষিণ হস্ত লউন, আমি দান করিব, ইহার আর অন্যথা হইবে না। তাহার কথা শুনিয়া আগন্তুক ব্রাহ্মণ-শ্বপচ তাহার দক্ষিণ কর গ্রহণ করিল। অনন্তর ব্রাহ্মণরূপী শ্বপচ সহর্ষে বলিল,—আপনি শুভক্ষণ দেখিয়া আপনার শুভা কন্যা প্রদান করুন। বিলম্বে বহু বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা, ইহাই শাস্ত্রের সুনিশ্চয়। বীরবিক্রম কহিল,—হে ব্রহ্মন্! আপনাকে কল্যই

দক্ষিণঞ্চ করং দত্ত্বা ন কুর্য্যাৎ পুরুষাধমঃ ॥ ২৫

সূত উবাচ।

ব্রাহ্মণং কৃষ্ণশর্ম্মাণং চাহূয়াকথয়ন্মুনে।
পুরোহিতমিদং সর্ব্বং প্রোবাচ সংবিদং দ্বিজঃ॥
কথং বিপ্রায় তে কন্যাং শূদ্রাং দাতুমিহেচ্ছসি
অজ্ঞাতায়াকুলীনায় ন দদস্ব বিশেষতঃ ॥ ২৭
উচুস্তজ্জ্ঞাতয়ঃ সর্ব্বে জনকাদ্যাস্তপোধন।
অস্মাকং বচনং তাত শৃণুম্ব বীরবিক্রম ॥ ২৮
ন জ্ঞায়তে কুলং যস্য দেশগোত্রধনং তথা
শীলং বয়স্তস্য কন্যা স্বজনৈর্ন চ দীয়তে ॥ ২৯
স উবাচ দ্বিজশ্রেষ্ঠ দত্তং মে দক্ষিণং করম্।
কদাচিদন্যথা কর্ত্তুং ন শক্নোম্যহং চ সর্ব্বথা ॥ ৩০
ইত্যুক্তা তান্ স বিপ্রায় কন্যাং দাতুং প্রচক্রমে
দৃষ্ট্বেতি জ্ঞাতয়ঃ সর্ব্বে বিস্ময়মদ্ভুতং যযুঃ ॥ ৩১
সত্যং তদ্বচনং শ্রুত্বা শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ।
আবির্বভূব সহসা চারুহ্য গরুড়ং মুনে ॥ ৩২

শ্রীভগবানুবাচ।

ধন্যস্তে চ কুলং ধর্ম্মো ধন্যস্তে জননী পিতা।
ধন্যস্তে বচনং সত্যং ধন্যস্তে দক্ষিণং করম্ ॥ ৩৩
ধন্যং কর্ম্ম চ তে জন্ম ত্রৈলোক্যে নৈব বিদ্যতে
এবং তে কর্ম্মণা সাধো চোদ্ধারং কুরুষে কুলম্

সূত উবাচ।

এবং ব্রুবতি শ্রীকৃষ্ণে বিমানং স্বর্ণনির্ম্মিতম্।
আগতং হরিগণৈর্যুক্তং সচ্ছত্রগরুড়ধ্বজম্ ॥ ৩৫
সর্ব্বং তস্য কুলং ব্রহ্মন্ সশ্বপাকপুরোহিতম্।
রথে চারোপয়ামাস শঙ্খ-পদ্মধরঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৬
গৃহীত্বা তান্ হরিঃ সর্ব্বান্ গতো বৈকুণ্ঠমন্দিরম্
তত্র তস্থৌ চিরন্তে চ ভুক্ত্বা ভোগং সুদুর্ল্লভম্ ॥
বচনং লঙ্ঘয়েদ্যস্তু যস্য বা দক্ষিণং করম্।
সকুলো নিরয়ং যাতি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥
তস্যান্নস্তু জলং ব্রহ্মন্ গ্রাহ্যং পিতৃদৈবতৈঃ।

আমি কন্যা দান করিব। ইহার অন্যথা হইবে না। দক্ষিণ কর দান করিয়া নরাধম ব্যক্তিই প্রতিজ্ঞা পালন করে না। সূত কহিলেন,—হে মুনে! বীরবিক্রম স্বীয় পুরোহিত ব্রাহ্মণ কৃষ্ণশর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া এই সংবাদ সমস্তই কহিলেন। পুরোহিত ব্রাহ্মণ বলিলেন,—কিরূপে তুমি তোমার শূদ্রা কন্যাকে ব্রাহ্মণের করে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? অজ্ঞাত অকুলীন ব্যক্তিকে কন্যা দান বিশেষ ভাবেই নিষিদ্ধ। জনকাদি রাজর্ষিগণ এই কথাই কহিয়াছেন। হে বীরবিক্রম! আমাদের বাক্য শ্রবণ কর। যাহার কুল, দেশ, গোত্র, ধন এবং শীল বা বয়স জানা নাই, স্বজনগণ তাহার নিকট কখন কন্যাদান করেন না। বীরবিক্রম কহিল,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি আমার দক্ষিণ কর দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সুতরাং তাহার কখনও অন্যথা করিতে পারি না। বীরবিক্রম এই কথা কহিয়া কন্যাদানে উদ্যত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার জ্ঞাতিগণ সকলেই মনঃক্ষুণ্ণ ও বিস্ময়াপন্ন হইল। হে মুনে! বীরবিক্রমের সেই সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্খ-চক্র-গদাধর ভগবান্ সহসা গরুড়ারোহণে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন,—হে সাধো! তোমার কুল, ধর্ম্ম, জননী, পিতা, বচন, সত্য, দক্ষিণ কর, কর্ম্ম, জন্ম সকলই ধন্য; এমন কর্ম্ম জন্ম ত্রিলোকে আর কাহারও নাই। তোমার এই কর্ম্ম দ্বারা তুমি স্বীয় কুলের উদ্ধার সাধন করিলে। ২১—৩৪। সূত কহিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ এই কথা কহিলে, হরিগণান্বিত গরুড়ধ্বজযুত, শ্বেতচ্ছত্র-বিরাজিত স্বর্ণনির্ম্মিত বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। হে ব্রহ্মন্! স্বয়ং শঙ্খ-চক্র-গদাধর হরি শ্বপাক ও পুরোহিত সহ বীর-বিক্রমের সমস্ত কুল রথে আরোপণ করিলেন এবং তাহাদিগকে লইয়া বৈকুণ্ঠ-মন্দিরে উপনীত হইলেন। সেখানে গিয়া তাহারা সুদুর্লভ ভোগ উপভোগ করত চিরকাল অবস্থান করিতে লাগিল। যে ব্যক্তি দক্ষিণ কর স্পর্শ করাইয়া বচন পালন না করে, সে কুল সহ নিরয়ে নিমগ্ন হইয়া থাকে, ইহা আমি সত্য সত্যই বলিলাম। হে ব্রহ্মন্! পিতৃদেবগণ ঐ ব্যক্তির অন্ন জল গ্রহণ করেন

ত্যক্তা ধর্ম্মো গৃহং তস্য ভীত্যা যাতি দ্বিজোত্তম।
দত্ত্বাশাং যো জনঃ কুর্য্যান্নৈরাশ্যং চৈব মূঢ়ধীঃ।
স স্বকান্ কোটিপুরুষান্ গৃহীত্বা নরকং ব্রজেৎ
বচনং লঙ্ঘয়েদ্‌যস্তু ধর্ম্মস্তস্য বিলঙ্ঘতি।
নৃপাগ্নিতস্করৈর্ব্বিপ্র সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতম্॥

না; ধর্ম্ম তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ভয়ে পলায়ন করেন। যে মূঢ়বুদ্ধি নর আশা দিয়া নিরাশ করে, সে স্বীয় কোটী পুরুষ লইয়া নরকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বাক্য দান করিয়া তাহার অন্যথা করে; নৃপ অগ্নি ও তস্কর দ্বারা ধর্ম্ম তাহাকে শাসন করেন। ইহা আমি সত্য সত্যই বলিতেছি।

স্বর্গোত্তরমিমং সম্যক্ শ্রুত্বা স্বর্গোত্তরং ব্রজেৎ
জীবন্মুক্তস্ত্বিহামুত্র কৃষ্ণাখ্যং ধাম চোত্তমম্॥৪২

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সূত-শৌনকসংবাদে প্রতিশ্রুতিপালনমাহাত্ম্য-কথনং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৬॥

এই স্বর্গোত্তর ব্রহ্মখণ্ড শ্রবণ করিয়া নর জীবন্মুক্তরূপে স্বর্গোত্তম স্থান—কৃষ্ণাখ্য উত্তম ধামে প্রয়াণ করিয়া থাকে। ৩৫—৪২।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

ইতি স্বর্গোত্তরাপরনামকং ব্রহ্মখণ্ডং সম্পূর্ণম্।